স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

অবতরণিকা : স্বামী অভেদানন্দ

উদ্বোধন : শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা

উৎসর্গ

'শ্রীদুর্গা' প্রকাশের জন্যে আমি যাঁর একান্ত
উৎসাহ ও সহায়তা লাভ করেছি
ভারতীয় সংস্কৃতির সেই একনিষ্ঠ সাধক
ও আমার শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা

শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজের
উদ্দেশে এই বই উৎসর্গ
করা হল

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং

ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীং

সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং, সুখদাং বরদাং মাতরম্।

ত্রিংশ-কোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,

দ্বিত্রিংশ-কোটি-কণ্ঠভুজৈর্ধৃত-খর-করবালে,

অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবল-ধারিণীং, নমামি তারিণীং

রিপুদল-বারিণীং, মাতরম্॥

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম,

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে॥

ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণধারিণী,

কমলা কমলদল-বিহারিণী,

বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্।

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং, সুফলাং মাতরম্।

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

পূর্বাভাস

বর্তমানে দেবী দুর্গার যে মূর্তি বা প্রতিমার আমরা পূজা করি তা মহিষমর্দিনী-দুর্গা নামে পরিচিত হ'লেও নিছক মহিষমর্দিনী নন; কেননা মহিষমর্দিনী অথবা মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গার ধ্যানে ও রূপে শারদীয়া অথবা বাসন্তী-দুর্গার ধ্যানে ও মূর্তিতে রূপভেদ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যদিও মহিষমর্দিনীর 'সব্যপাদসরোজেনা-লঙ্কৃতোরুমৃগাধিপাম্', 'বামপাদাগ্রদলিতমহিষাসুর-নির্ভরাম্', 'চারুনেত্রত্রয়ান্বিতাম্' ও 'জটামুকুটমণ্ডিতাম্' বর্ণনাগুলির সঙ্গে দশভুজা দুর্গার 'বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি', 'দেবতাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্', 'জটাজুটসমাযুক্তাং' 'লোচনত্রয়-সংযুক্তাং' ও 'মহিষাসুরমর্দিনীম্' বর্ণনাগুলির হুবহু মিল আছে তবু উভয়ের রূপভেদের পরিচয়ও অনেক আছে। দেবী দুর্গার ধ্যান আমরা এ বইয়ের বিষয়-বস্তুতেই বর্ণনা করেছি। তবে মহিষমর্দিনীর ধ্যান যথা,

'সব্যপাদসরোজেনালঙ্কৃতোরুমৃগাধিপাম্। বামপাদাগ্রদলিত-মহিষাসুরনির্ভরাম্। সুপ্রসন্নাং সুবদনাং চারুনেত্রত্রয়ান্বি-

তাম্। হারনূপুরকেয়ূরজটামুকুটমণ্ডিতাম্। বিচিত্রপট্টবসনা-মর্ধচন্দ্রবিভূষিতাম্। খড়্গখেটকবজ্রাণি ত্রিশূলং বিশিখং তথা। ধারয়ন্তীং ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহম্। বহুভির্ললিতৈ-র্দেবীং কোটিচন্দ্রসমপ্রভাম্। সমাবৃতৈর্দিবিষদৈর্দেবৈরাকাশ-সংস্থিতৈঃ। স্তূয়মানাং মোদমানৈর্লোকপালাদিভিঃ সদা। এবং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবীং জায়তে নর-পুঙ্গবঃ।'

দেবী দুর্গার আরো ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ধ্যান আছে। যেমন কুম্ভরাশিতে যখন চন্দ্র থাকে সেই কার্তিক মাসের নবমীতে সূর্য অর্ধোদিত হ'লে উষাকালে দেবী দুর্গার ধ্যান,

'সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ শঙ্খং চক্র-ধনুশরাংশ্চ দধতীং নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতাঃ। আমুক্তাঙ্গদহার-কঙ্কণরণৎকাঞ্চীকনূপুরা দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎ-কুণ্ডলা।'

এছাড়া শ্রীদুর্গার পূজায় পঞ্চদেবতার অন্যতমা কৌশিকী-দুর্গার ধ্যানও আছে, যেমন

'কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুলেখাম্। শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহ-স্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীম্। ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।'

দুর্গার শতনামস্তোত্রেও দেবীকে ভবানী, দক্ষকন্যা, দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী, বনদুর্গা, মাতঙ্গমুনিপূজিতা মাতঙ্গী, চামুণ্ডা, বারাহী, নিশুম্ভশুম্ভহননী, মধুকৈটভহন্ত্রী প্রভৃতি নামে সম্বোধন করা হয়েছে। দেবী জগদ্ধাত্রীও সিংহবাহিনী দুর্গা—'সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং' যদিও তিনি দশভুজা নন, চতুর্ভুজা ('চতুর্ভুজাং') ও নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে 'প্রথমং শৈলপুত্রীতি' প্রভৃতি উল্লেখ ক'রে শ্রীদুর্গার রূপভেদের কথা বলা হয়েছে। চণ্ডীতে মহামায়ার নয়টি নামেরও উল্লেখ আছে। এই নামগুলি চতুর্মুখ ব্রহ্মা নাকি দেবীর উদ্দেশে রেখেছিলেন। চণ্ডীতে আছে,

> 'প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
> তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥
> পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
> সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্॥
> নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
> উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা॥'

এছাড়া প্রেতাসীনা চামুণ্ডা, মহিষাসীনা বারাহী, গজোপরি ঐন্দ্রী, গরুড়াসনা বৈষ্ণবী, নারসিংহী,

শিবদূতী, বৃষোপরি মাহেশ্বরী, শিখিবাহনা কৌমারী, হংসাসীনা ব্রাহ্মী, পদ্মাসনা লক্ষ্মী প্রভৃতি রূপেরও উল্লেখ আছে। দেবীপূজায় নবপত্রিকার পূজার সময় দেখা যায়, দেবীকে নয়টি রূপে ধ্যান করা হয়েছে। যেমন কদলীবৃক্ষকে ব্রহ্মাণী, কচু-গাছকে কালিকা, হরিদ্রাগাছকে দুর্গা, জয়ন্তীগাছকে কার্তিকী, বিল্ববৃক্ষকে শিবা, দাড়িমগাছকে রক্ত-দন্তিকা, অশোকগাছকে শোকরহিতা, মানগাছকে চামুণ্ডা ও ধানগাছকে লক্ষ্মী-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া মহাষ্টমীপূজায় নবঘট-স্থাপনের সময়েও দেবীর নবশক্তির চিন্তা করা হয়েছে। সেই নবশক্তি: উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড-নায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা ও রুদ্রচণ্ডী। এই নবশক্তির পূজার পর দেবী দুর্গার অভিন্ন রূপ চৌষট্টি ও কোটিযোগিনীদের পূজার বিধি আছে। মণ্ডলের নবঘটে নবদুর্গার আবাহন করতে হয়। এই নবদুর্গাও শ্রীদুর্গার বিচিত্র বিকাশ। নবদুর্গার রূপ: (১) চতুর্মুখী হংসা-রূঢ়া ও সৃষ্টিরূপা জগদ্ধাত্রী, (২) বৃষারূঢ়া শ্বেতবর্ণা

ও সৃষ্টিসংহারকারিণী মাহেশ্বরী, (৩) পীতবসনা শক্তিহস্তা ও ময়ূরবাহনা কৌমারী, (৪) শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণী কৃষ্ণবর্ণা ও গরুড়বাহনা বৈষ্ণবী, (৫) পীতবসনা বারাহী, (৬) দৈত্যদানবনাশিনী শুক্লবর্ণা নারসিংহী, (৭) গজকুম্ভস্থা ও সহস্রনয়না ইন্দ্রাণী, (৮) মুণ্ডমালাবিভূষিতা অট্টাট্টহাসিনী চামুণ্ডা, (৯) দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী কাত্যায়নী।

দেবীর 'দুর্গা' নাম কেন হল তার সার্থকতা দেখাতে গিয়ে কাশীখণ্ডে (৭২ অ° ৭১-৭২ শ্লো°) বলা হয়েছে,

> 'অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
> দুর্গাদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ॥
> যে মাং দুর্গাং শরণগা ন তেষাং দুর্গতিঃ ক্বচিৎ।
> দুর্গাস্তুতিরিয়ং পুণ্যা বজ্রপঞ্জরসংজ্ঞিকা॥'

কাশীখণ্ডে 'ত্বং গৌরী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ত্বং গায়ত্রী সরস্বতী' প্রভৃতি ব'লে গৌরী, সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী শ্রীদুর্গারই রূপ ও নামান্তর তা দেখানো হয়েছে।

দেবীর অপর নাম যে অপরাজিতা সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। অপরাজিতাদেবীরও রূপ

এবং ধ্যানভেদ আছে। শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ রাও তাঁর *Elements of Hindu Iconography*-তে (Pt. II, পৃ° ৩৬৯) এই অপরাজিতার রূপ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন :

'Aparajita should be so shown as riding a lion ; she is to be sculptured as a very strong woman carrying in her hands the pinaka (Siva's bow), bana, kharga, and khetaka. She should have three eyes and the jatabhara on the head, with the cresent of the moon in it. She has a snake Vasuki as her wristlet.'

দেবীপুরাণ ও নারদসংহিতায় অপরাজিতার ধ্যান-রূপ আবার ভিন্ন (Cf. প্রতিমালক্ষণানি, পৃ° ১২৯-১৩০)। মিঃ সংকালিয়া তাঁর *The University of Nalanda* (পৃ° ১৩৭-১৩৮) পুস্তকে বৌদ্ধ অপরাজিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : নালন্দার ধ্বংসস্তূপ থেকে যমান্তক,বজ্রসত্ত্ব, মঞ্জুবর, বজ্রপাণি, মারীচী প্রভৃতির মতো বৌদ্ধ অপরাজিতার মূর্তিও পাওয়া গেছে। এছাড়া বিষ্ণু, সূর্য, সরস্বতী, গঙ্গা, বলরাম, অনন্ত বাসুদেব, শিব, পার্বতী, গণেশ এসব হিন্দু দেবতাদের মূর্তিও

আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধ অপরাজিতার মূর্তিসম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

'She is trampling upon Ganesa. The figure to the right of the principal goddess seems to be Indra, and the rod held by him seems to be the handle of the parasol required to be held by the gods beginning with Brahma. If the image were not broken, we could have expected the *chapetadanamudra* in the right hand of the goddess and the *tarjanipasa* in the left, and a parasol in continuation of the broken handle.'

এ ছাড়া নালন্দা-স্তূপ থেকে শিব-পার্বতীর একটি ভাস্কর-মূর্তি পাওয়া গেছে :

'Of the remaining Hindu gods, we have neither photographs nor descriptive details but of one, *viz* Siva and Parvati. They are sitting on a bull and a lion respectively, in a characteristic pose—Siva's one hand touching Parvati's jaw and that of Parvati round the neck of Siva.'

শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্যও 'সাধনমালা'-র ভূমিকায় বৌদ্ধ অপরাজিতাদেবীর রূপ বর্ণনা করেছেন (Cf. সাধনমালা, *Introduction*)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ অপরাজিতার রূপ ও

ধ্যানভেদ গণপতির রূপভেদের মতো দুটি সমাজের ভেতর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটি অভিযানের যে সূচনা করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অনেকের মতে দুর্গাপূজা আসলে একটি মিলনোৎসব তথা দুর্গোৎসব। এই উৎসবের পেছনে সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠনমূলক একটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে। রাজসাহী জেলায় তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণই নাকি এই দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল: হিন্দু ও মুসলমানদের ভেতর এবং বিশেষ ক'রে হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়ের ভেতর একটি মিলন বা ঐক্য আনয়ন করা। দেবীমাহাত্ম্যে যে 'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্। একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা' শ্লোক দুটি দেখা যায় তাও সম্পূর্ণ ঐক্যমন্ত্রের নিদর্শন। দেবীমাহাত্ম্যে দেখানো হয়েছে: সকল দেবতা দেবীকে আয়ুধ, আভরণ ও রূপ প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। দেবীর স্বীকারোক্তিও সর্বসম্প্রদায়ের ভেতর মহামিলনের একটি সূচনামাত্র। যেমন দেবী বলেছেন,

'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

*　　*　　*

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।

*　　*　　*

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।

তৎসংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরোভব।'

'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবী ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' মন্ত্রগুলিও ঐক্যেরই বাণী। এছাড়া দেবী-মাহাত্ম্যে যেখানে

'নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শংকরস্য চ।

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।

নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত।'

মন্ত্রগুলিও আগেকার ঐ 'তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্' মন্ত্রের সমর্থন জানিয়ে যেন একতার আকৃতিই প্রকাশ করছে। বিজয়া-দশমীর দিনে প্রতিমা-নিরঞ্জনের পর আলিঙ্গন বা কোলাকুলিই তার একটি স্পষ্টতর প্রমাণ। তবে রাজা কংসনারায়ণের ঐক্য-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য তদানীন্তন জনসাধারণ নাকি ঠিক ঠিক বুঝতে পারেনি।

অনেক মনীষীর মতে দুর্গোৎসব বিজয়োৎসবেরই

আয়োজন ভিন্ন অন্য কিছু নয়; বিজয়া শব্দও বিজয়োৎসবকেই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

বিজয়াদশমীর দিন আবার দশেরা উৎসব। শুক্লা-দশমীর দিন এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয় ব'লে একে দশমী' বা 'দশেরা' নামে অভিহিত করা হয়। মহাভারতে আছে: এই দশেরা বা বিজয়া-দশমীর দিন বিরাটরাজার গোগৃহে দুর্যোধন প্রভৃতি কুরুরাজেরা গাভীহরণ করতে গিয়েছিলেন। অর্জুন দুর্যোধন প্রভৃতিকে প্রতিরোধ করবার জন্যে একটি শমীগাছের ওপর অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখনো ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে—বিশেষ ক'রে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় এই রীতি প্রচলিত যে, দশেরা-উৎসবের দিন লোকে শমীগাছের ডাল পূজা করে এবং বিজয়ের চিহ্ন-রূপে শমীগাছের ডাল ভেঙে ঘরে নিয়ে আসে। শুধু সাধারণ লোকেরাই নয়, দেশীয় রাজাদের ভেতরেও অনেকে এই প্রচলনকে এখনো অনুসরণ ক'রে আসছেন (Cf. *The Prabuddha Bharata*, Oct. 1947, পৃ° ৪০৬-৪০৭)।

শ্রীদুর্গার প্রসঙ্গে মহিষাসুর সম্বন্ধে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যা অতি আধুনিক মতবাদরূপে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন। ডাঃ সেন বলেছেন: যদিও একথার কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই তবুও অনুমান করা যায় যে, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী তথা দেবীমাহাত্ম্য গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানকে অবলম্বন ক'রেই গড়ে উঠেছিল। মহিষাসুরের ধারণাও আলেকজাণ্ডারকে উপলক্ষ্য ক'রে সৃষ্টি হয়েছে ব'লে তিনি অনুমান করেন। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'বৃহৎ বঙ্গ' পুস্তকে (১ম খণ্ড, পৃ° ১৪৭) এসম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন:

"আলেকজাণ্ডারের অভিযান সম্ভবতঃ হিন্দুরা একটা পৌরাণিক উপাখ্যানে পরিণত করিয়া জাতীয় গৌরবের স্মৃতি এখন পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন. * *। সকলেই অবগত আছেন, আলেকজাণ্ডার মহিষের শিং শিরস্ত্রাণ-স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। ইনিই কি চণ্ডীর মহিষাসুর?"

ডাঃ সেন গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের প্রায় ৪০০ বৎসর পরে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর রূপ

দান করা হয়েছে ব'লে মন্তব্য করেছেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীকে অবলম্বন ক'রে নাকি মহিষাসুরমর্দিনী শ্রীদুর্গারও রূপ-কল্পনা করা হয়েছে। কাজেই তিনি মহিষাসুরকে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে তুলনা ক'রে সমগ্র চণ্ডীর উপাখ্যানটিকে রূপকে রচিত বলতে চেয়েছেন। এরকম অনুমানের অবশ্য ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই, নিছক অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রেই তিনি এ সিদ্ধান্ত কল্পনা করেছেন। তবে একথা অতি সত্যি যে, ধর্মের আখ্যান ও উপাখ্যানগুলি সামাজিক কোন-না-কোন একটি পরিবেশ ও ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে তবে গড়ে ওঠে এবং সেদিক থেকে উপাখ্যানগুলির ঐতিহাসিকতাকেও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না— যদিও অনুসন্ধানমূলক গবেষণার অভাবে ঐতিহাসিকতা বা ঐতিহাসিক তথ্য অনেক জিনিষেরই এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয় নি।

গণেশ বা গণপতি সম্বন্ধে শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব মহাশয় তাঁর *The Doorga Pooja, A Federation of Divinities* প্রবন্ধে উল্লেখ

করেছেন: 'Ganesa, one of Doorga's auxiliary deities, owes the lower part of his body to the Yaksha-cult; the pot-belly is a characteristic common to Ganesa and the Yakshas. But the upper part of his body, consisting of an elephant's head, is probably of Buddhist origin' (Cf. *The Calcutta Municipal Gazette,* October, 1st, 1932). মোটকথা শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব মহাশয় অনুমান করেন যে, গণেশ এবং এমন-কি কার্তিকেয়ের পূজাও ছদ্মবেশে বুদ্ধদেবের পূজার প্রবর্তন ছাড়া অন্য কিছু নয়। তিনি বলেছেন: গণেশের মূর্তির উদর ও নিম্নদেশ যক্ষপূজার পুনরাভিনয়, আর মস্তক সম্পূর্ণ বৌদ্ধযুগের নিদর্শন। তিব্বতে গণপতিকে 'শিশুবুদ্ধ' ('the Child Buddha') ব'লে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধজননী মায়াদেবীও বুদ্ধদেবের জন্মের আগে শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। কাজেই হস্তীর মস্তকযুক্ত গণপতির সঙ্গে মায়াদেবীর স্বপ্নের সাদৃশ্য

থাকাও কিছু বিচিত্র নয়। তাছাড়া শ্রীযুক্ত দেব মহাশয় বুদ্ধ-জননী মায়াদেবীর নামানুসারে শ্রীদুর্গার 'মহামায়া' নামের এবং গণেশের 'সিদ্ধিদাতা' উপাধির সঙ্গে বুদ্ধের 'সিদ্ধার্থ' নামেরও একটা সাদৃশ্যের কথা বলেছেন যদিও এ ধরণের সাদৃশ্য দেখানোর পেছনে ঐতিহাসিকতার কোন নামগন্ধ পাওয়া যায় না। এছাড়া কার্তিকেয়ের 'শখ' (Sakha) নামের সঙ্গে বুদ্ধদেবের বংশগত 'শাক্য' তথা শাক্যসিংহ নামেরও সাদৃশ্য আছে। অবশ্য শ্রীযুক্ত হারীতবাবুর অভিমত সম্পূর্ণ অনুমানমূলক, এর সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রমাণের ঠিক কোন সম্পর্ক নেই।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, যদিও মন্দিরের সুস্পষ্ট কোন নিদর্শন প্রাগ্‌বৈদিক ও বৈদিক যুগে পাওয়া যায় না তথাপি একথা ঠিক যে, প্রতিমা বা মূর্তিশিল্পের প্রচলন বৌদ্ধযুগের শেষভাগে মথুরা-শিল্পের ভেতর দিয়ে হিন্দু তথা আর্য-সংস্কৃতি ঐশ্বর্যরূপে ভারতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁর 'কমলা-বক্তৃতা' *Religion and Society* (1947)

বইয়ে (পৃ° ১২৫) উল্লেখ করেছেন : 'The Vedic Aryans possessed no temples and used no images. The Dravidian culture promoted image-worship and insisted on puja in place of yajna.' এই মন্তব্য কতখানি সঙ্গত তা প্রণিধানযোগ্য। প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়োর আর্য-সভ্যতা থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতের উন্নত সমস্ত-কিছুর পেছনে দ্রাবিড়-সভ্যতাকে দেখার মনোবৃত্তি ও সৌখিনতা অনেক মনীষীর ভেতরে এখনো লক্ষ্য করা যায় যদিও ঐতি-হাসিকতার নজিরে তার মূল্য খুব বেশী নয়। বৈদিক যুগে প্রতীক তথা ভিন্ন প্রকৃতির প্রতিমার প্রচলন যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। প্রতীক থেকে কালে প্রতিমূর্তি তথা মূর্তিশিল্পের উদ্ভব হয়েছিল এবং তার স্রষ্টারাও ছিলেন ভারতের আর্যগোষ্ঠীরই লোক, কেবল দ্রাবিড়-সভ্যতার প্রবর্তকরা নন। তাছাড়া একথা সত্যি যে, দ্রাবিড় ও দ্রাবিড়-সভ্যতা আর্য ও আর্য-সভ্যতারই অভিন্ন রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

দেবতা অথবা দেবীপূজায় চন্দ্রমালার (চাঁদমালা) প্রচলন কেন তার ঐতিহাসিকতা এবং রহস্যও আমরা সুস্পষ্টভাবে এক রকম জানিনা বল্লে চলে। চন্দ্রমালা তিনটি চক্রের তথা পদ্মের প্রতীক বা নিদর্শন। অনেকে চন্দ্রমালার তিনটি চক্র বা পদ্মকে ত্রিত্ব বা ত্রিরত্নের নিদর্শন বলেন। ত্রিরত্ন বৌদ্ধযুগের অবদান। ত্রিত্ব (Trinity) তিন দেবতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং তিন দেবতা থেকেই ত্রিত্ববাদের উৎপত্তি। বরুণ মিত্র পৃথ্বী; সত্ব রজঃ তমঃ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর; ঋক্ সাম যজুর্বেদ প্রভৃতি ত্রিত্বের রূপ। পৃথিবীর সকল দেশেই তিন দেবতা বা তিনটি বস্তুকে নিয়ে ত্রিত্ব তথা ত্রিত্ববাদ গড়ে উঠেছে। ওঙ্কারও ত্রিত্বযুগ বা ত্রিত্ববাদের পরিণতি। এই ত্রিত্ব অথবা তিন দেবতা এবং ত্রিত্ববাদ প্রকৃতপক্ষে সূর্য অর্থাৎ সূর্যের তিনটি প্রকাশ বা অবস্থা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সূর্য তথা মিত্রদেবতার প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এ তিনটি প্রকাশের বর্ণ-প্রতীক লাল, পীত ও সাদা রঙ্। সূর্যের আর এক নাম সাবিত্রী বা গায়ত্রী। গায়ত্রীর প্রাতঃ,

মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার রূপভেদ-সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে,

প্রাতঃ—'কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্যমণ্ডলসংস্থিতাম্ ॥'
মধ্যাহ্ন—'সাবিত্রীং বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্বেদাং সূর্যমণ্ডলসংস্থিতাম্ ॥'
সায়াহ্ন—'সরস্বতীং শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাম্ ॥'

সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ তিনটিও সূর্যের প্রকাশভেদ থেকে কল্পিত হয়েছে। রজোগুণকে ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা ক'রে কল্পনা করা হয়েছে লালবর্ণ ও সৃষ্টিশক্তি, সত্ত্বকে পীতবর্ণ বিষ্ণু, পালন ও সাম্যশক্তি এবং তমোগুণকে শ্বেতবর্ণ মহেশ্বর বা সরস্বতী বিনাশশক্তি। অনেকে তমোগুণকে কৃষ্ণবর্ণ ব'লেও কল্পনা করেন। দেবী দুর্গার কল্পনাও সূর্য তথা মিত্রদেবতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। চন্দ্রমালাও সূর্য এবং দেবদেবীদের প্রতীক। চন্দ্রমালার চক্র বা পদ্ম-তিনটির উপরেরটির তাই লাল, মাঝেরটির পীত এবং নীচেরটির শ্বেত বর্ণ হওয়া উচিত। চক্র অথবা পদ্মও আসলে সূর্যের তথা দেবী

দুর্গার প্রতীক সুতরাং ভাবপ্রকাশক। হিন্দুসমাজ যে রক্ষণশীল (conservative) এবং পুরাতন সকলকিছুতে শ্রদ্ধাশীল—দেবী অথবা দেবতাদের পূজায় চন্দ্রমালার প্রচলন তার অন্যতম নিদর্শন।

দেবীপূজায় ছাগ, মেষ অথবা মহিষ বলিদানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও তাই যে, ছাগ, মেষ ও মহিষ এরা মিত্র তথা সূর্যদেবতার প্রতীক। শ্রীদুর্গার উদ্দেশে এই সব পশুদের উৎসর্গ করার অর্থই দেবী দুর্গা যে সূর্যের অভিন্ন রূপ তাই প্রকাশ করা (*Cf.* ফ্রাঞ্জ কুমঁ প্রণীত *The Mysteries of Mithra* পুস্তক দ্র°)।

'শ্রীদুর্গা' পুস্তকখানি প্রত্নতাত্ত্বিক মনোভাব নিয়ে এবং দুর্গাদেবীর রূপ ও মূর্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রেখে ও তুলনামূলকভাবে লেখা হয়েছে। সকল জিনিসের দার্শনিক রূপ গড়ে ওঠে পরে, তার আগে তাদের ভাববৈচিত্র্যের বাস্তব (realistic) রূপকে অস্বীকার করার উপায় নেই। দেবী দুর্গা পরমা-প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা মহামায়া হয়েছেন পরে, কিন্তু তার আগে

এই বাস্তব জগতের বুকে তাঁর ধারণা ইতিহাসের পারম্পর্যকে নিয়ে গড়ে ওঠেছিল। বাইরেটা রূপায়িত হয় আগে, তারপরে আন্তর; realism আগে, তারপর idealism. তবে সৃষ্টির ও মনোবিজ্ঞানের (psychology) দিক্ থেকে Idea বা ভাবটাই হয় আগে, তারপর তার বাস্তব বিকাশ; ঈশ্বরও জগৎ কল্পনা করেন মনেতে প্রথমে, পরে সেই আন্তর মানসিক কল্পনার বহির্বিকাশটা হয় জগৎ বা বাস্তব সৃষ্টি। কিন্তু একথাও আসলে দর্শনের কথা। উন্নত সমাজে বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর বা ভগবানের ধারণা সম্পূর্ণরূপে আসন পেতে বসার আগে অনুন্নত বা অপরিণত সমাজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাই দেবী দুর্গার দার্শনিক তত্ত্বের বিচারকে ফেনায়িত না ক'রে আমরা তাঁর ক্রমবিকাশের বাস্তব রূপেরই মাত্র আলোচনা করার প্রয়াস এ বইয়ে পেয়েছি।

শ্রীদুর্গা সম্বন্ধে আগে আগে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের প্রবন্ধগুলি আমার এ প্রচেষ্টায় যথেষ্ট আলোকসম্পাত করেছে, সেজন্যে আমি তাঁদের

কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীদুর্গার এই আলোচনাটি ছোট আকারে 'দুর্গাপূজার রূপ ও ঐতিহ্য' নাম নিয়ে ১৩৪৯ সালের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত 'বিশ্ববাণী'-র বিশেষ সংখ্যার জন্যে শ্রীদুর্গা আলোচনাটি আরো পরিবর্ধিত আকারে লেখা হয়। 'শ্রীদুর্গা' পুস্তক তারই পুনর্মুদ্রণ ও বর্ধিত রূপ।

কালিকাপুরাণ অনুসারে দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে দেবীকে আটটি রাগের আলাপের সঙ্গে স্নান করাবার নিয়ম আছে। সকলের সুবিধার জন্যে সে আটটি রাগের ও মন্ত্রের পরিচয় এবং স্বরলিপিও এই শ্রীদুর্গা বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হল। যদিও একথা সত্যি যে, বাঙ্গলা দেশে বেশীর ভাগ জায়গায় দেবীপুরাণ ও কালিকা-পুরাণের পরিবর্তে বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণের বিধি ও পদ্ধতিকে অনুসরণ ক'রে শ্রীদুর্গার পূজার অনুষ্ঠান করা হয় তবুও যা শোভনীয় ও সুন্দর তাকে সকল পদ্ধতিতে অনুসরণ করায় কোনরূপ অসঙ্গতির ও অশাস্ত্রীয়তার প্রশ্ন উঠতে পারে না। কালিকা-

পুরাণে সর্বৌষধী, মহৌষধী, সহস্রধারা ও চারটি ঘটের জলে স্নান করাবার পর 'মালবরাগ-বিজয়বাদ্যসহ' প্রভৃতি মন্ত্রগুলির উল্লেখ অথবা অন্তর্নিবেশ খুব সম্ভব আধুনিক যুগে হ'য়ে থাক্‌লেও একথা ঠিক যে, ক্রম-বর্ধমান প্রগতিশীল সমাজের একটি অংশ যখন এই ধরণের রীতি বা পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে তখন সকল রকমের বিধিতেও সেই উন্নতিকামী রীতি ও প্রচেষ্টাকে আমাদের সাদরে বরণ করা উচিত; কারণ তাতে ক্রমোন্নত সামাজিক ও মানসিক বিকাশের ধারার এবং শিল্প ও রস-সৌন্দর্যের ভাবকেই বরং অক্ষুণ্ণ রাখা হবে।

শ্রীদুর্গার 'উদ্বোধন' লিখেছেন ভারতেরই অন্যতম শিল্পিপ্রধান বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীনন্দলাল বসু। এই মনোজ্ঞ 'উদ্বোধন' লিখে দেওয়ার জন্যে আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীদুর্গার ভূমিকা-রূপে 'অবতারণা' সংযুক্ত করা হয়েছে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের লিখিত 'শ্রীদুর্গা' প্রভৃতি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যা বিশ্ববাণী, আশ্বিন, ১৩৩৪, পৃ° ৪৩৬—৪০৮; কার্তিক, ১৩৩৫, পৃ° ৫২১—

৫২২ ; অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪, পৃ° ৫৭৯—৫৮১ এবং মাঘ, ১৩৩৪, পৃ° ৭২১—৭২৩-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বিপুল তথ্য ও মনীষাপূর্ণ 'অবতরণিকা'-র বিশদ ব্যাখ্যা ও পরিচয়রূপেই এই 'শ্রীদুর্গা' বই যেন আত্মপ্রকাশ করেছে। এ বই প্রকাশের জন্যে আমি সহায়তা ও উৎসাহ পেয়েছি স্বামী শংকরানন্দ, স্বামী বেদানন্দ, স্বামী দুর্গানন্দ, ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য ও ব্রহ্মচারী প্রশান্তচৈতন্য প্রভৃতির কাছ থেকে, তাঁদের কাছেও আমি সেজন্যে ঋণী। শ্রীদুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নারায়ণ প্রভৃতির চিত্রে সাহায্য করেছেন শ্রীঅজিত ঘোষ মজুমদার মহাশয়, তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। পাঠকদের সুবিধার জন্যে বিস্তৃত একটি সূচীপত্র, প্রমাণপঞ্জী (Bibliography) ও কতকগুলি ভাস্কর্যচিত্রও দেওয়া হল।

পরিশেষে নিবেদন, শ্রীদুর্গার আলোচনার অবতারণামাত্রই এই বইয়ে করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

গ্রন্থকার

উদ্বোধন

বাংলায় যখন শরতের শোভায় দশদিক ঝলমল করে তখন আকাশে বাতাসে আলোকে মায়ের আগমনীর সুর ভরে ওঠে। জগজ্জননী দুর্গা বৎসরে বৎসরে ওই সময় তুষারমৌলী কৈলাস-শিখর হতে এসে বাংলা-মায়ের কোলে আলো ক'রে বিরাজ করেন। সঙ্গে শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ থাকেন। সাতদিন মা আমার মায়ের ঘরে থেকে মায়ের আদর ও সকলের পূজা গ্রহণ ক'রে দশমীর দিনে সগোষ্ঠী কৈলাসে ফিরে যান।

দেবদেব মহেশ্বর শিব ও জগজ্জননী গৌরীর সঙ্গে এই সাংসারিক মধুর সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে ভক্ত সংসারী লোকের গৃহ ক্রমশঃ দেবালয় হ'য়ে ওঠে। বাঙালীর সংসার—বাঙালীর পরিবার শিব-গোষ্ঠিতে পরিণত হতে থাকে। সংসারযাত্রা হয় মধুময় ও তথায় সদাই একটি দেবভাব অনুভূত হয়। ভক্ত এইরূপে মা দুর্গাকে বাৎসল্যভাবে হৃদয়ে ধারণ ক'রে সকল বিঘ্ন ও বিপদের অতীত মৃত্যুঞ্জয়ী এবং আনন্দময় হ'য়ে যান।

জন্মের পূর্বে, জীবদ্দশায় ও জীবনান্তে জীবমাত্রেই মহামায়ার অন্তরে বিধৃত আছে। জ্যোতির্ময় চিন্ময়সমুদ্রের মধ্যে মনুষ্য-হৃদয়ের সকল দ্বন্দ্বের সমন্বয়-রূপিণী দুর্গামূর্তি ফুটে উঠেছে, আবার সেই অনন্ত জ্যোতিতেই বিলীন হচ্ছে। সব তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে ও যাচ্ছে। আমার ইচ্ছা তাঁরই ইচ্ছা, এ বোধ যতক্ষণ ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে শান্তি বিরাজ করছে। যখন এই ইচ্ছা তাঁর হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আমার ব'লে বোধ হয় তখনই অহঙ্কার-রূপ ভীষণ অসুর প্রবল হ'য়ে মঙ্গলময়ী জগজ্জননীর ইচ্ছার বিরোধিতা করতে উদ্যত হয় এবং মায়ের দিব্য প্রকাশকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তখনই অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী দুর্গা নিজ শক্তি প্রকাশ ক'রে সেই তমঘোর অহঙ্কাররূপ অসুরকে নিধন করেন এবং বরাভয়দায়িনী দশপ্রহরণধারিণী দিব্যমূর্তিতে ভক্ত-হৃদয়ে উদয় হন।

ভক্তবৎসলে, হে দেবি দুর্গে, তোমাকে বার বার প্রণাম করি! হে ভগবতি, ভারত-সন্তানের হৃদয়ে বিরাজ ক'রে তাকে সর্ব শঙ্কা ও বিঘ্ন হতে মুক্ত

করো! দৈবীশক্তিতে তাকে বলীয়ান করো! ঘোর মাহাচ্ছন্নতা তার ছেদন করো!

শ্রীদুর্গার আলোচনা এর আগে অনেকেই করেছেন; কিন্তু বর্তমান পুস্তকে লেখক সকল দিক থেকে তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি, তন্ত্রবাদ, ভাস্কর্যে শ্রীদুর্গা, মূর্তিশিল্পের প্রচলন কাল এবং সর্বোপরি বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইতিহাস ও ক্রমাভিব্যক্তির দিক থেকে শ্রীদুর্গার বিচিত্র বিকাশের তিনি সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন; আর সেই হিসাবে শ্রীদুর্গা বইখানির এক অভিনবত্ব আছে। শ্রীদুর্গা সম্বন্ধে তুলনামূলক-ভাবে বিস্তৃত আলোচনা বোধহয় এই প্রথম। লেখক পূর্বাভাসে আরো বহু বিষয় আলোচনা করেছেন এবং সর্বোপরি স্বামী অভেদানন্দ-রচিত শ্রীদুর্গা প্রভৃতি সম্বন্ধে রচনাটি সংযুক্ত ক'রে শ্রীদুর্গার আলোচনাকে আরো সমৃদ্ধ ও সুন্দর ক'রে তুলেছেন। বইটিতে কতকগুলি ভাস্কর্য-চিত্রও দেওয়া হয়েছে। বইখানি সুধী-বর্গ ও জ্ঞানপিপাসুদের কাছে নিশ্চয়ই আদর পাবে।

শ্রীনন্দলাল বসু

অবতরণিকা

স্বামী অভেদানন্দ

ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের দুর্গাপূজা সমস্ত পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই পূজাকে হিন্দুমাত্রেই অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। ইহাকে হিন্দুদের জাতীয় পর্ব বলা যাইতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জগন্মাতা দুর্গাদেবী ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে 'অম্বা' ও 'অম্বিকা' নামে, গুজরাটে 'হিঙ্গলা' ও 'রুদ্রাণী' নামে, কান্যকুব্জে 'কল্যাণী' নামে, মিথিলায় 'উমা' নামে এবং কুমারিকা প্রদেশে 'কন্যাকুমারী' নামে পূজিত হইয়া থাকেন। এইরূপে হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এবং দ্বারকাপুরী ও বেলুচিস্তানের হিঙ্গলাজ হইতে পুরীতে শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বস্থানে শারদীয়া দুর্গাপূজা অথবা নবরাত্র নামে পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই নবরাত্রিতে নেপাল, ভূটান, সিকিম্ ও তিব্বত দেশের বৌদ্ধেরাও দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, কম্বোজ, চম্পা, যবদ্বীপ (যাভা) প্রভৃতি দেশের

যেখানে যেখানে হিন্দুধর্ম অথবা বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল সেখানে সেখানেই দুর্গাদেবী পূজিত হইয়া অসিতেছেন।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার চল্লিশ বৎসর পরে রাজ্ঞী সিন্‌কো-র রাজত্বকালে (৪৯৩-৬২৮ খৃষ্টাব্দ) চীন হইতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অবলোকিতেশ্বর কোয়াননের মধ্যে একটি দেবী মূর্তির পূজা হইয়া থাকে। জাপানী ভাষায় তাঁহার নাম 'চনষ্টী'। ইহা সংস্কৃত 'চণ্ডী' শব্দের অনুরূপ। তাঁহার আর একটি নাম 'কোটীশ্রী' অথবা 'সপ্তকোটী বুদ্ধমাতৃকা চনষ্ঠী দেবী'। ইনিই হিন্দুদিগের দুর্গাদেবী।

চীন দেশের ক্যাণ্টন (Canton) সহরের বৌদ্ধ মন্দিরে একটি দেবীর মূর্তি আছে, তাঁহার শত হস্ত। ইনিও দুর্গাদেবীর অপর এক রূপ।

মহাযান বৌদ্ধতন্ত্রে বজ্রতারার উল্লেখ আছে। ইনি তিব্বত, মহাচীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এখনও পূজিতা হইয়া থাকেন। ইনিও দুর্গাদেবীর অন্যতম একটি মূর্তি। ঋগ্বেদে 'দুর্গা' নামটি পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু দুর্গাপূজার সময় যে 'দেবীসূক্ত'টি পাঠ করা হয় সেই সূক্তটি ঋগ্বেদে আছে। ইহাতে যে জগন্মাতা আদ্যাশক্তি বর্ণিত হইয়াছেন তিনি অগ্নিরূপা। বৈদিক যুগে যজ্ঞের প্রথা প্রচলিত

ছিল। যজ্ঞের অগ্নিতে সে সময়ে সমস্ত দেবদেবীকে আবাহন করা হইত এবং যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হইত সেই দেবতার নামে যজ্ঞীয় অগ্নির নামকরণ করা হইত। এখনও প্রত্যেক পূজার শেষে হোম না করিলে পূজা সম্পূর্ণ হয় না। বৈদিক যুগে দুর্গার প্রতিমা ছিল না। হব্যবাহনী অগ্নি-শিখাই তাঁহার রূপ। পরে যখন প্রতিমা প্রচলিত হইল তখন সেই অগ্নিশিখার রূপই দেবীর গায়ের পীতাভ রঙ হইয়া দাঁড়াইল।

ঋগ্বেদের খিল অংশে আবার দুর্গাকে 'রাত্রিদেবী' বলা হইয়াছে। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ঐ দেবী 'হব্যবাহিনী অগ্নি' নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার সপ্তজিহ্বাকে অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ড-কোপনিষদে (১।২।৪) বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা,

'কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।'

অর্থাৎ, কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী এই সপ্তজিহ্বার দ্বারা দেবতা হব্যকে গ্রহণ করেন। উপনিষদের এই উক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে বৈদিক যুগে কালী করালী প্রভৃতি অগ্নিজিহ্বার নাম ছিল।

শাস্ত্রে আছে যে, দক্ষ প্রজাপতি অনেক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে 'পার্বতী দক্ষ' নামক

একটি যজ্ঞের উল্লেখ যজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। এই কারণে ঐ যজ্ঞ-বেদীর নাম 'দক্ষতনয়া' হইয়াছিল। ঋগ্বেদে দক্ষতনয়া বেদীকে 'দক্ষতনা' বলা হইয়াছে,

> "ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমাদধে।
> দক্ষস্থ পিতরং তনা।"১

অর্থাৎ দক্ষতনয়া বেদী সেই অগ্নিকে ধারণ করেন যাহা সর্বভূতে অন্তর্নিহিত ও বরেণ্য এবং যাহা পিতার ন্যায় সকলকে রক্ষা করেন।

শতপথব্রাহ্মণে আবার আটপ্রকার অগ্নির নাম আছে। যথা, রুদ্র, সর্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব ও ঈশান। দক্ষতনয়া বেদীর উপরে প্রজ্বলিত 'মহাদেব' নামক অগ্নি হইতে কালক্রমে গৌরীপট্টের উপরে শিবলিঙ্গের মূর্তি রচিত হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

পুরাণে এই বৈদিক যজ্ঞবেদী দক্ষতনয়া অগ্নিরূপী মহাদেবের পত্নী 'সতী'-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বৈদিক যজ্ঞবেদীর চতুষ্পার্শ্বে অন্য চারিটী দেবতার স্থান দেওয়া হইত। একদিকে বেদমাতা সরস্বতী অর্থাৎ বাগ্দেবী, অপর দিকে ধনধান্যপ্রদায়িনী লক্ষ্মীদেবী; একদিকে যজ্ঞরক্ষাকর্তা কার্তিকেয় এবং অপরদিকে গণপতি যিনি সকল মানবের পতি

১। ঋগ্বেদ ৩।৯

(পালনকর্তা) চতুর্হস্তবিশিষ্ট। গণপতির প্রথম হস্ত যজ্ঞের হোতা, দ্বিতীয় হস্ত ঋত্বিক, তৃতীয় হস্ত পুরোহিত এবং চতুর্থ হস্ত যজমান।

ঋগ্বেদে অগ্নিরূপিণী দুর্গাদেবীকে শত্রুবধকারিণী ও রাক্ষসহন্ত্রী বা অসুরনাশিনী বলা হইয়াছে। যথা,

"বিপাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমী বাঃ।
সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মানি স্যামগ্নেরহং সুহবস্য প্রণীতৌ॥"[২]

যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গা[৩] মহাদেব কার্তিক, গণেশ ও নন্দীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। দুর্গার অপর নাম উমা এবং অম্বিকাও পাওয়া যায়। মহাদেব বা রুদ্রকে উমাপতি এবং অম্বিকাপতিও বলা হইয়াছে। সামবেদীয় তলবকারোপনিষদে 'উমা হৈমবতী' নাম পাওয়া যায়; যথা, 'স (ইন্দ্রঃ) তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানাং উমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।'[৪]

বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে দুর্গা, অদিতি, বাক্, সরস্বতী প্রভৃতি একই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম বলা হইয়াছে।

২। ঋগ্বেদ ৩।১৫।১

৩। 'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং, বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে, সুতরসি তরসে নমঃ॥'
—তৈত্তিরীয় আরণ্যক

৪। কেনোপনিষৎ ৩।১২

বাগ্দেবী দেবতাদিগের অনুরোধে সিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে বোধ হয় দুর্গা দেবীর বাহন সিংহ হইয়াছে।

ঋগ্বেদের কোনও ঋষি অভ্রভেদী তুষারাবৃত হিমাদ্রিশৃঙ্গের উপরে হৈমবতী উমার তপ্ত কাঞ্চনাভ উজ্জ্বল গৌরীমূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বাগ্দেবীরূপিণী দুর্গার এই বাণী শুনিয়াছিলেন :

'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈ রুত বিশ্ব দেবৈঃ।
অহং মিত্র বরুণগোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥'

আমি রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবতারূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র বরুণ ইন্দ্র অগ্নি ও অশ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করি॥

'অহং সোম মাহনসং বিভর্মহাং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥'

আমি সোম, যাগ, ত্বষ্টা, পূষা ও ভগদিগকে ধারণ করি এবং যে সকল যজমান দেবতাদিগের উদ্দেশে শোভন হবিযুক্ত সোমযাগ করেন তাহাদিগকে যাগফলরূপ ঐশ্বর্য দিবার জন্য ধারণ করি।

'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথম যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা' দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরি স্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥'

আমি সমগ্র বিশ্বের রাজ্ঞী ও ধনদাত্রী। আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানরূপিণী এবং যজ্ঞার্হ দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমা (সর্বপ্রধানা)। আমি বহুভাবে

অবস্থিত প্রাণীদিগের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করিয়া আছি। বহুদেশে যজমানগণ আমার পূজা করেন।

'ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মং ত উপ-ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥'

প্রাণীমাত্রের অন্ন-পানাদি গ্রহণ দর্শন শ্রবণ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্য আমার শক্তির দ্বারাতেই সম্পন্ন হয়। ঈদৃশ অন্তর্যামিরূপে প্রাণীদের মধ্যে অবস্থিতা আমাকে যাহারা না জানে তাহারা হীন ও ক্ষীণ হয়। হে সখে! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর—শ্রদ্ধা ও যত্নের দ্বারা লভ্য যে ব্রহ্মবস্তু তাহা তোমাকে উপদেশ করিতেছি।

'অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥'

আমি স্বয়ং এই ব্রহ্মবস্তু এবং আমি ইন্দ্রাদি দেবতা ও মনুষ্যদের দ্বারা সেবিতা হইয়া থাকি। আমি যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি তাহাকে সকলের শ্রেষ্ঠ করিয়া থাকি এবং তাহাকে ব্রহ্মা, ঋষি ও সুমেধা করি।

'অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ॥'

ত্রিপুরাবিজয়-সমরে আমিই রুদ্রের ধনুতে জ্যা বিস্তার করিয়া ব্রহ্মদ্বেষ্টা ত্রিপুরবাসী অসুরদিগকে

সংহার করিয়াছি। লোকদিগের কল্যাণের জন্য শত্রুদিগের সহিত আমি সংগ্রাম করি। আমিই সমগ্র পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে প্রবিষ্টা হইয়া আছি।

'অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি॥'

ব্রহ্মাণ্ডের শীর্ষস্থানে দ্যৌ-পিতাকে আমি প্রসব করিয়াছি। পরমাত্মারূপ সমুদ্র হইতে আমার উৎপত্তি, সেই হেতু আমি বিশ্বের সর্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত এবং আমি স্বর্গলোক ও ত্রিভুবনের সমস্ত বস্তু নিজ মায়াশক্তির দ্বারা উৎপন্ন ও আবৃত করিয়াছি।

'অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সম্বভূব॥'

বায়ু যেরূপ স্বেচ্ছায় প্রবাহিত হয় আমিও সেরূপ স্বেচ্ছায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়া আকাশের পরপারে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করি। আমি কাহারও আজ্ঞাবহ নহি। আমারই মহিমা সমগ্র জগতে প্রকাশিত।

বৈদিক যুগ হইতে কেবল হিন্দুধর্মই এই জগন্মাতার পূজা প্রচার করিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের এরূপ মাতৃভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বিশ্ব-প্রসবিনী মহামায়া নানাবিধ মূর্তিতে হিন্দুভক্তবৃন্দের

গৃহে গৃহে এবং ভারতের ও অন্যান্য দেশের সমস্ত তীর্থস্থানে আজও পর্যন্ত পূজিত হইয়া থাকেন। ইনি এক হইয়াও দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি বহু নামে ও মূর্তিতে উপাসকদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিতেছেন।

বৈদিক যুগে ভারতবাসী আর্যঋষিদিগের মধ্যে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৫-তম সূক্তকে দেবীসূক্ত বলা হয়। কিন্তু ইহার আটটি মন্ত্রের মধ্যে দেবীর কোন নাম পাওয়া যায় না এবং ১২৭-তম সূক্তটি 'রাত্রিসূক্ত' নামে প্রসিদ্ধ, কারণ ইহাতে রাত্রিদেবীর পূজা বর্ণিত আছে। বৃহদ্দেবতা নামক বৈদিক দেব-ব্যাখ্যা-গ্রন্থে রাত্রিদেবীকে বাক্, সরস্বতী, অদিতি ও দুর্গাদেবী বলা হইয়াছে। এই রাত্রিদেবী পরে 'কালী' নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন।[৫] 'ভদ্রকালী' নামটি শাংখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রে আছে এবং ভবানী দেবীকে যজ্ঞাহুতি দিবার ব্যবস্থা হিরণ্যকেশী-গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়। শুক্ল-যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকাদেবীর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি রুদ্রের ভগিনী। সেই অম্বিকাদেবীকে আবার কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে রুদ্রের স্ত্রী বলা হইয়াছে এবং ইহাতে

৫। ঋগ্বেদ (দেবীসূক্তম্) ১০।১২৫

দুর্গা, বৈরোচনী ও কাত্যায়নী নামগুলিও দেখা যথা,

'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।'[৬]

ঐ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা-উপনিষদে দুর্গার গায়ত্রী আছে, যথা: 'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারী ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।' ইহাতে দুর্গার 'কাত্যায়নী' ও 'কন্যাকুমারী' এই দুই নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

রামায়ণে দুর্গাদেবীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে দুর্গার নাম, স্তব ও স্তোত্রাদির উল্লেখ আছে। বিরাটপর্বের ষষ্ঠ-পর্বে অর্জুন-রচিত দুর্গার স্তব আছে। ভীষ্মপর্বে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনকে দুর্গার নিকট জয় প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাভারতের দুর্গা ছিলেন কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা ও চতুরাননা কুমারী। তিনি মদ্য-মাংস-পশুপ্রিয়া বিন্ধ্যবাসিনী অসুরনাশিনী দেবী ছিলেন। বিরাটপর্বে দুর্গার স্তবে দুর্গাকে আবার নন্দ-গোপকুলে জাতা কুমারী বলা হইয়াছে এবং তখনও তিনি শিবের পত্নী হন নাই।

দুর্গা সেই সময়ে বিন্ধ্যাচলের অধিবাসী অনার্য

৬। তৈত্তিরীয় আরণ্যক

জাতির (যাহারা হলুদ গাছের পাতা পরিধান করিত তাহাদের) দেবী ছিলেন। বোধ হয় সেই কারণে দুর্গার 'পর্ণ-শবরী' এই নাম দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি শবরজাতিদিগের পর্ণ (পত্র) পরিহিতা দেবী। দুর্গা বিন্ধ্যপর্বতবাসী গোপ বা আভির (আহির বা গোয়ালা) জাতিরও কুলদেবী ছিলেন।

হরিবংশে আছে: 'শবরৈঃ বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।' অর্থাৎ দুর্গা শবর, বর্বর, পুলিন্দ জাতি কর্তৃক পূজিত হইতেন। তিনি মদ্য মাংসপ্রিয়া ছিলেন। শরৎকালের চণ্ডীপূজার উৎসবকে বোধ হয় সেই কারণে 'শাবরোৎসব' বলা হয়। কালিকা-পুরাণে দেবীর বিসর্জনের সময়ে 'শাবরোৎসব' অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শাবরোৎসবে অশ্লীল নৃত্যগীত করিবারও প্রথা ছিল। সেই প্রথা প্রতিমা-বিসর্জনের সময়ে ঢুলিদিগের মধ্যে এখনও বিদ্যমান আছে।

কিরাতজাতির দেবীও ছিলেন দুর্গা ও চণ্ডীদেবী। সেই কারণে চণ্ডীর একটি নাম কিরাতী বা কিরাতিনী হইয়াছে। পদ্মপুরাণে ও স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে, রাত্রিদেবী ব্রহ্মার অনুরোধে হিমালয়-মহিষী মেনকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া উমার গাত্রবর্ণকে ঢাকিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণা করেন।[৭] ইহা হইতে

৭। পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড ৪৩-তম অধ্যায়

স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক দেবী রাত্রিই পৌরাণিক পার্বতীরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। উমার জন্ম হয় জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্থীতে, সেজন্য সেই তিথিতে উমাচতুর্থী ব্রত পালন করা হয়।

অন্যান্য পুরাণে আছে যে, উমা প্রথমে কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। শিবের সহিত বিবাহ হইবার পরে শিব একদিন উর্বশী প্রভৃতি সুন্দরী অপ্সরাদিগের সম্মুখে উমাকে বারবার 'কালী কালী' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। ইহাতে উমা আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া নিজের গায়ের কৃষ্ণবর্ণ মোচনের জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মার বরে কৃষ্ণকায়ারূপ কোষ (খোলস) ত্যাগ করিয়া গৌরী অর্থাৎ গৌরবর্ণা হইয়াছিলেন। এই কারণে উমার অপর এক নাম 'কৌষিকী'[৮]। বৈদিক রাত্রি দেবী কৃষ্ণবর্ণা, তিনিই 'কালী' নামে আজ পর্যন্ত রাত্রিকালে পূজিতা হইয়া থাকেন।

দুর্গার নাম 'কাত্যায়নী' হইয়াছে, তাহার কারণ পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে: মহর্ষি কাত্যায়ন নামে একজন মুনি হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করিতেন। একদিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার আশ্রমে আসিয়া মহিষাসুর বধের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ দেহ হইতে শক্তি বাহির করিয়া

৮। কালিকাপুরাণ, ৪৪-৪৫ অধ্যায়

এক দেবীকে সৃষ্টি করেন। সেই দেবীকে মহর্ষি কাত্যায়ন প্রথমে পূজা করেন আর সেই জন্য দুর্গার নাম 'কাত্যায়নী' (অর্থাৎ কাত্যায়নের দ্বারা পূজিতা দুর্গা দেবী) হইয়াছে। সেই দুর্গা দেবী আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে উদ্ভূতা হইয়াছিলেন এবং শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে কাত্যায়নের দ্বারা পূজিত হইয়াছিলেন এবং দশমীতে তিনি মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। দুর্গা দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মহেশ্বরী শক্তিরূপিণী। দুর্গার অপর একটি নাম 'নারায়ণী', অর্থাৎ শেষনাগ-শয়নশায়ী নারায়ণের অংশ যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া আদ্যাশক্তি। ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে গণেশখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে নারায়ণও স্বয়ং বলিয়াছেন,

'সৃষ্টিকর্ত্র চ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননী পরা।
মম তুল্যা চ মন্ময়া তেন নারায়ণী স্মৃতা॥'

দুর্গাদেবী আদ্যাশক্তি-রূপে জগতের সমস্ত বস্তুই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে শক্তিতে তিনি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন সেই শক্তির দ্বারাই শাক অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন ও ভরণ- (পোষণ) করেন আর সেই কারণে তাঁহার নাম হইয়াছে আবার 'শাকম্ভরী'।

দুর্গা পূজার প্রারম্ভে নবপত্রিকার (প্রচলিত

নাম 'কলা-বৌ) অথবা নবদুর্গার পূজা করিতে হয়। এই নবপত্রিকার মধ্যে নানাপ্রকার ফল, মুল, শস্য, ফুল দিতে হয়। সেইগুলি যথা,

> 'রম্ভা কচ্বী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ।
> অশোক-মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা।'

অর্থাৎ কলাগাছ, কচুগাছ, হরিদ্রাগাছ, জয়ন্তী (জায়ফল) গাছ, বেলগাছের ডাল, অশোক ডাল, মানকচুগাছ, ধানগাছ, শ্বেত অপরাজিতা লতা একত্রে বাঁধিয়া দিলে 'নবপত্রিকা' রচিত হয়। এই নবপত্রিকাকে কৃষিসম্পদের প্রতীক (symbol of agricultural wealth) বলা যাইতে পারে।

* * * *

মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে হিন্দুমাত্রেই শ্রীসরস্বতী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। এই প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা ঠিক কোন্ সময়ে প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখনও নির্ণয় করিতে পারা যায় না। কোন কোন পুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণই এই প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন এবং 'মাঘস্য শুক্লা পঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভ দিনেপি চ' এই দিন স্থির করিয়া দেন। এই শুক্লাপঞ্চমী তিথিকে 'শ্রীপঞ্চমী' বলা হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ দিন লক্ষ্মীর সহিত স্কন্দের পরিণয় হয়, সেজন্য

ঐ তিথিকে শ্রীপঞ্চমী বলা হইয়াছে। পরে কালক্রমে লক্ষ্মীদেবীর স্থানে দেবী সরস্বতী ঐ দিন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।

এই সরস্বতী দেবী কে এবং কত প্রাচীন তাহা বেদ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, ইনি এক বৈদিক দেবতা। ঋগ্বেদে স্ত্রীরূপিণী দেবতার সংখ্যা অতি অল্প। এই বৈদিক দেবীদের মধ্যে প্রথমা ছিলেন 'ঊষা', তাহার পরেই দেবী সরস্বতী। 'সরস্' এই শব্দের আদি অর্থ ছিল 'জ্যোতি', সুতরাং সরস্বতী অর্থে জ্যোতির্ময়ী বুঝাইত। এই অদ্ভুত জ্যোতির্ময়ী দেবী নিরাকারা ও জ্ঞানরূপা ছিলেন। ইনি প্রথমে স্ত্রী অথবা পুরুষ-রূপধারিণী ছিলেন না। বেদে সরস্বতীকে 'বাগ্দেবী' 'ধীষণা' 'ভারতী' প্রভৃতি নামও দেওয়া হইয়াছে এবং ইঁহাকে 'সরস্বৎ' অর্থাৎ সূর্যের কন্যা ও পত্নী বলা হইয়াছে। সে কারণে পুরাণে সরস্বতী আবার ব্রহ্মার কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং ইঁহার অন্যান্য নাম গায়ত্রী' 'সাবিত্রী' ও 'শতরূপা' হইয়াছিল। ইনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার দশজন মানসপুত্রের মধ্যে একমাত্র মানসকন্যা নামেও মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইনি এরূপ অনিন্দ্যসুন্দরী ছিলেন যে, ব্রহ্মা ইঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া চতুর্দিকে এবং ঊর্ধ্বে

মুখ বাহির করিয়া ইহাকে দেখিতে দেখিতে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন : 'অহো রূপং, অহো রূপং' এবং পরে ইহাকে আপনার পত্নী ব্রহ্মাণীতে পরিণত করিয়া কন্যাগামী দোষ হইতেও রক্ষা পান নাই। ব্রহ্মার বাহন ছিল হংস, সুতরাং ব্রহ্মাণী সরস্বতীর বাহনও হংস হইল। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ব্রহ্মাণী হংসবাহনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যথা : 'হংসযুক্ত বিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র-কমণ্ডলুঃ।' কিন্তু দাক্ষিণাত্যে সরস্বতীর বাহন আবার ময়ুর, হংস নহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে সরস্বতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইনি পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে সরস্বতী বিষ্ণুর ভার্যা হইয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর আরও দুই পত্নী ছিলেন লক্ষ্মী ও গঙ্গা। পরে গঙ্গা ক্রোধপরবশ হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, সরস্বতী নদী হইবেন। তাহার পরে বিষ্ণুর আদেশে তাঁহার এক অংশ ব্রহ্মার পত্নী হইলেন এবং অপর অংশ সরস্বতী-নদী হইলেন।

ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন সূক্তে সরস্বতী ও সরস্বানের স্তব আছে। 'সরস্বৎ' এই শব্দের অর্থ 'প্রচুর জল বিশিষ্ট' নদ অথবা নদী। ইহার বর্ণ শুভ্র এবং ইনি অন্নদাত্রী দেবী। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে : 'উভে যত্রে মহিনা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষিয়ংতি পূরবঃ স নো

বোধয়িত্রী।'[৯] অর্থাৎ, 'হে শুভ্রবর্ণে দেবী সরস্বতী' তুমি আমাদিগকে অন্ন দান করিয়া রক্ষা কর, কারণ তোমার মহিমার দ্বারা মনুষ্যগণ সকল প্রকার অন্ন প্রাপ্ত হয় এবং তুমি আমাদিগকে জ্ঞান দান কর।' বৈদিক যুগে সরস্বতী কেবল জলবাহিকা নদী ছিলেন না, তিনি অন্নদাত্রী ও যজ্ঞফলরূপ ধনদায়িনীও ছিলেন। এ বিষয়ে ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে : 'সরস্বতী বাজেভিঃ বাজিনীবতী ধিয়াবসুঃ।'[১০] 'চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতংতী সুমতীনাং',[১১] অর্থাৎ ইনি (সরস্বতী দেবী) সুনৃত (সত্য) বাক্যের উৎপাদনকর্ত্রী ও সুমতিশালী জনগণের শিক্ষাদায়িত্রী। ইহা ব্যতীত বেদের উক্তি 'ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।'[১২] সরস্বতী সমস্ত জ্ঞানের উদ্দীপয়িত্রী ছিলেন; সুতরাং তিনি নদী হইয়াও বাগ্দেবী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈদিক যুগে সরস্বতী একটি বৃহৎ নদী ছিল। ঐ নদীর তীরে আর্য ঋষিরা যাগ-যজ্ঞ করিতেন। বৈদিক মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা নানা দেবতার স্তব ও আরাধনা করিতেন। এই সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থান কালে আর্যগণের ধর্ম জ্ঞান নীতি শিল্পবিদ্যা

৯। ঋগ্বেদ ৭।৯৬।২

১০। ঋগ্বেদ ১।৩।১০

১১। ঋগ্বেদ ১।৩।১১

১২। ঋগ্বেদ ১।৩।১২

ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছিল এবং এই নদীর কৃপায় তাঁহাদের কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ও তাঁহাদের সামাজিক জীবন গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং নদী হইয়াও সরস্বতী বৈদিক যুগে জ্ঞান শিল্পবিদ্যা কলাবিদ্যা সঙ্গীত বাদ্য নৃত্য এই সমস্ত বিদ্যারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছিলেন। পরে যখন সরস্বতী দেবীর মূর্তি কল্পনা করা হইল তখন একদিকে যেমন নদীর জল পদ্ম কূর্ম হংস রহিল, অপরদিকে তাঁহার হস্তে তেমনি পুস্তক লেখনী বীণাও দেওয়া হইল এবং তাঁহার গায়ের বর্ণ জ্যোতির্ময় বিশুদ্ধ জ্ঞানের সূচক শুভ্রবর্ণ দেওয়া হইল। এইরূপে তিনি শব্দব্রহ্মরূপিণী বাগেদবীর সহিত অভিন্না হইয়া জনসমাজে পূজিত হইতে লাগিলেন। শব্দব্রহ্ম হইতে ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক দুই প্রকার শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সেজন্য প্রথমটির প্রতীক বীণা আর দ্বিতীয়টির প্রতীক পুস্তকরূপে কল্পনা করিয়া সরস্বতীর হস্তে বীণা ও পুস্তক দেওয়া হইয়াছে।

গ্রীকদিগের পুরাণে (Greek mythology) যেমন বিশ্বজগতের স্রষ্টা জিউস-এর (Zeus) কন্যা মিনার্ভা (Minerva) জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। মিনার্ভা বীণা বংশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এবং সঙ্গীত কবিতা ও বিভিন্ন কলাবিদ্যা প্রভৃতির সহিত জড়িত ছিলেন। বৈদিক আর্যদিগের দ্বারা

পূজিতা দেবী সরস্বতীও সেরূপ ঐ সকল বাদ্য-যন্ত্র ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে হিন্দুদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সরস্বতী দেবীর প্রতিমা বৈদিক যুগে ছিল না। বৌদ্ধযুগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে হিন্দু দেবদেবীদের নানাবিধ মূর্তি বুদ্ধদেবের নানাপ্রকার মূর্তির সহিত পরিকল্পিত ও গঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে, বৌদ্ধগণ ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রভৃতি হিন্দু দেবতাদিগের মূর্তি গঠিত করিয়া বুদ্ধের পদতলে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিয়া তাহার দ্বারা ঐ সমস্ত দেবতা অপেক্ষা বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠতা দেখাইতে চেষ্টা করিতেন। মহাযান বৌদ্ধমতে 'বজ্রপাণি' নামে ইন্দ্র, 'অবলোকিতেশ্বর' রূপে বিষ্ণু এবং 'বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী' বা 'মঞ্জুঘোষ' নামে ব্রহ্মা পূজিত হইতে লাগিলেন। এই মঞ্জুশ্রীর পত্নী কিন্তু হিন্দুদেবী সরস্বতী বীণাবাদিনী ও বাগ্দেবীরূপেই ঠিক রহিয়া গেলেন। কোন কোন স্থানে বাগীশ্বরী সরস্বতী দেবীর বৌদ্ধ প্রতিমা বীণাধারিণী সিংহারূঢ়া-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও আবার ইনি পদ্মের উপরে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ পদ একটি প্রস্ফুটিত কমলের উপর স্থাপন করিয়াছেন এবং নিম্নে একটি সিংহ আছে।

সাধারণতঃ বর্তমান কালের হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, সরস্বতী ও লক্ষ্মী শিবের কন্যা ছিলেন। এই অভিমত কূর্ম, নারদীয় ও ধর্ম প্রভৃতি পুরাণে পাওয়া যায়।

দেবীপুরাণে সরস্বতী আবার শিব ও দুর্গার কন্যারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই অভিমত কুলার্ণব-তন্ত্র, বৃহন্নীল-তন্ত্র ও সারদাতিলক-তন্ত্র পোষণ করিয়াছে। মার্কণ্ডেয় ও বামন-পুরাণে সরস্বতীকে পুনরায় 'বিষ্ণু-জিহ্বা' বলা হইয়াছে। দেবীপুরাণ ও তন্ত্রের অভিমত অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে দুর্গা-প্রতিমার সহিত সরস্বতী শিব ও দুর্গার কন্যারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। তন্ত্রশাস্ত্রে সরস্বতী বা বাগীশ্বরীদেবীর ললাটে তরুণ চন্দ্রকলা দেওয়া হইয়াছে এবং ইনি শ্বেতবর্ণা, শ্বেতপদ্মের উপরে উপবিষ্টারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কোথাও বা ইনি ত্রিলোচনা ও হাস্যবদনারূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। কোথাও বা ইনি পুস্তক, অক্ষমালা, ব্যাখ্যামুদ্রা ও সুধাপূর্ণ কলসধারিণী চতুর্ভুজা। কোথাও আবার ইঁহার হস্তে অক্ষসূত্র বা অক্ষমালা, পুস্তক, বীণা ও পদ্ম দেওয়া হইয়াছে। ইনি হংসবাহনা। কোন কোন তন্ত্রে সরস্বতীকে পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী মাতৃকাদেবী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোথাও বা আবার ইঁহাকে 'পারিজাত-সরস্বতী' বলা হইয়াছে। এইরূপে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সরস্বতী দেবী ঋগ্বেদের সময় হইতে নানাভাবে ও নানারূপে ভারতবর্ষে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

বিমল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতির প্রতীক শ্বেতবর্ণের দ্বারা ভূষিতা সরস্বতী দেবীর পূজার সমস্ত উপচারই

শ্বেতবর্ণের। যথা, শ্বেতপুষ্প, শ্বেতচন্দন, শ্বেতালঙ্কার, দধি, ক্ষীর, নবনীত (মাখন), লাজ (খৈ), শুক্লধান্য, শ্বেতবর্ণের পক্কগুড় (তিলেখাজা) শুভ্র পিষ্টক ইত্যাদি অদ্যাপিও সরস্বতীপূজায় হিন্দুরা এই সমস্ত দ্রব্য উপচাররূপে দেবীকে অর্পণ করিয়া থাকেন। সরস্বতী-দেবীর ধ্যানে আছে :

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষী শুভ্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার ভূষিতা॥

সরস্বতীদেবীর আসন শ্বেত কমল এবং বাহন শুভ্র মরাল (রাজহংস)। তিনি শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা ও শ্বেত অলঙ্কার-বিভূষিতা। শ্বেতচন্দনের দ্বারা তাঁহার জ্যোতির্ময়ী শুভ্রমূর্তি চর্চিত। এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানরূপিণী সরস্বতীদেবীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিবার মন্ত্র এইরূপ :

ওঁ বেদা শাস্ত্রাণি সর্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ॥
সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥

*   *   *   *

বাঙ্গলা দেশে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিনে কার্তিকেয়ের পূজা হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যেও এই কার্তিক-দেবতার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত

আছে। মাদ্রাজ প্রদেশে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের যেমন অনেক উপাসক আছেন তেমনি সেখানে কার্তিকেয়ের উপাসনাকারীদেরও সংখ্যা অনেক। সেজন্য মাদ্রাজে বহু বিষ্ণু-মন্দির ও শিব-মন্দিরের ন্যায় কার্তিকেয়েরও অনেক মন্দির আছে। তৈলঙ্গী, তামিল, দ্রাবিড় প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতবাসীরা 'কুমার স্বামী' ও 'সুব্রহ্মণ্যদেব' নামধারী কার্তিকেয়ের নিত্যপূজা করিয়া থাকে এবং প্রতিবৎসরে কার্তিকেয় পূজার দিনে অতি সমারোহের সহিত কার্তিকেয়ের মূর্তি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া থাকে। মাদ্রাজে কার্তিকেয়ের 'সুব্রহ্মণ্য' নামটি বিশেষভাবে প্রচারিত আছে। মাদ্রাজবাসীরা মনে করেন যে, সুব্রহ্মণ্য কার্তিকেয়েরই অন্যতম নাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার্তিকেয় ও সুব্রহ্মণ্য একই দেবতা নহেন। কেননা উভয়ের মূর্তির ধ্যান করিবার যে মন্ত্র আছে তাহাতে ঐ দুই দেবতার গাত্রবর্ণ ও রূপের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ঐ দুই দেবতার রূপবর্ণনায় কার্তিকেয়কে 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ' এবং সুব্রহ্মণ্যকে 'সিন্দুরবর্ণ' মূর্তিধারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ময়ূরবাহন কার্তিকেয়ের এই রূপ প্রভাতের নবোদিত সূর্য্যকে দেখিয়াই প্রাচীন যুগে কল্পনা করা হইয়াছিল। সূর্য উদয় হইলে অন্ধকার ধ্বংস হইয়া যায়। ঐ অন্ধকারই পুরাণের বর্ণিত তারকাসুর। নবোদিত সূর্যের বর্ণ

তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। কার্তিকেয়েরও গায়ের রঙ ঐ প্রকার। প্রভাতে সূর্যের চারিদিকে রশ্মিরাশি ছড়াইয়া পড়ে। ঐ বিকীর্ণ সূর্য-রশ্মিগুলি হইতেই কার্তিকের বাহন ময়ুরের ছড়ানো পেখমের (পুচ্ছের) কল্পনা করা হইয়াছে।

কা।তকেয় দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম পুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। তাঁহার একটি বিখ্যাত নাম 'কুমার'। ইনি হিন্দুদিগের দেব-সেনাপতি ও যুদ্ধদেবতা (War-god)। সাধারণের বিশ্বাস যে, স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত ইন্দ্রাদি দেবতারা তাঁহাদের শত্রু তারকাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য শিবের নিকটে প্রার্থনা করিবার পর শিব গৌরীকে (উমাকে) বিবাহ করেন এবং তাহার পর শিব ও উমার পুত্ররূপে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়। মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'কুমারসম্ভব' কাব্যে মদন-ভস্ম ও শিবের বিবাহ অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণের এই মত ও উপাখ্যানকে লইয়া কালিদাস চিত্তাকর্ষক-ভাবে কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম-বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ 'কুমার কার্তিকেয়' কোনও বৈদিক দেবতা ছিলেন না।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাদিগের মধ্যে কুমার বা কার্তিকেয়ের নাম পাওয়া যায় না। শতপথব্রাহ্মণে অগ্নিদেবতার অনেক নাম দেওয়া

হইয়াছে। সেই সব নামগুলির মধ্যে 'কুমার' নামটি দেখিতে পাওয়া যায়; যথা: শিব, শর্ব, সর্ব, কুমার ইত্যাদি। প্রথমে অগ্নি, শিব ও কুমার একই দেবতা ছিলেন। কালক্রমে অগ্নি শিবের পুত্র 'কুমার' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কুমার কার্তিকেয়ের অপর নাম ছিল 'স্কন্দ'। ইনি বৈদিক দেবতা না হইলেও অতি প্রাচীন কাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ললিতবিস্তর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধদেবের জন্মের পর সুতিকাগৃহে তাঁহাকে স্কন্দ দেবতার মূর্তি দেখানো হইয়াছিল। পতঞ্জলি কৃত পাণিনি-সূত্রের মহাভাষ্যে বর্ণিত আছে যে, সেই সময়ে (খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে) স্কন্দদেবতার মূর্তি গঠিত ও বিক্রীত হইত।

রামায়ণ ও মহাভারতে স্কন্দের জন্ম সম্বন্ধে একটি উপাখ্যানও আছে। মহাভারতের বনপর্বে আমরা দেখিতে পাই স্বাহা অগ্নিকে ভজনা করিবার সময়ে অরুন্ধতী ভিন্ন সপ্তর্ষি পত্নীদের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তখন অগ্নির তেজ বা জ্যোতি স্খলিত হইয়াছিল। সেই তেজ হইতে স্কন্দের উৎপত্তি হয়। সে কারণে স্কন্দ অগ্নিপুত্র অথবা রুদ্রপুত্র হইলেন। সপ্তর্ষি নক্ষত্র আবার কৃত্তিকা নামে অভিহিত হইত বলিয়া কৃত্তিকা হইতে স্কন্দের নাম 'কার্তিকেয়' হইয়াছে। ঐ সকল নক্ষত্র-পত্নী স্কন্দকে অতি গোপনে

পালন করিয়াছিলেন। সেজন্য স্কন্দের অপর একটি নাম 'গুহ' হইয়াছে।

কুমার কার্তিকেয় বা স্কন্দকে 'ষড়ানন' বলা হয়। তাহার কারণ কুমারের ছয়টি মস্তক ছিল তাহাদের মধ্যে একটি ছাগমুণ্ড। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ষন্মুখের (ছয় মুখের) গায়ত্রী আছে। যথা: 'তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি। তন্নোষন্মুখঃ প্রচোদয়াৎ।'[১]

স্কন্দ প্রথমে বিঘ্নকারক গণদেবতা ছিলেন একথা মহাভারতের বনপর্বে স্কন্দ-উপাখ্যানে পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে কুমারনাথকে আবার 'চোর ডাকাতের দেবতা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দশকুমারচরিত, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি কাব্যেও স্কন্দকে 'চোরের দেবতা' বলা হইয়াছে।

পূর্বে কার্তিকেয়ের বাহন ছিল কুক্কুট, পরে ময়ূর হইয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত আছে: 'কুক্কুটাশ্চাগ্নিনা দত্তস্তস্য কেতুরলঙ্কৃতঃ।'[২] মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকর্মা কুমারকে কুক্কুট দান করেন: 'দদৌ ক্রীড়নকং ত্বষ্টা কুক্কুটং কামরূপিনম্।' অন্যত্র কুমারের ময়ূরবাহন সম্বন্ধেও বর্ণনা আছে। স্কন্দ-পুরাণের নাগরখণ্ডে ৭১-তম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া

১। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০।১।৬

২। মহাভারত, বনপর্ব ২২৮ অধ্যায়

যায় যে, শিব কার্তিকেয়কে ময়ূর দান করিয়াছিলেন। সেই ময়ূরই কার্তিকেয়ের বাহন হইয়াছে।

কোন কোন উপাখ্যানে কার্তিকেয় চিরকুমার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কারণ তিনি বিবাহ করেন নাই। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে বর্ণিত আছে যে, কার্তিকেয় ও গণেশ শিবের নিকট তাঁহাদের বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শিব বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যিনি সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়া অগ্রে ফিরিয়া আসিবেন তিনিই প্রথমে বিবাহ করিবেন। ইহা শুনিয়া কার্তিকেয় ময়ূর-বাহনে উড়িয়া তীর্থ-পর্যটনে বাহির হইয়া গেলেন। গণেশ ইন্দুর-বাহনে পিতা-মাতাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন যে, পিতামাতা যখন সর্বতীর্থের স্বরূপ তখন আমি সর্বতীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়াছি। আপনারা আমার বিবাহের অনুমতি দিন। এইরূপে কার্তিকেয় হারিয়া গেলেন এবং গণেশ বিবাহ করিয়া বসিলেন। স্কন্দপুরাণে আছে যে, কার্তিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি বিবাহ করেন নাই। মহাভারতে আবার প্রজাপতির দুহিতা দেবসেনা কার্তিকেয়ের পত্নী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং ষষ্ঠীদেবীও তাঁহার স্ত্রী ছিলেন ইহাও অন্যত্র পাওয়া যায়।

কার্তিকেয়ের জন্মগ্রহণের পর ষষ্ঠ দিবসে তিনি তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি

'দেবসেনাপতি' নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে স্কন্দ বা কার্তিকেয়ের পূজা বাঙ্গালা দেশের প্রাচীনতম পূজা ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌দিগের মধ্যে স্কন্দগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি রাজারা কার্তিকেয়ের পূজা করিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজারা স্কন্দপূজা বিশেষরূপে প্রচার করেন। কিন্তু বঙ্গদেশে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্‌ আকবরের সময়ে তুর্গাপ্রতিমা পূজা যখন প্রথম প্রচলিত হইল সেই সময় হইতে কার্তিকেয়ের প্রতিমাও বাঙ্গালীরা ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া আসিতেছেন।

মোগলসম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্টের পিতা উদয়নারায়ণ একটি মহাযজ্ঞ করিবার জন্য রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিতবর রমেশ শাস্ত্রীর সহিত পরামর্শ করেন। রমেশ শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে চারিটি মহাযজ্ঞের উল্লেখ আছে যথা: বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ। কিন্তু কলিযুগে এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব বলিয়া রমেশ শাস্ত্রী উদয়নারায়ণকে তুর্গোৎসবের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। তাহার পরে কুল্লুকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই

বাসন্তী দুর্গোৎসব সম্পন্ন করেন। রমেশ শাস্ত্রী দুর্গাপূজাপদ্ধতিও লিখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁহার তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসবতত্ত্ব লিখিয়া দেবীপূজার বিধি-ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশীয় বর্গী-সর্দার রঘুজী ভোঁসলেও (বিরারের রাজা) বঙ্গদেশে চৌথ আদায় করিতে আসিয়া কাটোয়া নগরে বাঙ্গালার প্রথানুসারে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন।

কার্তিকেয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা ছাড়াও বিভিন্ন পুরাণে তাঁহার নামে নানাবিধ উপাখ্যান পাওয়া যায়, কিন্তু বাহুল্য-বোধে সেইগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইল না। কার্তিকেয়ের ন্যায় গণেশ সম্বন্ধেও পুরাণে অনেক আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্বেদে গণেশ ঠাকুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৩-তম সূক্তের প্রথম মন্ত্রে 'গণপতি' শব্দ আছে। যথা: 'গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপশ্রবস্তম্।' এখানে 'গণপতি' বৃহস্পতির অপর একটি নাম। কারণ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি গানকারী গণমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১১০-তম সূক্তের নবম মন্ত্রে ইন্দ্রদেবতাকেও আবার 'গণপতি' বলা হইয়াছে। অন্যত্র রুদ্রকেও 'গণপতি' বলা হইয়াছে। এই সকল গণ-দেবতাদিগের বর্ণনাতে

দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইঁহাদের কাহারও ষণ্ডমুণ্ড, কাহারও বা অন্য জন্তুর মুণ্ড এবং কেহবা মুণ্ডহীন কবন্ধ। পরে বোধ হয় গজমুণ্ডযুক্ত দেবতাকে 'গণপতি' বা গণেশ' করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে গণেশ-গায়ত্রীতে গণেশের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা : "তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি ; তন্নোদন্তিঃ প্রচোদয়াৎ।' অথর্বশির-উপনিষদে রুদ্রকে অনেক ভূতের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে 'বিনায়ক' একজন। 'বিনায়ক' ও 'গণেশ' এই শব্দ দুইটির একই অর্থ। সুতরাং বোধ হয় এজন্যই রুদ্রকে এ দুইটি বিশেষণ দেওয়া হইত। কালক্রমে রুদ্র বা মহাদেবের পুত্রই গণপতি বা বিনায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। গণেশ প্রথমে একজন বিঘ্নকারক দেবতা ছিলেন। সেই কারণে তাঁহাকে 'বিঘ্নেশ,' 'বিঘ্ননায়ক' প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার পূজা করিলে সমস্ত বিঘ্ন নাশ হয় এই বিশ্বাসে হিন্দুমাত্রেই প্রথমে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। বন্যহস্তী বা মাঠের ইঁদুর চাষীদের পরম শত্রু, কারণ তাহারা শস্যের বহু অপকার করিয়া থাকে, আর সেজন্যই বোধ হয় গণেশের সহিত উহাদের সম্বন্ধ আছে।

স্বামী অভেদানন্দ

সূচীপত্র

শ্রীদুর্গা

দেবী দুর্গার রূপ ও ঐতিহ্যের আলোচনা করা সত্যিই এক সমস্যাজনক ব্যাপার। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শ্রীদুর্গার বিকাশ ও রূপের একটি ইতিহাস আছে। ইতিহাস ঘটনা-পারম্পর্যেরই সমাবেশ আর এই সমাবেশকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে বিকাশের ধারা। বর্তমানে যে পারিবারিক মধুর সম্বন্ধের ভাব ও পরিবেশ নিয়ে শ্রীদুর্গার আবাহন ও আরাধনা আমরা করি এর পেছনে ঐতিহ্য ও বিকাশের ইঙ্গিত অফুরন্ত রয়েছে। একদিনেই কখনো দেবী দুর্গার বর্তমান রূপ ও ধ্যানের এই পরিণতি হয়নি। মানুষ তার কল্পনার অর্ঘ্য দিয়ে অন্তরের বেদীমূলে যুগ-যুগান্তর ধ'রে শ্রীদুর্গার মানস-প্রতিমার ধ্যান ও বাস্তব রূপের পূজা করেছে। ধ্যান ও রচনা তার বিচিত্র রূপসম্ভারের সমাবেশে বৈশিষ্ট্যের গরিমা রক্ষা করেছে। অনন্ত দিক দিয়ে অজস্র বিকাশের আর বিরাম নাই। তবে পূর্ণতার চরম

সীমায় এখনো কিন্তু সে পৌছায় নি। একটি মানুষও যতদিন তার কল্পনা ও মানসিক সৃষ্টিশক্তি নিয়ে পৃথিবীর মাটিতে বেঁচে থাকবে, দেবী দুর্গার ধ্যান, রূপ ও প্রতিমার ক্রমোন্নতি ততদিন চলতেই থাকবে। সৃষ্টি ও বিকাশের ধারাই এই। তবে এই বিকাশেরও একদিন শেষ আছে মানুষ যেদিন করবে তার হৃদয়-সিংহাসনে চিন্ময়ী প্রতিমা শ্রীদুর্গার প্রত্যক্ষ প্রাণপ্রতিষ্ঠা!

দুর্গাপূজার প্রচলন যে প্রাচীন, বৈদিক যুগ থেকেই দেবীর রূপের কল্পনা ও আরাধনা চ'লে আসছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সৃষ্টির গোড়াকার দিকে প্রকৃতিপূজারই (Nature-worship) সমাজে প্রচলন ছিল। [illegible]তা হিসাবে প্রথমে বরুণ, পরে মিত্র ও পরিশেষে পৃথ্বীদেবীর বিকাশই হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও সংহিতার যুগে আবার 'অগ্নির্বাঽঅর্কঃ' (শত° ব্রা° ২।৫।১।৪), 'অয়ং বাঽঅগ্নিরর্কঃ' (শত° ব্রা° ৮।৬।২।১৯), 'যো বৈ বরুণঃ সোঽগ্নিঃ' (শত° ব্রা° ৫।২।৪।১৩), 'বরুণ এব সবিতা' (জৈ° উ° ৪।২৭।৩) প্রভৃতি ব'লে বরুণ অথবা

আকাশের সঙ্গে সবিতার, আকাশরূপী সাগরের সঙ্গে মিত্রের ও বরুণের সঙ্গে পৃথিবীর মিতালী পাঠানো হয়েছিল। 'অয়ং বৈ (পৃথিবী) লোকো মিত্রোঽসৌ (দ্যুলোকঃ) বরুণঃ' (শত° ব্রা° ১২।৯।২।১২), 'দ্যাবাপৃথিবী বৈ মিত্রাবরুণয়োঃ প্রিয়ং ধাম' (তা° ব্রা° ১৪।২।৪) মন্ত্রগুলিও তাই।

প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতায় যে তিন মাথাওয়ালা একটি জন্তু পাওয়া গেছে অধ্যাপক বেঙ্কটেশ্বর বলেন সেটি বৈদিক ত্রিত্বেরই (Trinity) নিদর্শন-রূপ অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যের প্রতীক। তিনি বলেছেন ঃ ৩৮২নং সিলে তিন মাথাওয়ালা যে জন্তুটিকে দেখা যায় সেটি বাইসন জাতীয় বন্য বৃষ (bison), একশৃঙ্গী (unicorn) ও শিঙওয়ালা পার্বত্য ছাগের (ibex) সম্মিলিত রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ঐ তিনটি জন্তুকে বৈদিক ত্রিত্ব বা তিন দেবতা অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যেরই প্রতীক বলা যেতে পারে।[১] স্যার জন মার্শালও এই সিলে মূর্তিটি সম্বন্ধে উল্লেখ

১। Cf. The Cultural Heritage of India, Vol. III, পৃ° ৬১

করেছেন।[২] তিনি বলেছেন: একটি গাছের সাতটি কাণ্ড আছে। ঠিক তার মাঝখানে একশৃঙ্গীর তিনটি মাথা রয়েছে।[৩] এই একশৃঙ্গী যে প্রকৃতপক্ষে কোন্ শ্রেণীর জন্তু স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার জন মার্শাল প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকেরাও কেউ আজ পর্যন্ত ঠিক নির্ধারণ করতে পারেন নি। তবে স্বামী শংকরানন্দ এই একশৃঙ্গীকে নিছক সূর্যের প্রতীক আর এর তিনটি মাথা অথবা ত্রিত্বকে এক সূর্যেরই মাত্র তিনটি অবস্থা বলেছেন। তা ছাড়া ঐ গাছের সাতটি কাণ্ডকে তিনি বৃষরূপী আদিত্যের সাতটি রশ্মি বলেছেন।[৪] আদিত্যের সাতটি রশ্মিকে সাতটি অশ্বের সঙ্গে আবার তুলনা করা হয়েছে আর সেজন্যে আদিত্য বা সূর্যের আর

২। Vide Mohenjo-Daro and Indus Civilization, Vol. II, Plate CXII. Fig. 38*a*

৩। * * 'a branch of the tree with seven twigs is seen. In the middle there are three heads of Unicorn.'

৪। Vide *Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus* (1944), Vol. II, পৃ° ১৮ এবং Vol. I. (1946), পৃ° ১০১-১০৪

এক নাম 'সপ্তাশ্ব'। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে এই বৃষরূপী আদিত্যের সাতটি রশ্মির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন 'স এষ (আদিত্যঃ) সপ্তরশ্মির্বৃষভস্তুবিষ্মান্' (জৈ° উ° ১।২৮।২)। অদিতির পুত্র ব'লে সূর্যের নাম আদিত্য। অধ্যাপক বেঙ্কটেশ্বর আরো বলেছেন: বৈদিক ত্রিত্বের ধারণা গ্রীক জাতিরা অনুকরণ করেছিল, কেননা আরগোসে যে তিন চোখওয়ালা জিউসের (Zeus) বর্ণনা পাওয়া যায় তাও আসলে আকাশ, সমুদ্র ও পৃথিবীরই অধিনায়কত্বের প্রতীক। কালদিয়ায় (Chaldea) যে 'এ', দৌ-কিন ও আনার (Ea, Dau-Kina and Ana) বিবরণ পাওয়া যায় তাও আসলে আকাশ, সমুদ্র ও পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি। মোটকথা প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে ত্রিত্ববাদের বিকাশ পূর্ণভাবে ছিল তার প্রমাণও স্পষ্ট পাওয়া যায়।

এই ত্রিত্বের তৃতীয় দেবতা পৃথ্বী সমস্ত চরাচরের জননী অথবা আধাররূপে কল্পিত হতেন। এই পৃথ্বী অথবা পৃথিবীদেবীকে বেদে 'অদিতি' বলা হত। মোহেঞ্জোদড়োতেও পৃথ্বীদেবীর (Earth-goddess)

পূজার প্রচলন ছিল। স্বামী শংকরানন্দ লিখেছেন : বেদের অদিতি সিন্ধু-উপত্যকার পৃথ্বীদেবী এবং বর্তমানের কালী ও ষষ্ঠীদেবী সকলেই এক ও অভিন্ন।[৫] অধ্যাপক হপকিন্স (E. W. Hopkins) অদিতিকে দুর্গা আখ্যা দিয়েছেন ('where Aditi is identified with Durga')।[৬] বেদে অদিতি সূর্য তথা মিত্রদেবতার জননীরূপে কল্পিত হয়েছেন। অদিতি বা পৃথিবীকে সূর্যের জননী বলা হয়, কারণ রাত্রির শেষ অন্ধকার উজ্জ্বল ক'রে প্রাতঃকালের সূর্য যেন পৃথিবীর গর্ভ থেকেই প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীর গর্ভ থেকে শিশুরূপী সূর্যের জন্ম সম্বন্ধে ধারণা প্রাগৈতিহাসিকের গোড়াকার সমাজে প্রচলিত ছিল। অদিতি বা পৃথিবী বৈদিক দেবতা। অদিতির মতো আর একজন বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া যায়। তাঁর নাম 'সোম' যিনি ঋষি ও হোতৃ-সমাজে 'গৌরী' নামে পরিচিত। পুরাণে অদিতিকে

৫। Vide *Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus* (1946), Vol. I, পৃ° ১৩৯

৬। *Epic Mythology*, পৃ° ৭৯

আবার কশ্যপের সহচারিণী বলা হয়েছে আর ইন্দ্র, মরুৎ ও বামন এঁরা অদিতির পুত্র। কিন্তু অদিতি সূর্যের জননী ব'লেই বিশেষ পরিচিতা। সূর্য দিনের অধিপতি ও চন্দ্র রাত্রির দেবতা। চন্দ্রের আর এক নাম সোম। এই সোমই প্রকৃতপক্ষে বেদের দেবতা গৌরী। অদিতি যখন রাত্রির দেবতা ব'লে নিজেকে পরিচয় দেন তখন তাঁর নাম 'দিতি'। এই দিতি, অদিতি ও গৌরী প্রকৃতপক্ষে একই দেবতা, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ। রাত্রিদেবতা দিতি অথবা গৌরী ও অদিতিই পরবর্তীকালে হৈমবতী গৌরী নামে মনুষ্য-সমাজের শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করেছেন। তন্ত্রে ইনি আদ্যাশক্তি কালী। বৈদিক যজ্ঞকুণ্ডের ইনিই কালীরূপিণী অগ্নিশিখা।

দেবী দুর্গা আসলে বৈদিক দেবতা কি-না এ নিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এবং অনেক প্রাচ্য মনীষীর ভেতরেও মতভেদ আছে। তন্ত্র ও বেদের প্রাচীনত্ব নিয়েও মতদ্বৈত বড় কম নেই। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল এ সব কারণের জন্যে সিদ্ধান্ত করেছেন: শক্তিবাদ তন্ত্রকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। পণ্ডিতেরা

তন্ত্রবাদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে দেখেছেন যে, তন্ত্র ও তন্ত্রবাদ উত্তরদেশীয় বৌদ্ধধর্ম (Northern Buddhism) থেকে জন্মলাভ করেছে।[৭] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবার দেবী-পূজা তথা শক্তিবাদকে বৌদ্ধধর্মেরই একটি পরিণতি বলেছেন। তাঁর মতে উত্তরদেশীয় বৌদ্ধধর্মে ত্রিত্ববাদ, ধ্যানীবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব এবং দেবী হেরুকা, বজ্রবারাহী, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছে। তিনি বলেছেন : তন্ত্র প্রথমে বেশী ক'রে ব্রাহ্মণ ও তাঁদের অনুগামীদের ভেতর প্রচার হয় নি।[৮] একথা বলার উদ্দেশ্য যে, বৌদ্ধদের ভেতরই প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রের প্রচার প্রথম হয়েছিল ও তারপরে ব্রাহ্মণ্যধর্মে তা ছড়িয়ে পড়েছিল। 'Even in the very best of the Hindu Tantra' ব'লে তিনি আবার মন্তব্য করেছেন যে, বৌদ্ধধর্মের বোধিসত্ত্বদের ও বহু বৌদ্ধ দেব-

৭। *Forward*, Sept. 1927.

৮। *Introduction* to *The Modern Buddhism and Its Followers in Orissa*, পৃ° ১১ ; এ ছাড়া *Indian Historical Quaterly*, Vol. I, Sept. (1925)-এ প্রকাশিত *Northern Buddhism* প্রবন্ধও দ্র°

দেবীকে পরে হিন্দুতন্ত্র নিজের ভেতর আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছিল। বৌদ্ধ অক্ষোভ্য ব্রাহ্মণ্যধর্মে হয়েছেন শিব অথবা তারাদেবীর উপাসক ঋষি। শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্যও তাঁর 'ছদ্মবেশে দেবদেবী' প্রবন্ধে[৯] ঠিক একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: 'তারা হিন্দু দেবতা নহেন। ইনি বৌদ্ধদের একজটা দেবীর একটি রূপান্তরবিশেষ এবং ইহা মহাচীনতারা বলিয়া বৌদ্ধসাহিত্যে খ্যাত।* * হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের তারা সম্বন্ধে এমন কোন গ্রন্থই নাই যাহা নিঃসন্দেহে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববর্তী হইতে পারে। ইহা হইতে মনে হয়, হিন্দুরা বৌদ্ধদের নিকট হইতেই এই দেবীকে গ্রহণ করিয়াছেন।'[১০] এছাড়া তন্ত্রের প্রবর্তন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: সাধারণত বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন যে, আচার্য বসুবন্ধুর (২৮০-৩৬০ খৃষ্টাব্দ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকাচার প্রবর্তন করেন। পণ্ডিত তারানাথের মতে অসঙ্গ ও ধর্মকীর্তির মাঝা-

৯। হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখামালা, ২য় ভাগ, পৃ° ১৮

১০। ঐ

মাঝি সময়ে গোপনে তন্ত্রধর্ম বৌদ্ধধর্মের ভেতর প্রচলিত হয়েছিল। আসলে কিন্তু সরহ এই প্রবর্তনকারীদের ভেতর প্রধান। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথ ও পগ্‌-সাম্‌-জোন্‌-জানের (Pag-Sam-Jon-Zan) গ্রন্থকর্তাও একথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করেছেন। তবে শ্রদ্ধেয় বিনয়তোষবাবু বলেন : বুদ্ধের সময় থেকেই বৌদ্ধেরা তন্ত্র-মন্ত্রসকলের সাধনা ক'রে আসছিলেন আর ধারণীগুলিই তার প্রমাণ। তারপর প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে বুদ্ধের পূজা যখনি প্রবর্তিত হ'ল তখনি তন্ত্রসাধনা আরো সুস্পষ্টভাবে সর্বত্র প্রচারিত হয়। তবে হিন্দুতন্ত্র নামে সাধারণের ভেতর যা প্রচলিত ছিল তা বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব-বিস্তারের ঠিক অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।[১১]

কিন্তু ডাঃ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্মোহতন্ত্র থেকে নজির তুলে দেখিয়েছেন অক্ষোভ্য একজন মুনিরূপী শিব ছিলেন। মেরুর উত্তরদিকে ছিল তাঁর বাস। তিনিই প্রথমে তারাদেবীর আরাধনা করেন

১১। *Cf. Indroduction* to *Sadhanmala* (Gaekwad's Oriental Series), Vol. II, pp. XVII —XIX, XL.

এবং চিন্তা করেন যে, তারাদেবীই মহাপ্লাবনের সময়ে চীনদেশে পার্বতীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১২] কাজেই অক্ষোভ্য মুনিই তারাদেবীকে তথা শক্তি-উপাসনা ভারতবর্ষে প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু মহা-চীনাচারতন্ত্রে বশিষ্ঠদেবকেই তারাদেবীর উপাসকরূপে দেখা যায় এবং তিনিই চীনদেশ থেকে ভারতবর্ষে প্রথম তারাদেবীর পূজা প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশে বীরভূম জেলায় তারাপীঠ বশিষ্ঠদেবের শক্তি-উপাসনার একটি নিদর্শন। কিন্তু তন্ত্রসারের মতে সিদ্ধ নাগার্জুনই নাকি তারাদেবী তথা নীলসরস্বতী, একজটা,[১৩]

১২। ডাঃ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী বলেছেন: 'There was a sage called Aksobhya, who was Siva himself in the form of a *muni*, on the northern side of the Meru. It was he who meditated first on the goddess, who was Parvati herself reincarnating in Cinadesa at the time of that great deluge.'—*Studies in the Tantras*, pt. I, পৃ ৪৬

১৩। এই একজটা দেবীই মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত একশৃঙ্গী (Unicorn)। একশৃঙ্গী একজটার প্রতীক। একজটা সৌরদেবী। একশৃঙ্গীও আবার সূর্যেরই প্রতীক্। স্বামী শংকরানন্দ তাঁর *Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus*,

উগ্রতারা অথবা নীলতারা প্রভৃতি দেবীদের পূজার প্রথম প্রবর্তক। সাধনমালায় ডাঃ শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন: মহাচীনতারা ও বৌদ্ধ একজটা এক ও অভিন্ন। অনেকের মতে সিদ্ধনাগার্জুনই তিব্বতে পূজিত একজটার সাধনা ভারতে প্রচার করেন। ভোটদেশে তিনি যে একজটার সাধন প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন তার প্রমাণ সাধনমালায় 'আর্যনাগার্জুন-পাদৈঃ ভোটেষু উদ্ধৃতম্' কথাগুলি থেকে বোঝা যায়। এই একজটার সাধন ও ধ্যানের সঙ্গে মহাচীনক্রম-তারার সাধন ও ধ্যানের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তারা, উগ্রতারা, একজটা ও মহানীল-সরস্বতীর মূর্তি ও রূপ ভিন্ন ব'লে মনে হ'লেও আসলে এঁরা সকলে এক তারাদেবীর অভিন্ন রূপ। ডাঃ বাগ্‌চীর অভিমতও তাই। তিনিও বলেছেন: একথা ঠিক যে, হিন্দুতন্ত্রে একজটা, নীলসরস্বতী ও উগ্রতারাকে

(Vols. I & II), বইয়ে এই সিদ্ধান্তই করেছেন। কিন্তু স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার জন. মার্শাল, মিঃ ম্যাকে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবার ঠিক এ সি দ্ধান্ত মানেন না।

একই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ বলা হয়েছে;[১৪] কারণ একজটা 'পঞ্চাক্ষরীবিদ্যারূপা'। এই একজটাই নীলসরস্বতী যখন তিনি তারাদেবীর সঙ্গে এক হ'য়ে যান। তিনিই আবার উগ্রতারা যখন তিনি 'ত্র্যক্ষরী-বিদ্যা' রূপে পরিচিত। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দের অভিমতও তাই। তিনিও এক রকম স্বীকার করেছেন: বর্তমান শাক্ত-সম্প্রদায়ের ভেতর তারাদেবীর নাম উগ্রতারা, কারণ তিনি উগ্র অথবা কঠিন বিপদ থেকে তাঁর ভক্তজনদের ত্রাণ করেন—'উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্তিতা'। একজটা ও নীলসরস্বতী আসলে মহাযান-সম্প্রদায়ের নীলতারা, একজটা অথবা উগ্রতারা থেকে অভিন্ন।[১৫]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তারাতন্ত্রের প্রসঙ্গে বশিষ্ঠদেবকেই ভারতবর্ষে মহাচীনতারার প্রথম প্রচারক বলেছেন। বাস্তবিক নেপালে এখনো হিন্দু ও বৌদ্ধ পূজকেরা একসঙ্গে নীলতারা ও উগ্রতারার পূজা ক'রে থাকেন। বৌদ্ধতন্ত্রের

১৪। *Studies in the Tantras*, pt. I, পৃ° ৪২

১৫। *The Indo-Aryan Races*, পৃ° ১৩৮-১৩৯

মহাচীনতারা ও একজটা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুতন্ত্রের মহাচীনতারা, একজটা, উগ্রতারা ও নীলসরস্বতী থেকে অভিন্ন। বৌদ্ধতন্ত্রে তারাদেবীর আরো রূপভেদ আছে, যেমন খদিরবনীতারা, মহাশ্রীতারা, জঙ্গুলীতারা, বজ্রতারা, আর্যতারা, পীঠতারা, রাজশ্রীতারা প্রভৃতি। এই তারাদেবীরা সকলে কিন্তু এক আদ্যাশক্তির বিচিত্র বিকাশ। রাজশ্রীতারার ধ্যানমন্ত্রে দেবীকে 'গৌরী'ও বলা হয়েছে, যেমন 'দ্বিভুজৈকমুখী গৌরী ললিতাসন-সংস্থিতা।' এসব কারণে ডাঃ বাগ্‌চী বলেছেন : হিন্দু ও বৌদ্ধদের ভেতর তারা অথবা মহাচীনতারার প্রসঙ্গে একই রকমের আখ্যায়িকার প্রচলন আছে, ভিন্ন কেবল প্রবর্তকের নামে। তাই বৌদ্ধতন্ত্রের সিদ্ধনাগার্জুনের নামকে হিন্দুতন্ত্র বশিষ্ঠদেবে পরিবর্তিত করেছে ব'লে মনে হয়।[১৬] মোটকথা ডাঃ বাগ্‌চীও হিন্দুতন্ত্রকে

১৬। 'Siddha Nagarjuna and Vasistha play the same role in importing the cult either from *Bhota* or *Mahacina* (coutries which may be considered identical). The name of Siddha Nagarjuna seems to have been repugnant to the

পাকেপ্রকারে বৌদ্ধতন্ত্রের কাছে ঋণী বল্‌তে চেয়েছেন। এছাড়া তন্ত্রকে তিনি বিদেশ থেকে আমদানীও ('foreign origin') বলেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিন্তু স্পষ্টই বলেছেন: তন্ত্র ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছে এবং খুব সম্ভবতঃ সিথিয়ান বা শকদের ম্যাগাই (Magi) পুরোহিতেরাই তন্ত্রকে ভারতে ব'য়ে নিয়ে এসেছিল।[১৭] কিন্তু পরে তিনি আবার সিদ্ধান্ত করেছেন: বৌদ্ধেরা অথবা ব্রাহ্মণেরা দুজনের ভেতর কেউ কারো তন্ত্রকে পরস্পরের কাছ থেকে ধার করেন নি, উভয়েই বরং সাধারণ একটি জায়গা থেকে তন্ত্রাচারকে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু তন্ত্র যে বৌদ্ধদের কাছ থেকে ধার করা হয়েছে এ মতের ভেতর কোন যৌক্তিকতা নেই। আর্থার এ্যাভেলোন (Aurther Avalon) এ প্রসঙ্গের

Hindus as being a typically Buddhist one and this is why it was probably replaced by that of Vasistha.'—*Studies in the Tantras*, পৃ° ৪২-৪৩

১৭। *Introduction* to *The Modern Buddhism and Its Followers in Orissa*, পৃ° ১০-১১

আলোচনা ক'রে বলেছেন : 'Some would derive the Tantra from Mahayana Buddhism. Others contend that the Mahayana School appears to have adopted the doctrines of the Indian Tantra, which is in notable respects opposed to the original doctrines of the Buddha.' তাঁর মতে তন্ত্র সম্পূর্ণ বৈদিক, আর অথর্ববেদের শাখা যে রুদ্রযামল তাতে দেখা যায় বশিষ্ঠদেব নিজে বুদ্ধীশ্বরীদেবীর আরাধনা করেছিলেন এবং হিমালয়ে অবস্থিত মহাচীন থেকে তারাদেবীর পূজা ভারতে প্রবর্তন করেন।[১৮] তারাদেবীর পূজা বশিষ্ঠ অথবা সিদ্ধনাগার্জুন মহাচীন

১৮। 'According to the Rudrayamala the worship of Tara was introduced from Mohachina in the Himalayas by Vashistha, worshipped the Devi Buddhishvari, according to one of the Shakhas of Atharvaveda.'—*Introduction* to *Principles of Tantra*, p. XXXVIII. এছাড়া রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত Indo Aryan Races, পৃঃ ১৪৯ এবং Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, ১৪৭ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত হগরাথের (Hograth) মন্তব্য দ্রঃ।

থেকে নিয়ে এসে ভারতে প্রচার করেন এ ধরণের আখ্যায়িকার ওপর নির্ভর ক'রে তন্ত্রকে বিদেশ থেকে আমদানী করা জিনিষ ব'লে সিদ্ধান্ত করা কখনই সমীচীন নয়। তন্ত্র ভারতের নিজস্ব—বেদেরই একটি অনুষ্ঠানিক অংশ আর হাতেনাতে সাধনার শাস্ত্রই তন্ত্রকে বলতে হবে। স্বামী শংকরানন্দও পরিপূর্ণভাবে এই মত সমর্থন করেন। তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেছেন: তন্ত্র বৈদিক। তন্ত্রমার্গীরা আর্য-সমাজের একটা বড় অংশ আর আর্য-কৃষ্টিরই গোষ্ঠীভুক্ত। তন্ত্র সাধারণ সমাজে 'গুপ্ত কুলবধূরিব', তার কারণ বেদাচারও একসময়ে আর্য-সমাজের একটি দল থেকে বিধিবহির্ভূত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল অথচ বেদসেবী আর একটি দলের ইচ্ছা বেদাচারকে ঠিক বাদ দিতে চায় নি। এই ইচ্ছা ও সর্বোপরি বেদাচারের ওপর শ্রদ্ধাই তাদের আচার-অনুষ্ঠানের দিকে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু সমাজে বাধা-বিপত্তির ভয়ে গোপন অনুষ্ঠানের আয়োজনকে তারা অবশেষে বেছে নিয়েছিল। স্বামী শংকরানন্দও তাই বলেছেন: তন্ত্রমার্গীরা সোমের উপাসক ছিলেন। অনুমান

করা যায় যে, সোমলতা যখন সমাজে দুষ্প্রাপ্য ও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আর্যসমাজ একত্রিত হয়েছিল তখন সোমপূজার ওপর আর বেশী জোর দেওয়া হয়নি। মোটকথা সোমপূজা তখন সমাজের লোকে একরকম পরিত্যাগ করেছিল। কিন্তু তখনো অতি-গোঁড়া সোমোপাসকদের আবার অভাব ছিল না, কাজেই সমাজ ও সংস্কারগত রীতিনীতিকে তারা ত্যাগ করতে রাজী হল না। এইসব কারণে অমাবস্যার গভীর অন্ধকার-রাত্রি ও নিঃসঙ্গ শশ্মানভূমি অথবা নিরালা অরণ্যই সোম-উপাসনার প্রশস্ত সময় ও স্থান হিসাবে তারা মনোনীত করেছিল। এদিকে সমাজেও বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রভাব শিথিল হ'য়ে পড়ল আর বৌদ্ধধর্মের ক্লান্তিকর বুদ্ধির মল্লযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল, কাজেই লোকের মন তখন বেদাচার থেকে তন্ত্রাচারের দিকে ক্রমশঃ ঝুঁকে পড়তে লাগল। এরকম ক'রেই বেদের অনুষ্ঠানগুলো বেশীর ভাগ তন্ত্রাচারের বেশে সমাজে আসন পেতে বসেছিল।[১৯]

১৯। *Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus* (1946), Vol. I পৃ° ১৪৬-১৪৭

বৈদিক সাহিত্যেও শক্তিপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে শ্রীদুর্গার পরিচয় সম্বন্ধে স্বর্গীয় অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেছেন: ঋগ্বেদে (৩।৭।৯) 'ওঁ ধিয়া চক্রে বরেণ্যো, ভূতানাং গর্ভমাদধে। দক্ষস্য পিতরং তনা' মন্ত্রগুলি দক্ষসুতা দুর্গার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বৈদিক যুগের যজ্ঞবেদী অথবা কুণ্ডের আর এক নাম ছিল 'দক্ষতনয়া' বা 'দক্ষ-তনা'। যজ্ঞবেদীতে অগ্নি রাখা হ'ত আর ঐ অগ্নিকে বৈদিক যুগের শেষের দিকে শিব বা মহাদেব ব'লেও কল্পনা করা হ'ত। বেদের রুদ্র অগ্নি এবং এই রুদ্রই পরে শিব নামে পরিচিত হয়েছিলেন। রুদ্রদেব যে অগ্নি তার প্রমাণ: অগ্নির্বৈ রুদ্রঃ' (শত°-ব্রা° ৫।৩।১।১০; ৬।১।৩।১০), 'যো বৈ রুদ্রঃ সোঽগ্নিঃ' (শত°ব্রা° ৫।২।৪।১৩),' এষ রুদ্রঃ যদগ্নিঃ', (তৈ°ব্রা° ১।১।৫।৮-৯) প্রভৃতি ব্রাহ্মণসাহিত্যের স্বীকৃতিগুলি থেকেই বোঝা যায়। হপ্‌কিন্‌স্‌ বলেছেন: 'Rudra is of the nature of fire, Visnu, of the moon' (অগ্নিরূপী, সোমাত্মক)।[২০] শতপথ-

২০। *Epic Mythology*, পৃ° ২০৮

ব্রাহ্মণে বৈদিক অগ্নির রুদ্র, শর্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব, ঈশান প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের 'জ্যোতিস্মতীমদিতিং ধারয়েৎ ক্ষিতিং সর্বতীমা' মন্ত্রে ঋষিরা যে যজ্ঞবেদীর পাশে গভীর ধ্যানে নিরত থাক্‌তেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যজ্ঞকুণ্ড অর্থাৎ দক্ষ-তনা—দক্ষতনয়া অথবা দক্ষসুতার ওপরে পরে যাজ্ঞিকেরা একটি পীতবর্ণের মূর্তি স্থাপন করতেন। এই মূর্তিটিকে 'জ্যোতিস্মতী অগ্নি' অথবা 'হব্যবাহনী' ব'লে কল্পনা করা হ'ত তার প্রমাণও ঋগ্বেদের 'যা রুচো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ। তাভির্নো যজ্ঞমিন্বতু' (ঋক্° ১০।১৮৮।৩) মন্ত্র থেকে পাওয়া যায়।[২১] 'হব্যবাহনী' অর্থে ঋষিরা যে যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতধারা আহুতি দিতেন, অগ্নি সেই হব্যাহুতি নির্দিষ্ট দেবতার কাছে বহন ক'রে নিয়ে যেতেন। এই হব্যবাহনী যে পরবর্তীকালে দুর্গাদেবীতে রূপায়িত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রধান হোমকুণ্ডের পাশে আরো কতকগুলি ছোট ছোট হোমকুণ্ড রচনা করা হত।

২১। শ্রীভারতী, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (১৩৪৬), পৃ° ১১০

অনেকে মনে করেন পরবর্তীকালে ঐ ছোট কুণ্ডগুলি থেকেই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের রূপ কল্পনা করা হয়েছিল। কুণ্ডের দশ দিক পরে দেবীর দশহাতরূপে কল্পিত হয়েছিল। শুধু দশহাত কেন, সহস্রাংশুমালী আদিত্যের মতো দেবীরও সহস্র ভুজের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় আরো উল্লেখ করেছেন: ঋগ্বেদের খিলসূক্তে দেবী ও রাত্রি নামে দুটি সূক্তের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীনেরা আবার এ দুটিকে দেবী অথবা দেবীসূক্ত বল্‌তেন। রাত্রিসূক্তে দেবী দুর্গার স্তুতি আছে। আসলে খিলসূক্তে 'রাত্রিদেবী' শ্রীদুর্গার নামান্তর। ঋগ্বিধানব্রাহ্মণে (৪।১৯) রাত্রিসূক্ত উচ্চারণ করবার উপদেশ আছে। রাত্রি-সূক্ত যে দেবী দুর্গার স্বরূপ তার প্রমাণ এই মন্ত্রগুলি,

(১) স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াম্।
সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্॥

(২) তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং, বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে, সুতরসি তরসে নমঃ।[২২]

২২। শ্রীভারতী, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (১৩৪৬), পৃ° ১১০

অনেকে এই সূক্তটিকে প্রক্ষিপ্ত বল্‌তে চান। কিন্তু মহানারায়ণ উপনিষদেও এই সূক্তগুলিকে হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে।) শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন: ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের প্রথম ঋকে অগ্নিদেবতার কাছে রাক্ষস বা অসুরদের বিনাশ অর্থাৎ বলি দেওয়ার কথা আছে—'বি পজসা পৃথুনা শোশুচানো, বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ'। রবার্টসনও (J. M. Robertson) উল্লেখ করেছেন: সূর্য তথা মিত্রদেবতাদের কাছে নরবলি থেকে আরম্ভ ক'রে বৃষ ও মেষবলি দেওয়া হত।[২৩] এসব ছাড়া সামবেদ থেকে দুর্গোৎসবে যে মন্ত্র পড়া হয় তা থেকে প্রমাণ হয়, বৈদিক যুগের অগ্নি পরবর্তীকালে রূপায়িত দেবী দুর্গা এবং শিব থেকে অভিন্ন। পণ্ডিত মোক্ষমূলর (Max Mueller) কিন্তু বেদের রুদ্র অথবা অগ্নিকে শিব কিম্বা দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন বল্‌তে রাজী নন। তিনি বলেছেন: 'I hold therefore that neither Durga

২৩। *Pegan Christ*, পৃ° ৩০৩। ফ্রাঙ্ক কুঁম্ (Frank Cumont): *The Mysteries of Mithra* দ্র°

nor Siva can be looked upon as natural developments, not even as were corruptions, of Vedic deities.[২৪] বেবর (Weber), মুইর (Muir) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অবশ্য দুর্গা ও শিবকে বৈদিক দেবতাই বলেছেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলর কিন্তু দুর্গা ও শিবকে কিরাত, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি অসভ্য বুনো জাতদের মতো উত্তর অথবা উত্তর-পূর্ব দিকের পার্বত্য আদিম অধিবাসী বলেছেন। তাঁর মতে ব্রাহ্মণ-সংহিতার যুগে দুর্গাদেবীকে রাত্রি, কালী, রোদসী, নিঋতি প্রভৃতির মতো বৈদিক কৌলিন্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া দৈত্য চণ্ড ও মুণ্ডের বিনাশকারিণী দেবীর 'চণ্ডী' নাম সে প্রমাণের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। কিন্তু মোক্ষমূলরের এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, কারণ দুর্গা ও শিব বৈদিক দেবতাই।

শুক্লযজুর্বেদে (৩।৫৭) আবার রুদ্র ও রুদ্রের ভগ্নী অম্বিকার কথা আছে। তবে রুদ্র বৈদিক দেবতা ব'লে

২৪। *Anthropomorphical Religion* (1898), পৃ° ১৬৬

গণ্য হলেও পুরাণের যুগে বিষ্ণুর আধিপত্যই বেশী হয়েছিল। হপ্‌কিন্স্‌ বলেছেন: রুদ্র তথা শিব ও বিষ্ণু হিন্দুদের প্রধান দেবতা হ'লেও বিষ্ণুই পরে সাধারণ সমাজে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। রুদ্র-শিবের উপাসকদের পরে এজন্যে ব্রাত্য বলা হত। মিঃ কার্পেণ্টারের মতে ব্রাত্যেরা এক রকম বীভৎস-ভাবে রুদ্র-শিবের উপাসনা করত ('they worshipped Rudra-Siva with horrible rites and are the anscestors of the later Saivite sects')। মহাভারতের যুগে ব্রাত্যেরা সমাজে একরকম পতিতই হয়েছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই ব্রাত্যদের আরিয়ানস্ (Aryans) বলেছেন এবং তারা যে বৈদিক সমাজের একটা শাখা বা অংশ একথাও স্বীকার করেছেন।[২৫] অথর্ববেদে একটি ব্রাত্য-অধ্যায় আছে, তাতে মাগধদের ব্রাত্যদের বন্ধু ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। কতকগুলি সূত্রে আবার 'সবিত্রীপতিতাঃ' ব'লে ব্রাত্যদের বৈদিক গায়ত্রীবর্জিত

২৫। *Magadhan Literature* (1923), পৃঃ ১০

হিসাবে পতিত বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের গৃহপতিমণ্ডলে 'ব্রাত্য' শব্দ আটবার উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা এই গৃহপতি ব্রাত্যদের কোন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ছিল না। বাজসনেয় (১৬।২৫) ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।৫।৪।১) রুদ্র-অধ্যায়ে 'ব্রাত' শব্দের সঙ্গে 'ব্রাতপতি' কথাটিরও উল্লেখ আছে। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে (১৬।১) ব্রাত্যদের আবার 'দৈবপ্রজা' বলা হয়েছে এবং সেখানে দৈবপ্রজারা—বৈদিক আর্যেরা যেমন দেবতাদের প্রিয় ছিল সেরকম দেবতাদের নিকট প্রিয় ছিল একথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদের ব্রাত্য-অধ্যায়ে (১৫শ অ°) আবার এক ব্রাত্যের ('একব্রাত্য') নাম করা হয়েছে যার অবাধ গতিবিধি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উর্ধ ও অন্তর্দেশ পর্যন্ত ছিল। এই দিকগুলির নাম ছিল শিবের নামে, যেমন পূর্বের নাম ভব, দক্ষিণ শর্ব, পশ্চিম পশুপতি, উত্তর উগ্র বা ধ্রুব সুতরাং রুদ্র, উর্ধ মহাদেব ও অন্তর্দেশের নাম ঈশান। এই ব্রাত্যটির পরিচয় মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীজী দিয়েছেন: 'He was himself *Ekavratya*, *Mahadeva* and *Isan*'. তাই

তিনি বলেছেন : ব্রাহ্মণেরা এই সব দেবতাদের এক শিবেরই ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজা করতেন। এখন এই 'একব্রাত্য' যদি শিব হন তবে দক্ষযজ্ঞে শিব যেমন বৈদিক দেবতাদের মতো কৌলিন্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, এই একব্রাত্যের ভাগ্যেও তাই হবে।'[২৬] স্যার গ্রিয়ার্সন (Sir George Grierson) এই ব্রাত্য বা আর্যব্রাত্যদের সুপ্রাচীন আর্যদেরই একটি শাখা বা অংশ ব'লে স্বীকার করেছেন এবং আর্যবর্তের বেশীর ভাগ জায়গাতে তারা বাস করত।

কিন্তু রুদ্র-শিবের উপাসকেরা যে পতিত তথা ব্রাত্যশ্রেণীভুক্ত হয়েছিল শিবহীন দক্ষযজ্ঞই তার প্রমাণ। দক্ষসুতা সতীকে বিবাহ দিলেও প্রজাপতি দক্ষ যখন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন তখন তেত্রিশ কোটি আর্যগোষ্ঠীভুক্ত দেবতাদের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠালেন

২৬। 'If this *Ekavratya* be our *Siva*, he would not be admitted into the Vedic Pantheon without a struggle and that struggle would be the struggle of *Daksa-Yajna*.'—*Magadhan Literature*, পৃ° ৪-৭

কিন্তু শিবকে সে নিমন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেন। দক্ষ শিবহীন যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেছিলেন; কেননা জামাতা তাঁর তথাকথিত ভূত-প্রেতদের অধীশ্বর সুতরাং অনার্য ও পতিত। সমগ্র আর্য তথা সভ্য বৈদিক সমাজে রুদ্র-শিবের চেয়ে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর কৌলিন্য তখন মর্যাদার আসন পেয়েছিল, কাজেই আর্য-সামাজিক আয়োজনে অনার্য ও ব্রাত্যপূজিত শিবকে সম্পূর্ণ বর্জনই করা হয়েছিল। তবে ডাঃ রায়-চৌধুরী বলেছেন: ঠিক্ কখন্ থেকে যে কৃষ্ণ-বাসুদেব-ধর্ম প্রথমে নারায়ণ-বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণ-বিষ্ণুর সমগোত্রভুক্ত হয়েছিল তা এখনো নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না ('The exact period when Krishna-Vasudeva was first identified with Narayana-Vishnu cannot be ascertained')। তাছাড়া গোড়াকার দিকে ভাগবৎ শ্রেণীভুক্ত দেবতাদের ভেতর বিষ্ণু যে কখন্ শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে বসেছিলেন এখনো পর্যন্ত তার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৬) বাসুদেব যে

নারায়ণ-বিষ্ণুর পর্যায়ভুক্ত হয়েছিলেন তার নজির কিছু পাওয়া গেছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সঠিক সময় সম্বন্ধে ডাঃ রায়চৌধুরী ঠিক আবার নিঃসন্দেহ নন। ডাঃ কিথ্ (Dr. A. B. Keith) এই আরণ্যকের বয়স খৃষ্টপূর্ব তিন শতাব্দী ব'লে অনুমান করেন। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যগুলিতে কিন্তু নারায়ণ-বিষ্ণু-ধর্মের প্রভাব বেশ সুপরিস্ফুট। মহাভারতে কৃষ্ণ-বাসুদেব একেবারে স্বয়ং নারায়ণ। গীতার ভেতরে তো কথাই নাই।[২৭] দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বলেছেন: দক্ষযজ্ঞের যে বিখ্যাত কাহিনীর প্রচলন আছে তা থেকে এটা বোঝা যায়—বৈদিক মতের গোঁড়া অনুগামীরা শিবকে ঠিক সতী বা দুর্গার পতি হিসাবে মেনে নিতে পারে নি। দেবীর নিজের সম্বন্ধে না হ'লেও শিব বৈদিক দেবতাদের যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।[২৮]

মহাভারতে এই শিবহীন দক্ষযজ্ঞের উল্লেখ

২৭। *The Early History of the Vaishnava Sects* (1936), পৃ° ১০৬-১০৮

২৮। *Indo-Aryan Races*, পৃ° ১২৬-১২৭

আছে।[২৯] প্রজাপতি দক্ষ নাকি হিমালয়ের পাদ-দেশে হরিদ্বার তীর্থে তাঁর অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। দক্ষকুণ্ড ও দক্ষঘাট হরিদ্বারে এখনও রয়েছে। দক্ষযজ্ঞে নিমন্ত্রণ না পেলেও শিব তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দক্ষের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। দক্ষ শিবকে অপমান করায় শিব ক্রোধে যজ্ঞ নাশের জন্যে ভৈরব বীরভদ্রকে আর ক্রোধান্বিতা দেবী পার্বতী মহাকালীকে সৃষ্টি করেন। এই মহাকালীই ভদ্রকালী। ভদ্রকালী কিন্তু বৌদ্ধদেবী অথবা নীলসরস্বতী নন যদিও হিন্দুতন্ত্রের দেবী সরস্বতীর আর এক নাম ভদ্রকালী। মহাকালী অথবা ভদ্র-কালী দেবী দুর্গারই অভিন্নরূপ। শ্রীদুর্গার পূজায় দেবীকেও উপচার দানের সময় বলা হয়েছে: 'ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ * * * ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ' অথবা পঞ্চকষায় দেবার সময়ে 'ওঁ হ্রীং ভদ্রকাল্যৈ নমঃ।' মোহাচ্ছন্ন দক্ষের সুবুদ্ধি ও চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্যে ভদ্রকালীর আবির্ভাব। প্রকাশশক্তিসম্পন্না চৈতন্যদায়িনী

২৯। মহাভারত ১২।১২২-১২৭, ১৮৫, ২৮৪-২৮৫

ভদ্রকালীর সরস্বতী নাম হওয়াও এজন্যে কিছু বিচিত্র নয়। সুতরাং যাই হোক, রায় বাহাদুর চন্দ পরিশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন: দক্ষযজ্ঞে অনিমন্ত্রিত শিব ঠিক বৈদিক রুদ্র নন, পরন্তু তিনি পাশুপত-সম্প্রদায়ের পূজিত দেবতা। দেবীও তাই ব্রাত্য ও পাশুপত-সম্প্রদায় কর্তৃক পূজা পেতেন।[৩০] কিন্তু শ্রদ্ধেয় চন্দ মহাশয়ের এ সিদ্ধান্তটিকে মেনে নিতে আমরা অনিচ্ছুক, কারণ মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণগুলিতে দক্ষসুতা সতী অথবা পার্বতীর এবং এমন কি শিবের প্রতিও আর্যসমাজপতি দেবতাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান বরাবর অটুটই ছিল। বিশেষতঃ সতী বা দেবী দুর্গার বৈদিক মর্যাদা সম্ভবতঃ সমগ্র সমাজে অক্ষুন্ন ছিল। সতী প্রজাপতি দক্ষের কন্যারূপে আর্যকন্যার ও সঙ্গে সঙ্গে বৈদিকত্বের কৌলিন্যকে যে অটুট রাখতে পেরেছিলেন এর নজির হিসাবে অধ্যাপক জেকবী উল্লেখ করেছেন: যে সব প্রমাণপঞ্জী দেওয়া হয়েছে তা থেকে এটাই নিশ্চয় করা যায় যে, বৈদিকযুগের

৩০। *Indo-Aryan Races*, পৃ° ১২৯

শেষের দিকে কতকগুলি স্ত্রীদেবতাকে সমাজে গ্রহণ করা হয়েছিল আর সেই স্ত্রীদেবতারা তখনি তখনি অথবা ঠিক তারি পরে রুদ্র-শিবের সহচারিণী হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁদের ভেতরে আবার অনেকগুলি স্ত্রীদেবতাকে পর্বত অথবা অগ্নির তথা সূর্যের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো হয়েছিল। তাঁরা আবার এক শিবপত্নীরূপেই পরিগণিত হয়েছিলেন যদিও তাঁদের উৎপত্তির বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা যায় না।[৩১]

রামায়ণে শিবকে 'শংকর' বলা হয়েছে আর রুদ্র তখনও উত্তরদেশের দেবতা। শুধু তাই নয়, পণ্ডিত হপ্‌কিন্স্‌ বলেছেন রামায়ণে মহাদেবকে কোন কোন জায়গায় 'বিষ্ণু' ব'লেও উল্লেখ করা হয়েছে। রুদ্র অথবা শিবের আর এক নাম 'হর'। কিন্তু 'হর' নামে রামায়ণে একজন দৈত্যের নামও পাওয়া যায়। এ ছাড়া রামায়ণে শিবকে রুদ্র, ঈশ, শম্ভু, দেবদেব, দেবেশ, মহাদেব প্রভৃতিও বলা হয়েছে।[৩২] স্বামী

৩১। *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. V, পৃঃ ২১৭

৩২। *Epic Mythology*, পৃঃ ২১৯

শংকরানন্দের মতে বৈদিক রুদ্র পৃথিবীরূপিণী কালী বা কালিকার পুত্র। পৃথিবী অদিতি, অদিতির পুত্র আদিত্য, সুতরাং রুদ্র আসলে আদিত্য বা সূর্যদেবতা। বৈদিক রুদ্রই আবার তন্ত্রে আদ্যাশক্তি। রুদ্র কালী তথা পৃথ্বীদেবীর পুত্র, কারণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্যরূপী রুদ্র পৃথিবীর গর্ভ থেকে পূর্বাকাশে উদিত হন, সুতরাং শক্তি অথবা আদ্যাশক্তি সূর্য। পৃথিবীকেও ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে অগ্নি ব'লে কল্পনা করা হয়েছে, যেমন 'আগ্নেয়ী পৃথিবী' (তা° ব্রা° ১৫।৪।৮), 'পৃথিব্যগ্নেঃ পত্নী' (গো° উ° ২।৯), 'ইয়ং (পৃথিবী) হ্যগ্নিঃ' (শত° ব্রা° ৬।১।১।১৪ ; ৬।১।২।২৬)। আকাশকেও ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের যুগে সমুদ্র ব'লে কল্পনা করা হত—'যদাপোঽসৌ (দ্যৌঃ) তৎ' (শত° ব্রা° ১৪।২।২।৯) 'আপো বৈ দ্যৌঃ' (শত° ব্রা° ৬।৪।১।৯)। শক্তিরূপিণী সূর্য তথা রুদ্র-দেবতা আকাশরূপ সমুদ্র থেকে উদিত হতেন এ ধরণের কল্পনাও প্রচলিত ছিল। এই আকাশরূপ সমুদ্রকেও শিব বলা হয়েছে।[৩৩]

৩৩। *Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus*, Vol. II, পৃ° ১০৯

শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেছেন: প্রকৃতপক্ষে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সময়ে বেদের রুদ্র শিব তথা মহাদেবের কৌলিন্য লাভ করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আবার দুর্গা, মহাদেব, কার্তিক, গণেশ ও নন্দীর উল্লেখ আছে। এই সময়ে উমা, অম্বিকা ও দুর্গা এই তিনজন দেবতা একই দেবী ব'লে গণ্য হন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৭) 'কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে কন্যা-কুমারীং ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ' এই গায়ত্রীমন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গি ও দুর্গা এক ও অভিন্ন। ভাষ্যকার সায়ন তাঁর ভাষ্যে 'কন্যাকুমারী দুর্গা' বলতে কাত্যায়নী-দুর্গার আরাধনার কথাই বলেছেন।

উপনিষদেও দেবী দুর্গার উল্লেখ আছে তবে নাম ও রূপ নিয়ে মতভেদও যথেষ্ট দেখা যায়। অধ্যাপক জেকবী বলেছেন: এ ধরণের স্ত্রীদেবতাদের পূজা ও উপাসনা পরিশেষে দেবী দুর্গার সঙ্গে সব এক হ'য়ে গিয়েছিল। বৈদিক যুগের প্রায় শেষের দিকে এই স্ত্রীদেবতারা সমাজে বেশ একটু প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

এঁদের সকলের নাম বৈদিক সাহিত্যে ও বিশেষ ক'রে পরবর্তী সাহিত্যগুলিতে পাওয়া যায়।[৩৪] কিন্তু অধ্যাপক জেকবীর এ সিদ্ধান্তকে হুবহু মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ তাঁর 'about the end of the Vedic period' এই অনুমান কতটুকু সমীচীন তা বিচার্য। 'Vedic period' বা বৈদিক যুগ বল্‌তে আমরা ঋগ্বৈদিক যুগকেই বুঝি। ঋগ্বেদে ঠিক বর্তমান কালের মতো দুর্গামূর্তির উল্লেখ না থাকলেও অগ্নি অথবা অগ্নিশিখারূপিণী দুর্গার উল্লেখ আছে। মিঃ ডাউসন (Dowson) তাঁর *Classical Dictionary of Hindu Mythology*-তে শিবের সহধর্মিণী ব'লে দুর্গাদেবীর বিচিত্র পরিচিতি-স্বরূপে উমা, গৌরী, পার্বতী, চণ্ডী, চামুণ্ডা, কালী, কপালিনী, ভবানী, বিজয়া প্রভৃতি নামেরও উল্লেখ করেছেন। হপ্‌কিন্সও শ্রীদুর্গাকে উমার সমপর্যায়িক ক'রে দেবীর শৈলসুতা, পার্বতী, রুদ্রাণী, গিরিপুত্রী, গিরিরাজপুত্রী, শৈলরাজপুত্রী, নগরাজপুত্রী, গিরিজা,

৩৪। *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. V, (1912), পৃ° ১১৭

শৈলপুত্রী, নগকন্যা, গিরিশা, পর্বতরাজকন্যা প্রভৃতি নামের উল্লেখ করেছেন আর উমার পতি হিসাবে শিবের নামও উল্লেখ করেছেন উমাধব, উমাপতি, উমাসহায় প্রভৃতি ব'লে।[৩৫] অপার্ট (Oppert) এই 'উমা' শব্দকে 'আম্মা' শব্দ থেকে ধার করা হয়েছে ব'লে মন্তব্য করেছেন।[৩৬] তবে এ মন্তব্য কিন্তু বিচিত্র নয়। কারণ আম্মা ও মা একই পর্যায়ভুক্ত। জগজ্জননী হিসাবে উমারূপী দুর্গাকে 'মা' ব'লেই ভারতবাসী হিন্দুরা শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্বোধন করেন। টমাস ইন্‌ম্যানের (Thomas Inman) মতে 'আম্মা' শব্দটি 'মা' তথা শিশুক্রোড়ে জননীর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বলেছেন: '*Ammah* or *Ummah*, 'Mother' (in Assyrian) and Josh XIX.30, in Chaldaea she was represented with a Child in her arms, and was the same as

৩৫। *Epic Mythology*, পৃ° ২২৪

৩৬। *Original Inhabitants of India*, পৃ° ৪২১

Ishtar.'[৩৭] হপ্‌কিন্সও উল্লেখ করেছেন: 'It is interesting to note that Ellamma in modern mythology becomes the mother of trimurtti.' তিনি আরো বলেছেন: 'All those forms of Uma (Amma, the great mother-goddess) go back to the primitive and universal cult of the mother goddess in popular mythology appears as Kalamma and a Ilamma, that is as destructive or as kind.'[৩৮]

অধ্যাপক জেকবী উল্লেখ করেছেন: বাজসনেয়ী সংহিতায় এই উমারূপী মা অর্থাৎ অম্বিকা আবার রুদ্রের ভগ্নী ব'লে কল্পিত হয়েছেন, কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ উমা বা অম্বিকা সেখানে রুদ্রের পত্নী। ঐ আরণ্যকেই দুর্গাদেবীকে 'বৈরচনী' নাম দিয়ে সূর্য বা অগ্নির কন্যাও বলা হয়েছে। তাছাড়া অগ্নির উদ্দেশ্যে যেখানে

৩৭। *Ancient Faiths Embodied in Ancient Names* (1861), Vol. I, পৃ° ১৬৪

৩৮। *Epic Mythology*, পৃ° ২২৬

১০।১।৭ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়েছে সেখানে দুর্গী (কাত্যায়নী) ও কন্যাকুমারী নামের উল্লেখ আছে।[৩৯] শুধু তাই নয়, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১৮) রুদ্রকে উমাপতিও বলা হয়েছে। পণ্ডিত বেবর (Weber) পুনরায় বলেছেন: দুর্গাদেবী ও সরস্বতীর ভেতর একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল, কেননা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।২৬।৩০) বরদা, মহাদেবী ও সন্ধ্যাবিদ্যা প্রভৃতি নাম সরস্বতীর উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই নামগুলি

৩৯। 'Ambika is called Rudra's sister in the *Vajasaneya Samhita*, but in *Taittiriya Aranyaka* X. 18, she has already become the spouse of Rudra, just as in the later times. In the same work, X. I (p. 788 of the Bible, India ed. Cal, 1864-72), we find an invocation of Durga Devi, who is there Vairochini, daughter of the Sun or Fire; and in X. 1. 7 among verses addressed to Agni we meet with two more names of Durga (here called Durgi), viz. Katyayani, * * and Kanyakumari.'—*Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol V, (1912), পৃ° ২১৭

আবার শিবপত্নী দুর্গার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে।[৪০] পণ্ডিত জেকবীর মতে: দুর্গাকে যেমন হিমগিরিপত্নী বলা হয় তেমনি রামায়ণ ও পুরাণগুলির কোন কোন জায়গায় গঙ্গাদেবীর কনিষ্ঠা ভগ্নীও বলা হয়েছে। হরিবংশে দুর্গাকে আবার 'অর্পণা' নামে অভিহিত ক'রে হিমবতের জ্যেষ্ঠা কন্যা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই অর্পণা নাম্নী দুর্গাদেবীর দু'জন ভগ্নী ছিলেন: একজন একপর্ণা ও জৈগিসব্যের পত্নী এবং আর একজন একপটল ও অসিত-দেবলের পত্নী। হরিবংশে দুর্গাকে বিষ্ণুর ও ইন্দ্রের ভগ্নী এবং কোন কোন জায়গায় নারায়ণের পত্নীও বলা হয়েছে যদিও দুর্গার নাম সেখানে কৌশিকী।

দেবী দুর্গার আর এক নাম গৌরী। পণ্ডিত হপ্‌কিন্স্ বলেছেন: পুরাণে গৌরীকে অনেক জায়গায় বরুণের সহধর্মিণী ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গৌরীই অম্বিকা। গৌরীকে কোন

৪০। Muir: *Sanskrit Texts* (1858—72), পৃ° ৪২৮

কোন পুরাণে বাসুদেবের ভগ্নী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই গৌরীই ভদ্রকালী, মহাকালী, মহেশ্বরী ও শ্রীদুর্গা। শিব পার্বতী ও ভূতদের সঙ্গে বিচরণ করতেন ব'লে শিবকে 'গৌর'-ও বলা হত। গৌর শিবের পত্নী হিসাবে পার্বতীর নাম গৌরী এ মতবাদ অনেক পণ্ডিত আবার পোষণ করেন।

মনীষী ষ্টেন কোনো (Sten Konow) দুর্গাদেবী সম্বন্ধে বলেছেন যে 'we can, in Kali and Kali's worship, find some traces which point to the existence of an old, not only Aryan, but Indo-European goddess, whose worship is continued in an unbroken line in the Durgapuja of the present day.'[৪১] অবশ্য কালী এবং দেবী দুর্গাও বিষ্ণুর মতো অগ্নি তথা যজ্ঞাগ্নি থেকে বিকাশ লাভ করেছেন। হপ্‌কিন্স তাঁর *Epic Mythology*-তে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময়ে

৪১। Cf. *An European Parallel to Durgapuja* in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, Nos. XXI (1925), পৃ ২১৫

বলেছেন : শ্রীদুর্গা যাঁকে আমরা জাতবেদসী ও কালী বলি তিনি আসলে অগ্নিশিখা। ভদ্রকালীরূপিণী দুর্গার আর এক নাম মহাকালী, কিন্তু অন্যত্র তিনি পার্বতী অথবা দেবী। পুনশ্চর্যার্ণবে (পৃ° ৭২৮) কালী কলারূপিণী এবং মহাকালের সঙ্গিনী। মুণ্ডক উপনিষদে (১।২।৪) কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচি এই সাতটি অগ্নির শিখা অথবা জিহ্বার উল্লেখ আছে। এই অগ্নিজিহ্বাই পরে দেবতার রূপ ধারণ করেছে। বৈকাশিক ইতিহাসেও দেখা যায়, প্রথমে সূর্য, পরে অগ্নি ও পরিশেষে যজ্ঞাগ্নি থেকে নাম-রূপবিশিষ্ট দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছিল।

বৃহদ্দেবতা বেদেরই ব্যাখ্যা তথা ভাষ্য। বৃহদ্দেবতায় অদিতি, বাক্, সরস্বতী ও দুর্গাদেবী এঁদের পরস্পরের অভিন্নতা দেখানো হয়েছে। স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন : আমরা যে দুর্গাকে এখন পূজা করি তিনি সিংহ-বাহন অথবা সিংহ-আসনের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। বাগদেবীও সিংহাকৃতি। সিংহাকৃতি বাক্ ও সিংহবাহিনী দুর্গা উভয়েই যে এক একথা

বৃহদ্দেবতায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে বাক্‌কে ইড়া, ইলা, স্বাহা প্রভৃতি নামে এবং পরবর্তীকালে 'সরস্বতী' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

অধিকাংশ পণ্ডিতেরা দেবী দুর্গার অস্তিত্ব নিয়ে মহাভারতের 'মহিষাসুরমর্দিনী'-দুর্গাস্তোত্রের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। কিন্তু তাই ব'লে মহাভারতে 'তারিণী' শব্দ ও মহানির্বাণতন্ত্রের 'তারা' শব্দ ঠিক একই দেবতার উদ্দেশে ব্যবহার করা হয়নি। শ্রদ্ধেয় হীরানন্দ শাস্ত্রীও এসম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: 'It is very doubtful if the Tarini of the *Mahabharata* is identical with the Tara of the Tantra.'[8২] প্রকৃতপক্ষে তারাদেবীর সাধনা হিন্দুতন্ত্রমতে তান্ত্রিক সাধনার দ্বিতীয় স্তর। দক্ষিণাকালিকার সাধনায় সিদ্ধ সাধক ক্রমদীক্ষা অনুসারে দ্বিতীয় পরমভট্টারিকা তারাদেবীর মন্ত্র ও সাধনায় দীক্ষিত হন। কাজেই তারা অথবা তারাদেবী এই নাম অথবা শব্দ থাক্‌লেই

8২। *The Origin and Cult of Tara*, পৃ° ৬

যে তিনি বৌদ্ধতারা হবেন এমন কোন সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। সে হিসাবে সরস্বতীদেবীও তাহ'লে ভদ্রকালী, কেননা সরস্বতীর প্রণামমন্ত্রেই বলা হয়েছে : 'সরস্বত্যৈঃ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈঃ নমো নমঃ।' নীলসরস্বতীও তারাদেবীর নাম ও রূপান্তর। তন্ত্রে যে তারাকে পার্বতী তথা কালীর একটি রূপভেদ বলা হয়েছে একথাও ঠিক; কারণ মহানির্বাণতন্ত্রের চতুর্থ উল্লাসে আছে,

> 'ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শা ভুবনেশ্বরী।
> ধুমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
> ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
> সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়োতনুঃ॥'

এই মহাবিদ্যাবাদ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় হীরানন্দ শাস্ত্রী তাঁর *Origin and Cult of Tara* বইটিতে বিশদ-ভাবে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক ভিণ্টারনিটস্ (Prof. M. Winternitz), মিঃ উৎজিকর (Mr. Utgikar), পণ্ডিত হপ্‌কিন্স্ (E. W. Hopkins) প্রভৃতি মনীষীরাও এই মহাবিদ্যাতত্ত্বের আলোচনাকে বাদ দেন নি।

কেনোপনিষদে উমা হৈমবতীর কথা যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে উমা প্রকৃতপক্ষে পার্বতী দুর্গা কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেনোপনিষদে আছে: 'স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্‌যক্ষমিতি।'[৪৩] এখানে হিমবতের কন্যা হৈমবতী এরকম উল্লেখ থাক্‌লেও অনেকের অভিমত যে, ইনি ঠিক শিবপত্নী দেবীদুর্গা কি-না তার কোন নির্দিষ্ট ইঙ্গিত নেই। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ও এ প্রসঙ্গে বলেছেন: 'The Uma-Haimavati of the Talavakara or Kenopanisada is not identical with the Uma of the Kumerasambhava of Kalidas or that of the Puranas.'[৪৪] অবশ্য শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীজী কুমারসম্ভবে তপক্লিষ্টা উমার রূপের সঙ্গে উমা-হৈমবতীর সাদৃশ্য না পাওয়াতেই বোধ হয় এরকম মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া ব্রহ্মবৈবর্ত অথবা

৪৩। কেনোপনিষৎ ৩।২৫

৪৪। *The Origin and Cult of Tara*, প° ৫

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে বর্ণিত শ্রীদুর্গার সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত দুর্গারও ঠিক মিল পাওয়া যায় না। শুধু শ্রীদুর্গা কেন, অন্যান্য দেব-দেবীর পক্ষেও তাই একথা শাস্ত্রীজীও উল্লেখ করেছেন। তবে চণ্ডীতে যেখানে 'গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্' কথাগুলি দেবীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে সেখানে দেবী দুর্গাকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে ব'লে মনে হয়। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীজী এসম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন : 'The only reasonable explanation seems to be that the development was gradual.' এ ছাড়া 'দেবী মহিষমর্দিনী' এ শব্দ মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে প্রথম পাওয়া যায়। পার্জিটার সাহেব (Pargiter) দেবীমাহাত্ম্যের সময় নির্ধারণ করেছেন ছয় কিম্বা পাঁচ খৃষ্টাব্দে ('6th or perhaps 5th century A. D.')। সেখানে দেবী চণ্ডিকা শুম্ভ ও নিশুম্ভকে দুর্জয় সংগ্রামে পরাজিত করতে উদ্যত। অনেকে এই চণ্ডী বা চণ্ডিকাকে দেবী দুর্গা ব'লে স্বীকার করতে অসম্মত। কিন্তু দেবী চণ্ডিকা সেখানে

একদিকে অম্বিকা ও চামুণ্ডা এবং অপরদিকে কালীরূপেই প্রকাশিতা। প্রকৃতপক্ষে কালী ও দুর্গা সেখানে ভিন্ন নয়। পণ্ডিত জেকবীর অভিমতও তাই। তিনিও স্বীকার করেছেন: 'In the story of her victory over Sumbha and Nisumbha, * * Chandika (here identified with Ambika and Chamunda) as well as Kali is said to be an emanation from Durga, * * .' পণ্ডিত ফ্লিট্ (Mr. Fleet) আবার নাগার্জুন-গুহা ভাস্কর্যে মহিষমর্দিনীরূপিণী শ্রীদুর্গার মূর্তিটিকেও পর্যবেক্ষণ করতে ছাড়েন নি।

শাঙ্খ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রে (২।:৫।:৪) দেখা যায়, শ্রীদুর্গার 'ভদ্রকালী' নামের উল্লেখ আছে। হীরানন্দ শাস্ত্রী মহাশয় এই ভদ্রকালীকে শ্রীদুর্গার রূপ ব'লে স্বীকার করেন নি। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীজী বলেন: শাঙ্খ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রোক্ত ভদ্রকালী তন্ত্রকথিত মহাবিদ্যার আদ্যা অর্থাৎ কালীদেবতা থেকে ভিন্ন।[৪৫] রায়

৪৫। Vide *The Origin and Cult of Tara*.

বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ দেবী দুর্গাকে মহাভারতের ভেতরেই যথার্থভাবে বিকশিত দেখেছেন। তিনি বলেছেন : 'The Devi is first revealed in her true character in two hymns of the epic *Mahabharat.*' তিনি সেখানে দেখিয়েছেন : দেবীকে একদিকে যেমন বলা হয়েছে সিদ্ধসেনী, মন্দারবাসিনী, কুমারী, কালী, কপালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, চণ্ডী, চণ্ডা, তারিণী, করালী, বিজয়া, জয়া, কৌশিকী, উমা, শাকম্ভরী, দুর্গা, স্বাহা, স্বধা, সরস্বতী, সাবিত্রী, মহাদেবী, মোহিনী, হ্রী, শ্রী ও সন্ধ্যা, অপরদিকে তেমনি বলা হয়েছে যশোদাজা, নারায়ণী, মহিষমর্দিনী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি।[৪৬] মহাভারতে দুটী স্তোত্রের ভেতর দেবীর উল্লেখ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। রায় বাহাদুর চন্দের এই অভিমত অধ্যাপক উৎজিকর আবার সমর্থন করেন নি। অধ্যাপক ভিণ্টারনিটস্ এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সময় অধ্যাপক উৎজিকরের যে অভিমত উল্লেখ করেছেন

৪৬। Cf. *The Indo-Aryan Races*, পৃ° ১২৪ এবং হপ্‌কিন্স : *Epic Mythology*, পৃ° ২২৪ দ্র°

শ্রদ্ধেয় হীরানন্দ শাস্ত্রী মহাশয় তাই উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন : 'Mr. Utgikar as has been pointed out by Prof. M. Winternitz, has found that the best manuscripts of the Virataparvan do not contain the *Durga-stotra* at all.' শাস্ত্রী মহাশয়ও তাই বল্‌তে চান যে, মহাভারতের বিরাটপর্বে যে দুর্গাস্তোত্রের উল্লেখ আছে তা সম্পূর্ণ পরবর্তী যুগে যোগ করা অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত—'consquently it has to be treated as a later addition.' [৪৭]

প্রকৃতপক্ষে বল্‌তে গেলে দেবী দুর্গার পূজা রামায়ণ, মহাভারত অথবা ব্রাহ্মণ-সংহিতার যুগেই যে কেবল প্রচলিত ছিল তা নয়, বৈদিক কাল থেকেই দেবীপূজার আয়োজন হ'য়ে আসছে,—তবে নাম, রূপ ও বিকাশের অবশ্য তারতম্য আছে। বর্তমানে অনেকের অভিমত যে, বৈদিক (তথা পৌরাণিকও) অশ্বমেধ-যজ্ঞই ছদ্মবেশে দুর্গাপূজারূপে প্রচলিত

৪৭। Vide *The Origin and Cult of Tara*, পৃ° ৪

রয়েছে। এ অভিমত অথবা সিদ্ধান্তের পেছনে ঐতিহাসিক সত্যও আছে। বৈদিককালে অশ্বমেধ যজ্ঞ চৈত্রমাসে চিত্রানক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হত। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৯।৪।২।১৮) দেখা যায়, অশ্বমেধের অশ্বকে সূর্য ও অগ্নি বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (১।২।৭) বলা হয়েছে : 'এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ। * * এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি, তস্য সংবৎসরস্য আত্মা ; অয়মগ্নিরর্কঃ, তস্যেমে লোকো আত্মনঃ। তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ।'[৪৮] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (৩।৮।১) অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান যে চিত্রা নক্ষত্রে হত তার উল্লেখ আছে। চিত্রা নক্ষত্র চৈত্র মাসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বামী শংকরানন্দও বলেছেন : যজুর্বেদে যে অশ্বমেধ-যজ্ঞের উল্লেখ আছে তা ফাল্গুণ অথবা চৈত্র মাসেই অনুষ্ঠিত হত। দুর্গাপূজাকেও আমরা এক নতুন ধরণের অশ্বমেধ ব'লে মনে করতে পারি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।৯।১৯।১ ; ৩।৯।১৯।২-৩) আবার বার রকমের অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। সম্ভবত

৪৮। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।২।৭

প্রতি মাসেই এক একটি অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করা হত। অশ্বমেধের ব্যাখ্যা ভাষ্যকার উবট, মহীধর ও যাস্ক এঁরা সকলেই বিকৃত করেছেন ব'লে মনে হয়। অশ্বমেধের অনুষ্ঠান তিন দিন ধ'রে হত। স্বামী শংকরানন্দ অনুমান করেন: —বৈদিক কালের অশ্বমেধ-যজ্ঞ যে তিন দিনে সম্পন্ন হত তারই চিহ্নরূপে তিনমাথাওয়ালা একশৃঙ্গী (Unicorn) মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গেছে। একশৃঙ্গী সূর্যের প্রতীক, কাজেই একশৃঙ্গীর তিন মাথা সূর্যের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং এই তিন কাল তথা বিকাশের চিহ্নমাত্র। তিনি বলেছেন: 'Here the Unicorn represents the solar deity in the three days of performance of the Asvamedha sacrifice. It is most probable that the Asva of the Veda and the Unicorn of Mohenjo-daro were identlical.'[৪৯]

৪৯। Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus (1946), Vol. I, পৃ° ৯৩

অশ্বমেধের অনুরূপ অনুষ্ঠান পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছিল এবং এখনো আছে। ইজিপ্টে এ ধরণের অনুষ্ঠানের নাম 'এপিস্ বুল্' (Apis Bull)। খৃষ্টানসমাজে ডায়োনিসাসের (Dionysos) উদ্দেশে যে উৎসব হত তাও অশ্বমেধ ও শারদোৎসবের মতো তিন দিন ধ'রে অনুষ্ঠিত হত। ডায়োনিসাস অমৃতের দেবতা (Wine-god)। বৈদিক সোম-লতার সঙ্গে ডায়োনিসাসের তুলনা করা যেতে পারে। শ্রদ্ধেয় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীও তাই লিখেছেন: 'In the Dionisiac myth as well as in the case of our Vedic *Soma*, the God is identified with the plant.'[৫০] ইলিউসিনিয়ান্ গুপ্ত সাধনায় (Eleusinian Mystery) এই ডায়োনিসাস দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠান (Dionysiac miracle) প্রতি বছরের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পালন করা হত। ব্যাকাস্ও (Bacchus) অমৃতের দেবতা। এই

৫০। In Search of Jesus Christ (1927), পৃ° ৩২২

ব্যাকাসের উদ্দেশেও উৎসবের অনুষ্ঠান হত। ডায়োনিসাস দেবতাকে উপলক্ষ্য ক'রে পরবর্তীকালে একবার শীতকালে ও আর একবার বসন্তকালে উৎসবের অনুষ্ঠান করা হত। এই উৎসব দুটির ভেতর একটির নাম খৃষ্টমাস (Christmas) বা যীশুখৃষ্টের জন্মদিনোৎসব এবং অপরটির নাম ইষ্টার (Easter) যাকে ইস্তারাদেবীর স্মরণে অনুষ্ঠিত বলা হয়। এদুটি আসলে যীশুখৃষ্টের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত উৎসব (Jesus-festivals)। শ্রদ্ধেয় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন: 'It was Dionysos only who had his festivals, curiously enough—it is an exceptional phenomena—both in winter and spring, and we have got Christmas and Easter as Jesus-festivals. The spring festivities of Dionysos were associated with the dead and were to be continued for three days as required for their coming to the world and passing away to the

other side.'[৫১] এই ডায়োনিসাস্ দেবতার উদ্দেশে উৎসবও বসন্তোৎসব বাসন্তী ও শারদীয়া দুর্গাপূজার অনুরূপ। অশ্বমেধও তাই। এছাড়া রায় বাহাদুর চন্দ উল্লেখ করেছেন: গ্রীকদের দেবী ডিমিটার-ক্লোয়ের পূজানুষ্ঠানও শারদীয়া পূজার মতো। তিনি পণ্ডিত ফার্নেলের (Mr. Farnell) অভিমত তুলে এটিকার (Attica) উৎসবকে বাসন্তীপূজার সমান বলেছেন। তিনি লিখেছেন: 'The Saradiya-puja or the autumnal worship of Durga is analogous to the service of the Greek goddess of Demeter Chloe that took place on the sixth of Thargelian.' স্বামী শংকরানন্দও বৈদিক অশ্বমেধকে বর্ত্তমানের বাসন্তী দুর্গোৎসব বলেছেন। তিনি বলেছেন: সম্ভবতঃ অশ্বমেধ-যজ্ঞ এখন বাসন্তী দুর্গোৎসবের আকারে প্রচলিত রয়েছে। বেশ চল্‌তি প্রবাদও যে, বর্ত্তমানের দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধযজ্ঞ।

৫১। ঐ, পৃ° ৩২৩

অমাবস্যার আটদিন পরে অথবা ফাল্গুনী অষ্টমীতে, কিম্বা অমাবস্যার আটদিন পরে যে চৈত্রমাসে বাসন্তী দুর্গাপূজা হয় সেই দিনকে উপবাস ও নিশা-জাগরণের দিন ব'লে সাধারণে গণ্য করে।[৫২]

শরৎকালে শ্রীদুর্গার পূজা শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধনকে অনুসরণ ক'রে হয়। শ্রীমতী শ্রুতিদেবী লিখেছেন : 'সুরথ রাজা বসন্তকালে দেবীর আরাধনা করেছিলেন রামচন্দ্রেরও বহু সহস্র পূর্বে। রামচন্দ্রের সময় হ'তে বৈশাখ মাস বৎসরের প্রথম মাস ব'লে গণ্য হল। সুরথ রাজার সময়ে বর্ষের প্রথম মাস ছিল অগ্রহায়ণ; তখন সূর্য অবস্থিত ছিলেন কন্যা ও তুলারাশির সংযোগস্থলে চিত্রা নক্ষত্রে। রামচন্দ্রের সময়ে সূর্য অবস্থিত ছিল রেবতী নক্ষত্রে। সুতরাং এই বাসন্তীপূজার প্রচলনের বহু সহস্র বা বহু লক্ষ বর্ষ পরে এই শারদোৎসবের সূচনা।'[৫৩] শুধু তাই নয়, তিনি আরও লিখেছেন : 'বৈদিক

৫২। Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus, Vol. II, পৃ° ২৮

৫৩। 'শারদোৎসব ও শারদীয়াতত্ত্ব' প্রবন্ধ 'দেহ ও মন' পত্রিকা, পৃ° ২০১

গ্রন্থের আলোচনায় দেখা যায়, আর্যযুগে মাঘোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি আরো কয়েকটি উৎসব প্রচলিত ছিল যাদের সূচনা বাসন্তীপূজার বা শারদীয়া-পূজারও বহু পূর্বে। এদের পূর্বে প্রচলিত ছিল নবগ্রহপূজা। তার পূর্বে প্রচলিত ছিল সূর্য বা সবিতার পূজা। সূর্যপূজার পূর্বে আমরা বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখ্‌তে পাই। আবার বাজপেয়াদির বহুপূর্বে দেখ্‌তে পাই অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, শ্রৌতমণি-যজ্ঞাদির প্রচলন। অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞে 'সোম'-যাগাদি সম্পন্ন হত। শতপথব্রাহ্মণে এ বিষয়ের বিশেষ বর্ণনা আছে। * * ভারতীয় পূজা, আচার ও যজ্ঞোৎসবাদির আলোচনা করলে বুঝা যায় যে, সূর্যপূজা ক্রমশঃ নবগ্রহপূজায় পরিণত হয় এবং এই নবগ্রহপূজা সুরথ রাজার সময় বাসন্তীপূজায় পরিণত বা রূপান্তরিত হয়।'[৫৪]

বর্ত্তমানে চৈত্রমাসে বসন্ত-ঋতুতে বাসন্তী-দুর্গা ও

৫৪। 'শারদোৎসব ও শারদীয়াতত্ত্ব' প্রবন্ধ 'দেহ ও মন' পত্রিকা, পৃ° ২০১

আশ্বিন বা কার্তিক মাসে শরৎঋতুতে শারদীয়া দুর্গা। এই উভয় পূজা হিন্দুসমাজে অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। তবে শারদীয়া দুর্গাপূজা বর্তমান সমাজে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠান শরৎকালে কেন করা হয় অথবা প্রাচীন কাল থেকে কেন শরৎকালে পূজার আয়োজন হ'য়ে আসছে তার কারণ সম্বন্ধে স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁর 'দেবী দুর্গা' প্রবন্ধে বলেছেন: দুর্গাপূজাই পবিত্র শারদোৎসব। বৈদিক যুগ থেকে এ উৎসব চলে আসছে। বৈদিক যুগে 'ইষ' বল্‌তে আশ্বিন মাস বোঝাত আর 'উর্জ' অর্থে কার্তিক মাস। বৈদিক ঋষিরা শরৎ ঋতু বল্‌তে এই 'ইষ' ও 'উর্জ' তথা আশ্বিন ও কার্তিক মাসকে বুঝ্‌তেন। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১৪।১৬) আছে: 'ইষশ্চোর্জশ্চ-শারদাবৃতু'। তৈত্তিরীয়সংহিতা (৪।৪।১১।১), মৈত্রায়ণী-সংহিতা (২।৮।১২, ১১৬।৯), কাঠক-সংহিতা (১৭।১০, ৩৫।৯) ও শতপথব্রাহ্মণ (৮।৩।২।৬) প্রভৃতিতে এর উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতা (২১।২৬), মৈত্রিয়াণী-সংহিতা (৩।১[illegible]৩; ১৫৯।৭), তৈত্তিরীয়-

ব্রাহ্মণ (২৬।১৯।২) প্রভৃতিতে 'শারদেন ঋতুনা দেবাঃ', অর্থাৎ শরৎকালই দেবতাদের অর্চনা করা প্রশস্ত। তিনি আরো বলেছেন: শারদীয়া দুর্গাপূজা যে বৈদিক তার প্রমাণ একাষ্টকারূপ বৈদিক অনুষ্ঠান। "বেদে একটা বৃহৎ শারদীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপার আছে, তার নাম একাষ্টকা। একাষ্টকা সংবৎসরের পত্নী। সংবৎসর ও একাষ্টকা সেই রাত্রে একত্র বাস করেন— 'এষা বৈ সংবৎসরস্য পত্নী যদ্ একাষ্টকা এতস্যাং বা এতাং রাত্রি বসতি।' অম্বিকা দেবীর নাম কাত্যায়নী ও দুর্গা। অম্বিকা বল্‌তে শরৎঋতুও বোঝায়। শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (১।৬।১০।৪) থেকে এর প্রমাণ উদ্ধার ক'রে বলেছেন:

> 'এষ তে রুদ্রভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়েত্যাহ।
> শারদা তস্যাম্বিকা স্বসা, যো বা এষ হিনস্তি
> যং হিনস্তি তয়ৈবেনং সময়তি।'

কাজেই শরৎঋতুর পূজা করার অর্থই দেবী অম্বিকার পূজা করা আর এজন্যে শরৎকাল শারদীয়া দুর্গা-পূজার প্রশস্ত কাল।

(দুই)

সূর্য বা মিত্রই যে ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে কালে শুধু দেবী দুর্গা কেন—সমস্ত দেবদেবীতে পরিণত হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মিত্রধর্ম (Mithraism) ও মিত্রপূজার জন্মভূমি ভারতবর্ষ। লুইস্. জি. জেনস্ (Lewis. G. Janes) তাঁর *A Study of Primitive Christianity* ও ফ্রাঞ্জ ক্যুম্ঁ (Franz Cumount) তাঁর *The Mysteries of Mithra* বইয়ে এবং রবার্টসন, ড্রুজ্, কনিবিয়র, হুইটেকার, ম্যাক্‌কাব, কেলেট্ প্রভৃতি মনীষীগণও সকলে স্বীকার করেছেন: মিত্র তথা সূর্যপূজা ভারতবর্ষ থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মিঃ জিন্. রিভিলি (M. Jean Reville) ও ফ্রাঞ্জ ক্যুম্ঁ (Franz Comount) সূর্য তথা মিত্রপূজাকে এসিয়ার মাটিতে জন্মেছে বলেছেন। মনীষী ক্যুম্ঁ উল্লেখ করেছেন: 'All the originalities that characterized the Mithraic cult of the Romans unquestionably go back to

Asiatic origins, * *.'[৫৫] মিঃ কেলেটও (E. E. Kellett) মনীষী হার্ণাকের কথা উল্লেখ ক'রে স্বীকার করেছেন: 'Both Mithraism and Christianity, as Harnack says, were Oriental in origin, * *.'[৫৬] স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত সম্রাট অশোকের অনুশাসন থেকে জানা যায়, অশোক পৃথিবীর সমস্ত দেশে বৌদ্ধ প্রচারকদের পাঠিয়েছিলেন, আর সাইবেরিয়া থেকে সিলোন, চীনদেশ থেকে ইজিপ্ট, সিরিয়া, পালেস্তাইন প্রভৃতি দেশে তাই ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা ও ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়া হয়েছিল তখন বিশ্ব-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল।[৫৭] ভারতের মিত্রপূজা সুতরাং কৃষ্টি-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত জাতির ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

৫৫। *The Mysteries of Mithra*, পৃ° ৩০

৫৬। *A Short History of Religions* (1933), পৃ° ২৬৪

৫৭। স্বামী অভেদানন্দ: *India and Her People*, পৃ° ২২৬; ম্যাক্‌কাব: *Modern Rationalism*, এবং স্যার ওয়ালিস্‌ বাজ: *Baralam and Yewasef.*

গ্রীকদের হেলিওস্ (Helios), রোমবাসীদের সোল্ (Sol), পারসিকদের মিত্র বা মিত্থু (Mithras or Mithu), কালাদিয়াবাসীদের ব্যাল্ বা বেল্ (Bael or Bel), কানানাইটদের মোলক (Moloch), ইজিপ্টবাসীদের রা, ওসাইরিস্, হোরাস্ বা থা (Ra, Osiris, Horus or Pthah) সকলে এক সূর্য তথা মিত্রদেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ। ভারতবর্ষে এক সূর্যের নাম সময়ভেদে যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন প্রাতঃসূর্য, মধ্যাহ্ন-সূর্য ও সায়ংসূর্য এবং রাত্রির সূর্য। রাত্রির সূর্যের নাম অগ্নি। অপরাপর দেশেও তাই; যেমন ইজিপ্টে প্রাতঃকালীন উদীয়মান সূর্যের নাম হোরাস্, মধ্যাহ্ন-সূর্যের নাম 'রা', পশ্চিম গগণের বা সায়ংসূর্যের নাম 'তুম্' (Tum) এবং রাত্রিকালের সূর্যের নাম আমুন্ (Amun)। এ্যাপোলো, তামুজ, বাকাস্, ডাইওনিসাস, হার্মেস্, হারকিউলেস্, ডিমিটার, পোসিডোন, জুপিটার, এডোনিস, এটিস, ওসাইরিস্, আইসিস্, সিবিলি, ফ্রিজিয়া বা ফ্রিগা, এনাইটিস বা টানাট, মিলিত্তা এঁরা সকলে সৌর দেবদেবী। খৃষ্টানদের খৃষ্টমাস (Christmas) ও ইষ্টার,

বাবিলোন ও নেপল্‌সের মিড্‌সামার-ইভ, স্পেন ও সিসিলির সেণ্ট্‌ জেমস্‌-ইভ্‌, তা ছাড়া মে-পোল্‌ ও মে-ডে এবং ভারতীয় ইতু, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, বসন্তোৎসবরূপে হোলি, পৌষ-পার্বণ, দেওয়ালী, রালদুর্গাব্রত, দশেরা প্রভৃতি ধর্মোৎসব সৌর উৎসব ব'লে পরিচিত। অগ্রহায়ণ মাসে ইতুপূজা যে নিছক সূর্যপূজা তা মিত্র > মিতু > ইতু শব্দ থেকে বোঝা যায়। শ্রদ্ধেয় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেছেন: মিত্রপূজার উৎপত্তি বৈদিক সূর্য-দেবতা মিত্র থেকে হয়েছে। ভারতবর্ষে মিত্রদেবতার আর এক নাম বিষ্ণু—যাঁর প্রভাব এখনো হিন্দুসমাজে খুব বেশীই বল্‌তে হবে। ভারতে ও বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে ইতুপূজা নাম দিয়ে মিত্রদেবতার পূজা এখনো প্রচলিত রয়েছে। ইতু শব্দ এসেছে মিত্র তথা মিতু শব্দ থেকে। এই ইতুপূজা অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ডিসেম্বার মাসে হয়।[৫৮] অধ্যাপক অতুল-কুমার সুরও দুর্গাপূজার উৎপত্তির কথা বল্‌তে গিয়ে

৫৮। *In Search of Jesus Christ* (1927), পৃ° ৩৪৪

ইতু তথা সূর্যপূজার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: '*Itu*-puja * * revealing the connection of the Sun-worship with the forces of Vegetation and the *Ral-durgavrata* of the later people—revealing the connection of the cult—are instances of this.'[৫৯] দেবদেবীদের ধারণা অথবা তাঁদের বাস্তব মূর্তি মানুষের সমাজে রূপায়িত হবার আগে সূর্য তথা মিত্রই ছিল একমাত্র দেবতা যিনি বিশ্ব-চরাচরের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সাধন করতেন। ইজিপ্টে একেশ্বরবাদের উৎপত্তির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডাঃ জেমস্‌ও (E. O. James) উল্লেখ করেছেন: 'In the beginning the Sun-god alone existed, having taken his origin as Atum in the primeval watery deep, Nun.'[৬০] অধ্যাপক ব্রেষ্টেডের অভিমতও তাই যদিও

৫৯। Vide *Calcutta Review*, Nov. Dec. 1932.

৬০। Cf. *Comparative Religion* (1938), পৃ° ২০৩

মিত্রপূজার মহিমা তিনি নীল নদের উপত্যকাতেই (Nile Valley) কেবল দেখেছেন।[৬১] তবে এ সম্বন্ধে রবার্টসনের (James M. Robertson) স্বীকারোক্তি কিন্তু আরো সুস্পষ্ট ও প্রামাণিক। তিনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের প্রমাণপঞ্জীর উল্লেখ ক'রে বলেছেন : 'The conception of a Divine Trinity is of unknown antiquity; it flourishes in Hindostan, in the Platonic philosophy, in Egypt, long before Christianity. But the combining process, among other variations, had to take account of the worship of goddesses as well as of gods; and in regions where goddess-worship was deeply rooted it was inevitable that there should occur combinations of sex. This actually took

৬১। Cf. *Religion and Thought in Ancient Egypt*, পৃ: ৯

place in the worship of Mithra. From Herodotus, writing in the fifth century B. C., we learn that in some way the god Mithra was identified with a goddess.'[৬২] হেরোডোটাস দেখিয়েছেন আসিরিয়াবাসীরা যে ভেনাস-মিলিত্তা (Venus-Mylitta) দেবতার উদ্দেশে পূজার উপহার দিত, আরববাসীরা তাকে আলিত্তা (Alitta) ও পারসিকরা সেই দেবতাকে মিত্রদেবতা বল্‌ত। গ্রীসের অধিবাসীরা পর্বতের চূড়ার ওপর জুপিটারের উদ্দেশ্যে বলি উপহার দান করত। এ ছাড়া চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, অগ্নি, জল এবং বাতাসকেও তারা দেবতা ব'লে গণ্য করত। কিন্তু এসব দেবতারা সূর্য তথা মিত্রদেবতার রূপভেদ মাত্র। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করলে জানা যায়, ভারতবর্ষের মতো ভারতেতর সমস্ত দেশে এক সূর্য অথবা মিত্রদেবতা

৬২। Vide *Religious Systems of the World* (1901)-এ প্রকাশিত *Mithraism* প্রবন্ধ, পৃ° ১৯৯

থেকে সমস্ত দেবদেবীর উৎপত্তি হয়েছে। ডাঃ ইন্‌ম্যানও বলেছেন : সূর্যের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ থাকার জন্যে এর বিভিন্ন নামও কল্পনা করা হয়েছে। যেমন বসন্ত-কালের তিনি স্রষ্টা, শস্য যখন পরিপক্ক হয় সেই শরৎ-কালের প্রতিপালক ও শীতঋতুর তিনি বিনাশকর্তা। সূর্য পৃথিবীর ওপর কিরণ বর্ষণ করার জন্যে পুরুষ পদবাচ্য হলেন আর পৃথিবী হলেন নারী। তার পর থেকে এটি প্রবাদে পরিণত হয়েছে যে, সর্বনিয়ামক ঈশ্বর পুরুষ আবার নারীও।[৬৩] বেদ এবং উপনিষদেও এক ঈশ্বর বা আদ্যাশক্তিকে 'তুমি পুরুষ ও নারী দুইই' ব'লে সম্বোধন করা হয়েছে। এই ঈশ্বর বা আদ্যা-শক্তির ধারণা আসলে সর্বশক্তিসম্পন্ন সূর্য তথা মিত্রদেবতা থেকে এসেছে। দেবী দুর্গার রহস্য এবং জন্মকথাও তাই। সূর্য থেকে শ্রীদুর্গার রূপেরও কল্পনা করা হয়েছে। দেবীর 'তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভাং' ও 'জটাজুটসমাযুক্তাং' মহিমময়ী মূর্তি

৬৩। Dr. Thomas Inman : Ancient Faiths embodied in Ancient Names (1868), Vol. 1. পৃ° ৩০

সহস্রাংশুমালী কনকোজ্জ্বল সূর্যদেবতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনেকের মতে রামায়ণে যে শ্লোকগুলি দেখা যায়,

'রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।
* * * যথৈব রামেন হতো
দশাস্যস্তথৈব শত্রুং বিনিপাতয়ামি।'

এগুলির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেকে এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলেন, কারণ বাল্মিকীর রামায়ণে উল্লেখ আছে, রামচন্দ্র নাকি অকালে দেবীপূজা নয়, সূর্যপূজাই করেছিলেন। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ও একথার উল্লেখ ক'রে বলেছেন: 'The legend referred to here connecting the worship of Durga in autumn with Rama's slaying Ravana is unknown to the *Ramayana* of Valmiki. According to the *Ramayana*, VI. 105, Rama worshipped Surya, the sun-god, and not Durga,

at the instance of the sage Agasta, before his last encounter with Ravana which ended in the death of the mighty demon.'[৬৪]

রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ আবার মন্তব্য করেছেন: দেবী দুর্গাকে যে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী (corn-goddess) ব'লেও আগে পূজা করা হত অকাল বোধনের কাহিনীটি তার নিদর্শন। তিনি বলেছেন: The legend, therefore, was evidently invented to explain the transformation of Durga as the vegetation-spirit to the war-goddess and bring her worship in line with epic Brahminism.' রামায়ণে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২।২৪) দুর্গা যে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিত হতেন তার উল্লেখ আছে।[৬৫] মার্কণ্ডেয়-পুরাণে (৯২।৪৩-৪৪)

৬৪। Indo-Aryan Races, পৃ° ১১৮১

৬৫। The Devi' named in a sacred formula (mantra) quoted by Kautilya in connection with sowing seeds in his *Arthasastra* (II. 24) is pro-

দেবীকে 'শাকম্ভরী' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবী-মাহাত্ম্য (৯২।১১) অনুসারে বাংলাদেশে প্রতি বৎসর শরৎকালে শস্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনা ক'রে শাকম্ভরীদেবীর অর্চনা করা হয়। এই শাকম্ভরীই শ্রীদুর্গা। পণ্ডিত জেকবী কিন্তু এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। তিনি শাকম্ভরীকে যদিও শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী ('corn-mother') ব'লে স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন 'utilised or adopted as little of Durga,' তবুও শাকম্ভরী ও দেবী দুর্গা ঠিক এক দেবতা নন। তিনি উল্লেখ করেছেন: 'Devi Shakambhari stands by herself as an independent goddess, though the narrator knows her only as a form of the great goddess into whom she was absorbed, * *'[৬৬] জনকনন্দিনী সীতাকেও তিনি শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী ব'লে উল্লেখ করেছেন, কেননা

bably the prototype of Durga as the Corn-spirit.'—Indo Aryan Races, পৃ° ১৬৩

৬৬। Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. V, পৃ° ২১৭

সীতার আর এক নাম 'ধান্যমালিনী'। প্রকৃতপক্ষে শাকম্ভরী পৃথিবীর আর একটি নাম। মৃত্তিকা-কর্ষণের সময়ে পৃথিবীর গর্ভ থেকে সীতার জন্ম হয়েছিল ব'লে সীতাকে ধরিত্রী অথবা শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীও বলা হয়। পৃথিবীর আরো এক নাম তাই সীতা। পৃথিবীই আবার দেবী দুর্গা, কারণ পৃথিবীর নাম অদিতি যাকে বেদে ও ব্রাহ্মণসাহিত্যে সূর্য তথা মিত্রদেবতার জননীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সমগ্র সৃষ্ট জীবকে বক্ষে ধারণ করেন ও শস্য বিতরণ ক'রে প্রাণীদের জীবন রক্ষা করেন ব'লে পৃথ্বী বা পৃথিবীদেবী সকলের জননী। সূর্যও বিশ্বের জীবনের কারণ, কেননা সূর্য কিরণ ও তাপ দান না করলে পৃথিবী ঠাণ্ডায় বরফ হ'য়ে যেত অথবা বৃষ্টির অভাবে সমস্ত উত্তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হত। তাই সূর্যও সকলের প্রাণ ও ধারণকর্তা। দেবী দুর্গার দেবীত্বের সার্থকতাও ঠিক তাই। তিনিও জননী এবং প্রাণরূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেন। শ্রীদুর্গা এজন্যে একদিকে পৃথিবী বা

অদিতি ও অন্যদিকে সূর্য অথবা পরম কল্যাণকারী মিত্রদেবতা।

দেবী দুর্গা বা শাকম্ভরীই অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা অথবা অন্নদা। রায় বাহাদুর চন্দ উল্লেখ করেছেন : "Another phase of the Devi closely related to her as a Sakambhari is Annada, 'the giver of food', or Annapurna, 'she who is full of food." কবি ভারতচন্দ্রও তাঁর অন্নদামঙ্গলকাব্যে দেবী অন্নপূর্ণার বর্ণনা করেছেন। চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে অন্নপূর্ণা-পূজার অনুষ্ঠান হয়। কাশীখণ্ডে বর্ণনা আছে : শিব ও পার্বতীর মধ্যে কলহ হ'লে দেবী দুর্গা অন্নপূর্ণা-মূর্তি ধারণ করেন। শিব ভিখারীর বেশ ধারণ ক'রে ভিক্ষা করতে করতে কাশীতে অন্নপূর্ণার কাছে উপস্থিত হন। পুরশ্চর্যার্ণব, কারণাগম, বৃহজ্জ্যোতিষার্ণব, শ্রীতত্ত্ববিধি অন্নদাকল্পতন্ত্র ও কাশীখণ্ডে অন্নদা অন্নপূর্ণার ধ্যানের উল্লেখ আছে। অন্নদার পূজার আগে বিশ্বেশ্বর শিবের পূজার বিধি আছে। কিন্তু অন্নদাকল্পতন্ত্রে এই বিধির উল্লেখ নেই। পুরাণে

ও তন্ত্রে কোথাও অন্নপূর্ণাকে দ্বিভুজা আবার কোথাও বা চতুর্ভুজা ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্নদা-কল্পতন্ত্রে সাবিত্রী বা গায়ত্রীর মতো প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে অন্নদার তিন রকম ধ্যানের উল্লেখ আছে। সেখানে প্রাতঃকালে দেবীকে বলা হয়েছে রক্তবস্ত্রপরিহিতা কুমারী ব্রাহ্মী, মধ্যাহ্নে শ্যামাবর্ণা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণী বৈষ্ণবী ও সায়াহ্নে শুক্লাম্বরা শুক্লা সরস্বতী। অন্নদার এই তিন রূপ সূর্যের তিন রূপ বা অবস্থা থেকে কল্পনা করা হয়েছে। দেবীর তিন রকম মূর্তির ধ্যানেও তাই বলা হয়েছে : (১) 'প্রাতর্ব্রাহ্মী রক্তবস্ত্রা', (২) 'মধ্যাহ্নে চ শ্যামবর্ণা ** যুবতী ** মার্তণ্ডমণ্ডলে,' (৩) 'সায়ং সরস্বতীরূপা শুক্লা * *অর্ধাস্তমিতামার্তণ্ডে * * বিগতযৌবনা'। ঋগ্বেদেও 'লোহিতকৃষ্ণশুক্লাম্' এই তিনটি আদিরূপ বা রঙের উল্লেখ পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।৪।১) 'ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্' ব'লে তিনটি রঙের অতিরিক্ত কোন রঙের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নি। ছান্দোগ্যে অগ্নিকে বলা হয়েছে লোহিত বর্ণের,

জলকে শ্বেতবর্ণের ও পৃথিবীকে বলা হয়েছে কৃষ্ণ-বর্ণের। অন্নপূর্ণা দেবীও প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় রক্ত, কৃষ্ণ (শ্যাম) ও শ্বেতবর্ণা। এই বর্ণ তিনটি অগ্নি তথা সূর্য, জল তথা বরুণ ও পৃথ্বী তথা পৃথিবীকে লক্ষ্য ক'রে সৃষ্টির তৃতীয় স্তরে ত্রিত্বের সম্মানকে বজায় রাখা হয়েছে। এই তিনটি দেবতা কিন্তু এক সূর্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। দেবী অন্নপূর্ণাও আসলে তাই সূর্য বা মিত্রদেবতা ছাড়া অন্য কেউ নন। ত্রিপদা গায়ত্রীও তাই। গায়ত্রীর নাম সাবিত্রী। অন্নদারও আর এক নাম সাবিত্রী। বিষ্ণুও আসলে সাবিত্রী বা সূর্য; তাই দেবী অন্নদা বৈষ্ণবীও বটে।

অন্নদাকল্পতন্ত্রে অন্নপূর্ণার গায়ত্রীতে দেবীকে 'মহেশ্বরী' ('মাহেশ্বর্যৈ ধীমহি') বলা হয়েছে। অন্নপূর্ণাকবচে দেবীকে আবার 'গিরিরাজকন্যা' ('নমোঽস্তু তুভ্যং গিরিরাজকন্যে', 'গিরিশস্য কান্তাং') এবং প্রণাম মন্ত্রে 'গৌরী' বলা হয়েছে। কাজেই অন্নপূর্ণা আসলে দেবী দুর্গা বা মহিষমর্দিনী। তন্ত্রেও অন্নপূর্ণার দুরকম রূপের কল্পনা করা হয়েছে, যেমন 'ভুবনেশ্বরী' ও 'ভৈরবী'। অন্নপূর্ণা

শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী, এজন্যে দেবী পীতবর্ণা। স্যার ফ্রেজারও (Sir James G. Frazer) এই অভিমত পোষণ করেন। তিনি তাঁর *Golden Bough* গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড) এডোনিসের প্রসঙ্গে (*The Garden of Adonis*) ফ্রান্স, জার্মানী, বল্গাসিয়া, ট্রান্সিল্ভানিয়া, নর্থ-ইউবিয়া, প্রুশিয়া প্রভৃতি দেশে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর (Corn-goddess) পূজা ও উৎসবের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজপূতনার অন্নপূর্ণাদেবী 'গৌরী' বা 'ঈশানী'। মিশরের আইসিস (Isis) ও গ্রীসে সিরিসের (Ceres)-এর সঙ্গে দেবী অন্নপূর্ণা ও দুর্গার সঙ্গতির কথা ফ্রেজার উল্লেখ করেছেন।

দেবী অন্নপূর্ণা তথা শ্রীদুর্গার রূপ কেন পীতবর্ণ মিঃ টড্ (Mr. Tod) তাঁর 'রাজস্থান' পুস্তকে সে সম্বন্ধে লিখেছেন : *শস্য পাক্‌লে পীতবর্ণ দেখায়,* তাই রাজপুত-সংস্কৃতিতে দেবীর পীতবর্ণ কল্পনা করা হয়েছে। রাজপুতনার গঙ্গৌর-উৎসবে অন্নপূর্ণাদেবীর মূর্তিকে আড়ম্বরের সঙ্গে উদয়পুরের হ্রদে স্নান করানো ও সঙ্গে সঙ্গে শিবের সঙ্গে দেবীর বিবাহেরও

অনুষ্ঠান করা হয়।[৬৭] তাছাড়া কিছুদিনও আগে রাজপুতনায় শিবকে 'একলিঙ্গ' নামে পূজা করা হত। একলিঙ্গের পূজার সঙ্গে গৌরীরূপী অন্নপূর্ণারও পূজা হত। এই অন্নপূর্ণাই রাজপুতদের পৃথিবীদেবী যাকে অপরাপর দেশে 'earth-goddess' ও Demeter ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে।' রাজপুতনায় পৃথ্বীরূপী অন্ন-পূর্ণার পূজায় পুরুষেরা আবার যোগদান করতে পারেন না। টড্ সাহেব তাঁর *Annals and Antiquities of Rajasthan* পুস্তকে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় : প্রতি বৎসরে পূজার পূর্বে দেবীর মূর্তি রচনা করতে একজন লোককে নগরের বাইরে পাঠানো হয় মাটি আনার জন্যে, কারণ গৌরীরূপিণী অন্নপূর্ণা স্বয়ং পৃথ্বীদেবী, তাই তাঁর উৎসবে মাটির একান্ত প্রয়োজন। দেবীর মূর্তি রচনার সঙ্গে সঙ্গে শিবের মূর্তিও রচনা করা হয়। ছোট একটি পরিখা খনন ক'রে তাতে কয়েকটি যবশস্য রোপণ ও পরে জল দিয়ে তা পূর্ণ করা হয়। যতক্ষণ না শস্য অঙ্কুরিত হয় ততক্ষণ

৬৭। Cf. Crooke : Tod's Rajasthan, Vol. I, পৃ° ৪৫৫, ৫৪৪ ; Vol. II, পৃ° ৬৯৫—৬৯৬

কৃত্রিম উপায়ে আবার তাতে উত্তাপ দেওয়া হয়। শস্য অঙ্কুরিত হ'লে পুরনারীরা হাত ধরাধরি ক'রে পরিখার চারিদিকে নৃত্য করতে থাকেন ও পরিবেষ্টন ক'রে তাঁদের পতিদের জন্যে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পরে অঙ্কুরিত শস্যগুলি তুলে ফেলে সেগুলি সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পুরনারীরা সেই শস্যগুলি তাঁদের পতিদের দান করেন এবং স্বামীরাও শ্রদ্ধাসহকারে সেগুলি নিজেদের উষ্ণীষের মধ্যে রক্ষা করেন।[৬৮]

৬৮। Cf. Crooke : Tod's Rajasthan, Vol. I, পৃ° ৬০৩

স্যার ফ্রেজার বলেছেন পার্বত্যজাতি ওরাওঁদের (Oraons) ভেতর একটা উৎসবের প্রচলন আছে যাতে তারা সূর্যদেবতা ও পৃথ্বীদেবীর পরস্পরের বিবাহের কাল্পনিক অনুষ্ঠান করে। এখানে সূর্যকে (Sun-god) শিবের সঙ্গে ও পৃথ্বীদেবীকে (Goddess earth) গৌরীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। স্যার ফ্রেজার উল্লেখ করেছেন : "The rite is celebrated in the month of May, when the *sal* tree is in bloom, and the festival takes its native name (*Khaddi*) from the flowers of the tree. It is the greatest festival of the year. "The object of this feast is to celebrate the mystical marriage of the Sun-god (*Bhagawan*) with the Goddess-

সুতরাং দেখা যায়, সূর্য বা অগ্নিপূজা থেকে শুধু শস্যাধিষ্ঠাত্রী কেন, সকল দেবদেবীর রূপ ও বিকাশের উৎপত্তি হয়েছে। সিরিয়া, পাশ্চাত্যে গ্রীস, সাইপ্রাস, এথেন্স, ক্রিট্ প্রভৃতি দেশ ও দ্বীপে দুর্গাপূজার মতো 'Corn-goddess'-এর পূজা ও উৎসবের নিদর্শন আমরা দেখ্‌তে পাই। শরৎকালে দুর্গাপূজার মতো পাশ্চাত্যেও ইস্তারাদেবীর উদ্দেশ্যে ইষ্টার উৎসব (Easter) গোড়াকার দিকে স্যাক্সনদের (Saxons) ভেতর জার্মানিতে পালন করা হত; পরে ইংলাণ্ডে, আমেরিকায় ও অপরাপর দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে।[৬৯] ইস্তারাদেবী একদিকে অমৃতাধিষ্ঠাত্রী দেবী (Wine-goddess) ও অন্য-দিকে রণদেবী (War-goddess)। দেবীর দুপাশে সিংহ ও সর্প আছে। সিংহ সূর্যের প্রতীক আর সর্প মেঘ তথা বিদ্যুতালোকের প্রতীক।

earth (*Dharti-mai*), to induce them to be fruitful and give good crops."—Adonis Attis Osiris, Vol. I, পৃ° ৪৭

৬৯। Vide C. H. A, Bjerregward : The Great Mother, পৃ° ২১৭

জ্যাগ্রোসে (Zagros) ইস্তারাদেবীর একটি মূর্তি আছে,—সিংহের ওপর তাঁর দুটি পা দেওয়া ও হাতে তিনি অসুর (cemon) নাশ করছেন।[১০]

ইস্তারাদেবীর দুটি ভিন্ন রূপ দেখা যায়: প্রথম, তিনি আলোকের দেবতা, অর্থাৎ জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী ও দ্বিতীয়, তিনি পুষ্টি ও ঋদ্ধির দেবতা ('Goddess of revivification or rejuvenescence') যাকে আমরা বলি শ্রী বা লক্ষ্মী।[১০] মনীষী কার্লেটন (G. Carleton) বলেছেন: ইংরাজী 'এস্তোর' (Eostre) থেকে 'ইষ্টার' (Easter) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এস্তোর (Eostre) এংলো-স্যাক্সন্ দেবী (Anglo-Saxon goddess)।[১১] জোসেফ ম্যাককাব (J. McCabe) ওস্তারাদেবীকে টিউটনিক দেবী (Teutonic goddess) বল্‌তে চেয়েছেন। সমগ্র উত্তর ইউরোপ জুড়ে এই

১০। Cf. C. Chakravartty : Ancient Races and Myths, পৃ° ৪১ এবং Cf. C. H. A, Bjerregward : The Great Mother. পৃ° ২১৭

১১। Cf. Encyclopaedia of Religion and Ethics (1912), Vol. V, পৃ° ৮৪৬

ওস্তারাদেবীর উৎসব এক সময়ে প্রচলিত ছিল।[৭২] এই এস্তোর, ইস্তার, ইস্তারা অথবা ইষ্টারদেবীর উদ্দেশে বসন্তকালে অর্থাৎ ইংরাজী এপ্রিল বা মার্চ এবং বাংলা চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উৎসবের অনুষ্ঠান করা হত। এখনো ঠিক তাই চলে আসছে। ইষ্টার এজন্যে বসন্তোৎসব (Spring-festival) ব'লে প্রচলিত। রবার্টসনও বলেছেন: 'Christmas is a solar festival', 'Easter is also a solar festival'. সুতরাং বসন্তকালে বাসন্তী-দুর্গা, শরৎকালে শারদীয়া দুর্গা, যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব ও ইস্তারোৎসব আসলে একই। মনীষী কেয়ারী (C. F. Keary) বলেছেন: দেবী ওস্তারা বা ইস্তারদেবীর উৎসব যদিও বসন্তকালে করা হয় তবুও মনে হয় চার্চ-উৎসব পুনরুত্থানের ('the church festival of the resurrection') সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেছে। অবশ্য এখানে তিনি

৭২। Vide Modern Rationalism (1909), পৃ° ১১৪ এবং Cf. Dr. Inman : Ancient Faiths embodied in Ancient Names (1867), Vol. I, পৃ° ১০১

'came to be confounded' কথাগুলি ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি আরো বলেছেন: 'Though the Christians (in England) adopted the name of the festival of Ostara or Eastre, for their own festival, I imagine that the worship of the spring-goddess is best represented by the May-day celebrations which, in our country, were always the next most important after the celebrations of Yuletide, which have, of course, very nearly disappeared from among us now.'[৭৩]

এই ইষ্টারদেবীর উৎসবের আগে গুড্ফ্রাইডে (Good-Friday) উৎসব। গুড্ফ্রাইডেও বসন্ত-কালীন উৎসব। ফ্রিজিয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ফ্রিজিয়া

৭৩। Vide Religious Systems of the World (1901), পৃ° ২৫২-২৫৪; এছাড়া, রবার্টসন লিখিত Mithraism ও স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত Christ and Christmas প্রবন্ধ দ্র°

ও ফ্রিগার (Freyja) নামানুসারে ফ্রাইডের নামকরণ করা হয়েছে। ফ্রিজিয়া বা ফ্রিগ্রা প্রেমের দেবতা ('Goddess of Love')। গুড্ ফ্রাইডে যীশুখৃষ্টের মৃত্যুদিনের উৎসব ('the aniversary of the Lord's death')। আগে এই উৎসব ইষ্টার-ইভ্ (Easter Eve) পর্যন্ত প্রতিপালন করা হত। তবে পেল্‌মিন্স্ সিল্‌ভিয়াস্ ক্যালেণ্ডার (Palemins Silvius Calender, Pl. XII, 676) অনুযায়ী দেখা যায়, ২৪শে মার্চ 'নাটালিস্ কালিসিস্' (Natalis Calicis) উৎসবের দিন ধার্য করা হয়েছে। এই ২৪শে মার্চ চালিসের (Chalice) জন্মদিন। কিন্তু পূর্ব প্রথানুসারে ২৫শে মার্চ যীশুখৃষ্টের মৃত্যুদিন ('day of Christ's death') এবং ২৭শে মার্চ যীশুখৃষ্টের পুনরুত্থানের ('resurrection') দিন। Vienne-র Avitas-এর (C. 4/8) উপদেশাংশ (Pl. lIX. 302, 306, 308, 321) এবং Noyon-এর Eligius (C. 640-659, Pl. LXXXVII, 628) থেকে জানা যায় যে, যীশুখৃষ্টের জন্ম ও পুনরুত্থানের উৎসব সাধারণত গলদেশে

(Gaul) অনুষ্ঠিত হত। পরে অপরাপর চার্চও গ্রহণ করে।

মোটকথা গুড্ ফ্রাইডে থেকে ইষ্টার (Easter Monday) পর্যন্ত খৃষ্ট-সমাজের চার দিন ধ'রে যে উৎসব ছিল তা সম্পূর্ণ বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয়। বাসন্তী-দুর্গাপূজারও সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই চারদিন ধ'রে অনুষ্ঠান করা হয়। আসলে দেখা যায়, একই সৌর উৎসবের ধারণা থেকে সকলের অনুষ্ঠান কল্পনা করা হয়েছে এবং ফলে এরা সমস্তই সৌর তথা সূর্য অথবা মিত্রদেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব ছাড়া অন্য কিছু নয়। তা ছাড়া ইস্তারা-দেবীর বাহন সিংহ এবং তিনি অমৃতাধিষ্ঠাত্রী ব'লে প্রাণ অথবা চৈতন্যদায়িনী এবং রণদেবী। বাসন্তী ও শারদীয়া এই উভয় দুর্গার বাহনও সিংহ এবং দুই দেবীই চৈতন্য-দায়িনী ও রণরঙ্গিনী। কাজেই ইস্তার বা ইস্তারা দেবী ও দেবী দুর্গা নামেই যা ভিন্ন, স্বরূপে একই।

এ ছাড়া ডাঃ ফ্রেজার এডোনিস্, এ্যাটিস্, ওসাইরিস্, হোরাস্, আইসিস্ ও ইলিউসিসের

(Eleusis) ইস্তারকে একাধারে সৌরদেবতা (solar deities) ও শস্যাধিপতি অথবা শস্যাধিষ্ঠাত্রী (corn-goddess and vegetable-spirit) ব'লে নির্দেশ করেছেন, তা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি তাঁর বিখ্যাত *Golden Bough* বইয়ে *The Gardens of Adonis*-এর প্রসঙ্গে[৭৪] ইজিপ্টের আইসিস ও গ্রীসের সিরিসের ('Isis of Egypt, the Ceres of Greece') সঙ্গে ঈশানী বা গৌরীর তুলনা করেছেন ('in honour of Gouri or Isani, the goddess of abundance')। *The Burning of the Sandan* পর্যায়ে[৭৫] তিনি সিংহবাহিনী দেবীকে (দুর্গা ?) আবার গ্রীক প্রভাবকালে লক্ষ্মীতে পরিণত ('the fortune of the city, * * * goddess Fortune,) হ'তে দেখিয়েছেন। স্যার ফ্রেজার উল্লেখ করেছেন : এডোনিস্, এ্যাটিস্, ওসাইরিস্ প্রভৃতি দেবতাদের

৭৪। Thinker's Library ed. No.30, Adonis, পৃ° ২০১ এবং Golden Bough, Vol. VI-এ Adonis Attis Osiris, Vol. I.

৭৫। Adonis (Thinker's Library ed.) পৃ° ১৩৪

উৎসব-কালও লাগাস পঞ্জিকা অনুসারে প্রায় সেপ্টেম্বরে পড়ে ('In the sixth month of the calendar at Lagash')।[৭৬] তাছাড়া প্রোঃ জেমস্ (E. O. James) ও প্রোঃ বেন (A. W. Benn) প্রভৃতি মনীষীরা স্বীকার করেছেন যে, "the Phrygians called her Mother of the Gods, the Athenians Minerva (Athena), the Cyprians Venus, the Cretans Dictynna, the Sicilians Proserpine, the Eleusinians Ceres (Demeter), others Juno, Bellena, Hecate or the goddess of the Rhamnus (Namesis), but the Egyptians called her by her right name 'the queen Isis."[৭৭]

৭৬। Cf. E. O. James: Comparative Religion, পৃ° ১১৪ এবং Golden Bough, Vol. VI

৭৭। Vide Comparative Religion, পৃ° ১২৮; A. W. Benn: The Greek Philosophers, পৃ° ৯। এ ছাড়া স্বর্গগত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মহাকোষ' (২য় ভাগ)-এ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কর্তৃক লিখিত 'অন্নপূর্ণা' ও 'অপরাজিতা' প্রবন্ধ, পৃ° ৬৮৯-৬৯০ এবং পৃ° ৭১৫-৭১৮ দ্র°

মনীষী হোগরাথও (Hograth) একথা স্বীকার করেছেন।[৭৮] পৃথিবীর সমস্ত দেশ যে শক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যাপক পেটনের (Prof. Paton) অভিমতও তাই।[৭৯] রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ স্পষ্টই বলেছেন: সিরিয়ায় এ্যাসট্রেটের, এসিয়া মাইনরে সিবিলি ও ইজিপ্টে আইসিসের উৎপত্তি একই সামাজিক পরিবেশের ভেতর গড়ে উঠেছিল যে ধরণের পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে ভারতবর্ষে শক্তিবাদ পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল।[৮০] স্যার ফ্রেজার আবার সমস্ত জিনিসকে এসিয়া

৭৮। 'In Punic Africa she is Tanit with her son ; in Egypt, Isis with Horus ; in Phoenica, Ashtaroth with Tammuz (Adonis), in Asia Minor Cybele with Attis, in Greece (and especially in Greek Crete itself), Rhea with the young Zeus.'—Enclyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, পৃ° ১৪৭

৭৯। Vide Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. II, পৃ° ১১৫

৮০। Cf. The Indo-Aryan Races, পৃ° ১৫০

মাইনর থেকে আমদনী হ'তে দেখেছেন ('was widely spread through Asia Minor') ;[৮১] কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার কৃষ্টি, ধর্ম ও বাণিজ্যকেন্দ্রে ভারতবর্ষের দান যে অপরিসীম সেকথা কোন ঐতিহাসিকই কোনদিন অস্বীকার করতে পারবেন না।

এসব ছাড়া স্যার ফ্রেজার তাঁর *Adonis* বইয়ে *The Burning of Sandan*-এর প্রসঙ্গে[৮২] প্রাচ্যের এক বৃষভবাহন দেবতা ও সিংহবাহিনী দেবীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : '* * the Father God at Boghazkeni, meeting the mother Goddess on her lioness, is attended by an animal which according to the usual interpretation is a bull.' স্যার ফ্রেজার শিব ও দুর্গার কোন নাম উল্লেখ করেন নি বটে, কিন্তু তাঁরা যে প্রকৃতপক্ষে হর ও গৌরী এ বিষয়ে

৮১। Cf. Adonis Attis Osiris, Vol. II, পৃ° ৩৯৪-৩৯৫

৮২। Vide Adonis (Thinker's Library ed.), পৃ° ১৩৪

কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেলেট (E.E. Kellete) মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, সৌর অথবা শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী বা দেবতারা সম্পূর্ণরূপে প্রাচ্য-দেশের ভেতরে প্রথমে বিকাশ লাভ করেছিলেন। তিনি বলেছেন: 'The Manga Mater was the first Oriental deity to be introduced into Rome, * *.'[৮৩] তা ছাড়া, তিনি 'বোন-দিয়া' নামে এক বিদেশী দেবীর নাম করেছেন যাঁর উৎসব অথবা পূজায় নারী ভিন্ন পুরুষের কোন অধিকার থাকত না। পাশ্চাত্য দেশে এই দেবীর প্রচার হয় পরে। কেলেট বলেছেন: "The 'Bona Dea', another *foreign* goddess introduced later, seems to have been, like the 'Manga Mater', a deity of fertility." এই বোন-দিয়া দেবীর পূজানুষ্ঠান ও উৎসবে যে নারী ভিন্ন পুরুষের অধিকার নাই একথা রাজপুতনায় অন্নপূর্ণার পূজানুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে

৮৩। Cf. Kellete: A Short History of Religion, পৃ° ১০৫

দেয় সে সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। রাজপুতনায় অন্নপূর্ণাদেবীর অর্চনায় নারীদেরই মাত্র অধিকার আছে। এই অন্নপূর্ণা দেবী দুর্গা; তিনি বিশ্ব-চরাচরের অন্নদায়িনী দেবী পার্বতী। 'বোন-দিয়া' (Bona Dea) 'বনদেবী'-রই বিকৃত নাম। এই বনদেবীই বনদুর্গা। বনদুর্গা দেবী পার্বতী বা শ্রীদুর্গার ভিন্ন একটি রূপ। সুন্দরবনে 'বন-বিবি'-র পূজাও আসলে বনদুর্গার পূজা। বনদুর্গাই শাকম্ভরী। কাজেই 'বন-দিয়া' দেবী শাকম্বরী দুর্গা ভিন্ন অন্য কেউ নন। কেলেটও এই দেবীকে 'বিদেশী' ('foreign goddess') বলেছেন। ভারতের তথা প্রাচ্যের অন্নপূর্ণা শ্রীদুর্গার পূজাই যে পাশ্চাত্যে পরবর্তীকালে প্রবর্তন করা হয়েছিল ('introduced later') এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[৮৪]

শ্রীদুর্গার পূজা যে নিছক সূর্য তথা মিত্রপূজার নামান্তর এর আরো একটি প্রমাণ দেখানো যেতে পারে। দেবী দুর্গা থাকেন লক্ষ্মীদেবী ও সরস্বতীর মাঝখানে। লক্ষ্মীদেবী বৈদিক দেবতা 'সন্ধ্যা' এবং

৮৪। Ibid, পৃ° ১০৫

সরস্বতী বেদের 'উষা' (Zend. *Ushahin* ; Gk. *Eos* ; Lat. *Aurara*)। দেবী স্বয়ং মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রতীক। এ্যাসিরিয় কাহিনীতেও (Assyrian myth) দেখা যায়, আইসিস্ ও নেপথিস্ (Isis and Nepthys) এরা দুজন ভগ্নী দুটি সিংহের সাম্‌নে নতজানু হ'য়ে বসে আছেন। ডাঃ বাজ্ লিখেছেন যে, 'the goddess Isis kneels in adoration before the lion of the dawn, and goddess Nepthys before the lion of the eventide.'[৮৫] আইসিস্ ও নেপথিস্ এরা দুজনে দেবীরূপে এসিয়া-মাইনরে শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন। দুটি সিংহ ভারতের উষা ও দেবী সরস্বতী এবং নেপথিস ভারতবর্ষীয় সন্ধ্যা ও লক্ষ্মীদেবী। ডাঃ ওয়ালিস্ বাজ্ উল্লেখ করেছেন: 'The lions seated back to back and supporting the horizon with sun's disc.' স্বামী শংকরানন্দ বলেছেন: সিংহ দুটির

৮৫। Cf. Dr. W. Budge: Book of the Dead, Vol. I, পৃ° ৮১

মাঝখানে পবিত্র সুরতরু বা কল্পবৃক্ষ ছিল যাকে ঠিক সূর্যের আসন বলা যায়: 'In the middle of the two lions is the sacred tree, the seat of the solar deity.'[৮৬] বেদে বৃক্ষকে 'বনস্পতি' বলা হয়েছে। যাস্কের নিঘণ্টুতে 'বন' অর্থে জ্যোতি অথবা আলোক। ঋগ্বেদে বনস্পতির ঊর্ধ্বদিকে আকাশে গতির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া, বনস্পতির স্থান আকাশে নির্দিষ্ট হয়েছে। বনস্পতি যে অগ্নি একথারও উল্লেখ আছে। কাজেই বনস্পতি বা বৃক্ষ যে সূর্যের প্রতীক একথা ঠিক।[৮৭] দুটি সিংহের মাঝখানে কল্পবৃক্ষটিও সূর্যই। সেরকম লক্ষ্মী ও সরস্বতী অথবা সন্ধ্যা ও ঊষার মাঝখানে দেবীও সূর্য অর্থাৎ পূর্ণ প্রকাশিত মধ্যাহ্ন-সূর্য।

অনন্ত আকাশকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুভাগে সাধারণত ভাগ করা যায়। এরকম ভাগও সূর্যকে নিয়েই করতে হবে। ব্রাহ্মণসাহিত্যে পূর্ব ও পশ্চিম

৮৬। Cf. Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus (1946), Vol. I, পৃ° ১১৯

৮৭। Ibid., পৃ° ১০৫-১০৬

উভয় দিককে অগ্নি ও সূর্যদেবতা বলা হয়েছে, যেমন 'প্রাচী দিক্। অগ্নির্দেবতা' (তৈ° ব্রা° ৩।১১।৫।১), 'স (সবিতা) প্রতীচীং দিশং প্রজানাৎ' (কৌষিতকী ব্রা° ৭।৬)। সূর্যের উদয় ও অস্ত নিয়ে প্রকৃতপক্ষে অনন্ত সীমা-ক্ষেত্রের কাল (Time) নির্ণয় করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্ত থেকে অনন্ত ক্ষেত্রের পথচারী একমাত্র সূর্য। অনন্ত ক্ষেত্রের নাম তন্ত্রে মহাকাল। এই কাল এবং মহাকালও আসলে বিষ্ণু তথা সূর্য অথবা অগ্নি। যেমন ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে : 'অগ্নির্বাঽঅহঃ সোমো রাত্রিরথ যদন্তরেণ (অহোরাত্রেশ্চ যোঽন্তরালঃ কালঃ) তদ্ বিষ্ণুঃ' (শত° ব্রা° ৩।৪।৪।১৪)। সূর্যের সঙ্গে অনন্ত ক্ষেত্ররূপ মহাকালের নিত্যসম্বন্ধ রয়েছে, আর মহাকালের দুই কন্যা (extremities) তাই পূর্ব ও পশ্চিম, উষা ও সন্ধ্যা অথবা সরস্বতী ও লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী যে সন্ধ্যা তার প্রমাণ পাই যখন গোধূলি-সন্ধ্যায় অথবা রাত্রে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠান হয়। এই লক্ষ্মীদেবীই আবার মহেশ্বর প্রলয়কর্তা। রাত্রে যেন নিদ্রায় বিশ্বচরাচর অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে

আর একেই বিশ্বের দৈনন্দিন মৃত্যু বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণসাহিত্যে আছে : 'মৃত্যুর্বৈ তমঃ' (শত° ব্রা° ১৪।৪।১।৩২), 'মৃত্যুর্বৈ তমচ্ছায়া' (ঐ° ব্রা° ৭।১২)। এই মৃত্যুরূপী মহেশ্বরই লক্ষ্মীর আর এক রূপ। ইনি মহালক্ষ্মীও বটে। ইনি তন্ত্রে আবার রূপ পরিবর্তন ক'রে আদ্যাশক্তি কালীর পায়ের তলায় মহাকাল ও সদাশিবের বেশে শব হ'য়ে পড়ে আছেন। উষা সরস্বতী চৈতন্যদায়িনী। সূর্যোদয়ের ঠিক আগে পূর্বাকাশে শুভ্র ও উজ্জ্বল আলোকাভাসই দেবী উষা—যিনি সরস্বতী। পুরাণে উষাকে সূর্যের সহধর্মিণী বলা হয়েছে—'উষেব সূর্যম্' অর্থাৎ উষাই সূর্য। উষার অভিন্ন রূপ অরুণ অথবা অরুণালোক। অরুণালোকই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, এজন্যে উষা বা সরস্বতীর সঙ্গে ব্রহ্মার নিত্যসম্বন্ধ। ব্রহ্মার বাহন শ্বেত হংস, সরস্বতীরও তাই। বাহনই প্রতীক অথবা প্রতিমূর্তি। দেবতা অথবা দেবীর বাহন বল্লে বাহন দেবতা অথবা দেবীরই প্রতিমূর্তি বা প্রতিনিধি বুঝ্‌তে হবে। প্রতীকের অর্থ বাচক। সরস্বতীর রঙ্‌ যে সাদা ঋক্‌মন্ত্রেও (৭।৯৫।৬ ; ৭।৯৬।৩) তা বলা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যগুলিতে ও পুরাণে সরস্বতীকে ব্রহ্মার দুহিতাও বলা হয়েছে : 'প্রজাপতির্হ বৈ স্বাং দুহিতরমভিদধ্যৌ' (তাণ্ড° ব্রা° ৮।২।১০)। কোন কোন জায়গায় সরস্বতীদেবীকে ব্রহ্মার পত্নী আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। সরস্বতীর রঙ সাদা। ঋগ্বেদে (৪।৪০।৫) এবং ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৪।২০) সূর্যকেও শুভ্র হংস কল্পনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে : 'এষ (আদিত্য) বৈ হংসঃ শুচিষদ্।' পুরাণ আবার উষাকে সূর্যের পত্নী ব'লে সম্বোধন করেছে। শুক্লযজুর্বেদে (১০।৩৪) এবং ঋগ্বেদে (১০।১৩১।৫) সরস্বতীকে ইন্দ্রের সঙ্গেও সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া শুক্লযজুর্বেদে (১৯।১৪) 'অশ্বিভ্যাং পত্নী' ব'লে সরস্বতীকে অশ্বিনীকুমার দুজনের পত্নী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যজুর্বেদে (১৯।১২) আবার উল্লেখ আছে,

> 'দেবা যজ্ঞমতন্বত ভেষজং ভিষজাশ্বিনা।
> বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াণি দধতঃ।'[৮৮]

৮৮। স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ: 'সরস্বতী' (১৩৪৫), পৃ° ৬১ ; এবং Hopkins : Epic Mythology, পৃ° ৮৫

সরস্বতী 'বাচা' বল্‌তে সরস্বতী এখানে ত্রিপদা গায়ত্রী। ব্রাহ্মণসাহিত্যে গায়ত্রী অর্থে বলেছে: 'স হৈষা গয়াং স্তত্রে। প্রাণা বৈ গয়াঃ। তৎ প্রাণাং তত্রে। তদ্ যদ্ গয়াং তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম' (শত° ব্রা° ১৪।৮।১৫।৭)। তাণ্ডীয়ব্রাহ্মণে (১০।৫।৪) বলা হয়েছে: 'ত্রিপদা গায়ত্রী।' তাছাড়া ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (২।১৭; ৩।৩৬) আবার আঠার অক্ষর ও চব্বিশ অক্ষরযুক্ত গায়ত্রীর কথা বলা হয়েছে। শতপথব্রাহ্মণে (৩।৪।১।১৫) নয় অক্ষরযুক্ত গায়ত্রীর উল্লেখ আছে। ত্রিপদা গায়ত্রীই সূর্য, অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিনটি অবস্থাবিশিষ্ট সূর্যই গায়ত্রী। স্বামী শংকরানন্দ বিষ্ণুর অবতার বামনের তিন পা দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল আবরণ করার পৌরাণিক কাহিনীটিকে নিছক সূর্যের তিনটি অবস্থা ব'লে মন্তব্য করেছেন। গায়ত্রী যে সূর্য তা গায়ত্রীর তিন রূপের পরিচয়ে বোঝা যায়। স্বামী শংকরানন্দ তাই বলেছেন: 'As the energy or the female aspect of the sun, Gayatri was greeted as Brahmani

in the morning riding on a swan, Vaisnavi in the noon riding on Garuda and as Rudrani in the evening riding on the Bull.'[৮৯] সুতরাং গায়ত্রী সূর্য তথা সাবিত্রী। এই সাবিত্রীই সোম অথবা গৌরী, যেমন জৈমিনীয়-ব্রাহ্মণে (৪।২৭।৩) আছে: 'আপঃ সাবিত্রী'। গোপথব্রাহ্মণ (১।৩৩) ও জৈমিনীয়-ব্রাহ্মণে (৪।২৭।১৫) 'বাক্ সাবিত্রী' ব'লে 'বাচ্' বা বাক্‌কে সাবিত্রী বলা হয়েছে। শতপথব্রাহ্মণে (৬।১।২।২৮) 'বাগ্বা অগ্নিঃ' উল্লেখ ক'রে বাক্, গায়ত্রী বা সাবিত্রী যে অগ্নি তথা সূর্য একথা স্পষ্টই স্বীকার করা হয়েছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ ৩।৯।১।৭ মন্ত্রে আবার 'বাগ্বৈ সরস্বতী' কথারও উল্লেখ আছে।[৯০] কাজেই দেবী সরস্বতী যে সূর্য তথা দেবী দুর্গার ভিন্ন একটি রূপ বা প্রকাশ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তবে সরস্বতী এই নামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

৮৯। Vide Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus, Vol. II, 9-11.

৯০। Ibid, পৃ° ৮

যাস্ক তাঁর নিরুক্তে (২।২৩) 'নদীরূপা' ও 'দেবতারূপা' দুরকমই করেছেন, যেমন 'সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি'। ঋগ্‌ভাষ্যে (১।৩।১২) আচার্য সায়ণও 'দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ' ব'লে নিরুক্তকার যাস্ককেই অনুসরণ করেছেন দেখা যায়। কিন্তু 'সরস্‌' শব্দের গোড়াকার ধারণা জল ব'লে জানা গেলেও 'সরস্‌' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'জ্যোতি'; এজন্যে সূর্যের আর এক নাম 'সরস্বান্‌'।[৯১] সুতরাং সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী দেবতা বা দেবী।

বেদে ধেনু কল্পনা ক'রে সরস্বতীকে উপাসনার

৯১। স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ: 'সরস্বতী' পৃ° ৪৪-৪৫; এছাড়া 'সাহিত্য' পত্রিকা, ৫ম বর্ষ (১৩০১), পৃ° ৭০৬ দ্র°। এখানে উল্লেখ করা চলে যে, স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সরস্‌' শব্দে 'জ্যোতি' অর্থকে ঠিক গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু 'সরস্‌' শব্দে জল বা অপ হ'লে বেদে 'অপঃ' অর্থে 'সোম',— যা চন্দ্র, সূর্য বা গৌরী। ৯।১।৬ ঋক্‌মন্ত্রে সোমকে সূর্যের দুহিতা বলা হয়েছে। ৯।১২।৩ ঋকে সোমকে গৌরী; শতপথব্রাহ্মণে (১২।৭।৩।১৩) সোমকে 'পয়ঃ,' শতপথব্রাহ্মণে ৩।৩।৪।২১ আবার 'যো বৈ বিষ্ণু সোমঃ সঃ' ব'লে সোমকে বিষ্ণু তথা সূর্য বলা বলা হয়েছে।—Cf. শংকরানন্দ: Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus, Vol. II পৃ° ৩৭

কথাও আছে : 'বাচং ধেনুমুপাসীত।' এছাড়া স্বাহাকার, স্বধাকার, বষট্কার ও হন্তকার এই চারটিকে আবার সরস্বতীদেবীর স্তন ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। আপ্রীসূক্তে (১।১৪২।৯ ; ১।১৮৮।৮ ; ২।১।১১ ২।৩।৮, ৩।৪।৮) ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী এই তিন-জন দেবীর কথা দেখা যায়। বৈদিক সাহিত্যে এঁরা বাক্ বা বাগ্দেবীর সঙ্গে অভিন্ন। আপ্রীমন্ত্রের আর এক নাম যাজ্যমন্ত্র। যাজ্য বা আপ্রীমন্ত্রের এগার জন আপ্রীদেবতার নাম পাওয়া যায়। তাঁদের নাম ইড়া, ত্বষ্টা, ইলা, ভারতী, সরস্বতী, উষসানক্তা, তনূনপাৎ, দৈব্যহোতারা, নরাশংস, বর্হিঃ, বনস্পতি, সমিৎ ও স্বাহাকৃতি। ইড়া প্রভৃতির অর্থ করতে গিয়ে ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন : 'ইড়াদিশব্দাভিধেয়াঃ বহ্নিমূর্তয়স্তিস্রঃ', অর্থাৎ ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী এঁরা অগ্নি বা অগ্নি-শিখা। সৌত্রামনীযাগে শাঙ্খায়ন আবার ব্যবস্থা দিয়েছেন : 'পশুর্লোহিতেন বর্ণেন বিশিষ্টঃ সারস্বতী চ মেষী।' শতপথব্রাহ্মণেও (১৩।২।২।৪) 'মেষী' শব্দের উল্লেখ আছে। আশ্বলায়ন, লাট্যায়ন, আপস্তম্ব, বৌধায়ন প্রভৃতি শ্রৌতসূত্রেও সরস্বতীর উদ্দেশে

মেষী ছাগের বলির ব্যবস্থা আছে। শতপথব্রাহ্মণে (১৩।২।২।৭) বায়ু ও সূর্যের উদ্দেশে আবার সাদা ও যমের উদ্দেশে কাল ছাগকে বলি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।[২২] ছাগ ও মেষ সূর্য বা অগ্নির বাহন তথা প্রতীক। পৃথিবীর সর্বত্র মিত্রদেবতাকে দেখা যায় যে, তিনি বৃষকে (bull) হত্যা করছেন। এ্যাকুইলিয়ায় (Aquileia), সেণ্ট পিটার্সব্যার্গে, রোম ও বষ্টন মিউজিয়মে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, ওডেনওয়াল্ডে (Odenwald), জার্মানির হেইডেলব্যার্গে (Heidelberg) পাথরে খোদাই করা মিত্রদেবতার মূর্তি রক্ষিত আছে যাতে তিনি বৃষকে হত্যা করছেন।[২৩] বৃষ ও সূর্য তথা মিত্রদেবতার একটি বাহন বা প্রতীক; অথবা বৃষই সূর্য এবং বৃষই বরুণ অথবা আকাশ একথা ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদও স্বীকার করেছে। যেমন ঋক্‌মন্ত্রে (৮।৫৭।৩ ; ৫।২৮।৪) আছে : 'বৃষভো দিত্রঃ

২২। স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ: 'সরস্বতী', পৃ° ৬৫—৭৯ ; 'প্রবাসী' আষাঢ় (১৩৫৪) সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসুরজিৎ শাস্ত্রী লিখিত 'সরস্বতীর কুলের কথা' প্রবন্ধও (পৃ° ২৬৭—২৭০) দ্র°।

২৩। ফ্রাঞ্জ কুমঁ: The Mysteries of Mithra, পৃ° ২২-২৪, ৩৯, ৫১, ৫৪-৫৫

রজসোঃ পৃথিব্যা'; 'বৃষভো স্তীম্নবান্ অসি'। 'বৃষোঽগ্নিঃ সমিধ্যতে' (ঋক্° ৩।২৭।১৪); 'বৃষভ ইতি। এষ (আদিত্যঃ) হ্যেবাঽসাম্প্রজানামৃষভঃ' (ঋক্° ২।১২।১২) প্রভৃতি। তাছাড়া বৃষোৎসর্গযাগ বা অনুষ্ঠানও আসলে সূর্যের উদ্দেশে করা হয়। কাজেই বেদে যে মেষ, হংস বা বৃষ প্রভৃতির উল্লেখ দেবী সরস্বতীর প্রসঙ্গেও দেখা যায় তা সূর্যের সম্বন্ধেই বুঝতে হবে।

নারদীয়, কূর্ম, দেবী প্রভৃতি পুরাণে এবং কুলার্ণব ও সারদাতিলক প্রভৃতি তন্ত্রে সরস্বতীদেবীকে শিব-দুর্গার কন্যা ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণে সরস্বতীকে আবার শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে। পুরাণের সময়ে কোন কোন সমাজে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর আরাধনাই বেশী প্রচলন ছিল, একথা শ্রদ্ধেয় ভাণ্ডারকর প্রমুখ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণ বা বিষ্ণু সূর্য তথা অগ্নিরই স্বরূপ, সুতরাং সরস্বতী কৃষ্ণের মুখ থেকে জন্ম লাভ করলেও সরস্বতী যে সূর্য বা অগ্নির রূপ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৌদ্ধতন্ত্রেও সরস্বতীর নাম ও রূপভেদ আছে। বৌদ্ধসরস্বতী যেমন, মহাসরস্বতী,

বজ্রবীণা-সরস্বতী, বজ্রসারদা, আর্য-সরস্বতী, বজ্র-সরস্বতী, নীলসরস্বতী প্রভৃতি। এছাড়া, হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের পদ্মাসীনা সরস্বতী, হংসবাহনা সরস্বতী, ময়ূরবাহনা-সরস্বতী, সিংহবাহনা-সরস্বতী মেষবাহনা-সরস্বতী, ললিতাসনে আসীনা সরস্বতী, নৃত্ত-সরস্বতীর উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, দক্ষিণ ভারত, যবদ্বীপ, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি দেশে ও স্থানেও ভিন্ন ভিন্ন রূপের সরস্বতী-মূর্তি পাওয়া যায়।[৯৪] জাপানে সরস্বতীর নাম 'বেন-তেন'।

লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। তবে লক্ষ্মীদেবীর রূপ বা মূর্তি সম্বন্ধে বর্তমানে আমরা যেভাবে কল্পনা ক'রে থাকি বেদ ও ব্রাহ্মণের যুগে ঠিক এরকমের ছিল না। বৈদিক সাহিত্যে লক্ষ্মীকে প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্য ও ঋদ্ধিদায়িনী দেবতা রূপে পাওয়া যায় না। সেখানে লক্ষ্মী কথনো শুভ আবার কথনো অশুভরূপিণী। অথর্ববেদের ৭।১১৫।১ মন্ত্রে লক্ষ্মীকে অশুভ এবং ১।১১৫।৪ ও ১২।৫।৬ মন্ত্র দুটিতে

৯৪। Vide শ্রীভবতোষ ভট্টাচর্য: Buddhist Iconography, পৃ° ১৫০-১৫২, এবং 'সাধনমালা' দ্র°

'পুণ্যা লক্ষ্মীঃ' ব'লে শুভদায়িনী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শতপথব্রাহ্মণেও (৮।৪।৪।১১) 'তস্মাদ্ যস্য মুখে লক্ষ্ম ভবতি তং পুণ্যলক্ষ্মীক * *', 'তস্মাদ্ যস্য দক্ষিণতো * *' অথবা 'সর্বতো লক্ষ্ম ভবতি তং পুণ্যলক্ষ্মীক ইত্যাচক্ষতে' (৮।৫।৪৩) প্রভৃতি বলা হয়েছে। বাজসনেয়ী-সংহিতাতে (৩১।২২) লক্ষ্মী ও শ্রী-কে আদিত্যের দুই পত্নীরূপে দেখানো হয়েছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতাতেও তাই। শতপথব্রাহ্মণে ১১।৪।৩।১ মন্ত্রে শ্রীদেবীকে আবার প্রজাপতির মুখ থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে। এছাড়া, ঐতরেয়, কৌষীতকী, গোপথ (উত্তর ভাগ), জৈমিনীয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণে 'শ্রী'-শব্দে প্রাণ, পৃথিবী, সোম, সবিতা, রাষ্ট্র, মিত্র, ক্ষত্র, বল, বৃহস্পতি, পুষ্যা, ভগ, সরস্বতী, পুষ্টি, তুষ্টা প্রভৃতি বোঝায় উল্লেখ করা হয়েছে।[৯৫]

স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন :

৯৫। শতপথব্রাহ্মণ ১১।৬।৬ দ্র°। 'যৎপ্রাণা আশ্রয়ন্ত তস্মাদ্ প্রাণঃ শ্রিয়ঃ (শত° ব্রা° ৬।১।১।৪); 'শ্রীর্বৈ স্বরঃ' (শত° (ব্রা° ১১।৪।২।১০), 'শ্রীর্বৈ রাষ্ট্রম্' (শত° ব্রা° ৬।৭।৩।৭); 'শ্রীর্বৈ বরুণঃ' (কৌ' ব্রা° ১৮।৯); '(সবিতা) শ্রিয়া স্ত্রিয়ম্ (সমদধাৎ)'—গো° পূ° ১।৩৪

পৌরাণিক যুগের আগে 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মী' এই দুটি শব্দের পার্থক্য ছিল যথেষ্ট, কিন্তু স্মৃতির যুগে এবং কোন কোন পুরাণেও শ্রী ও লক্ষ্মীদেবীকে এক ক'রে ফেলা হয়েছে। যেমন রঘুনন্দন 'শ্রিয়ঃ প্রিয়া' কথাগুলির ভেতর 'শ্রিয়ঃ' শব্দের অর্থ করেছেন 'সারস্বত ইত্যুপাদানাৎ শ্রিয়ঃ সরস্বত্যাঃ' এবং নিজের সিদ্ধান্তকে সমর্থন ক'রে ব্যাড়ির অভিধান থেকে দেখিয়েছেন,

'লক্ষ্মীসরস্বতীধীত্রিবর্গসম্পদ্বিভূতিশোভাসু।
উপকরণবেশরচনাবিধাসু চ শ্রীরিতি প্রথিতা।'

শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন এ শ্লোকটি প্রকৃতপক্ষে ব্যাড়ির অভিধান থেকে নেওয়া হয়েছে এমন কোন প্রাচীন বচনে পাওয়া যায় না, তবে ভানুজী দীক্ষিত প্রণীত অমরকোষের টীকায় এ শ্লোকটির উল্লেখ আছে। কাজেই এটিকে বেশ আধুনিক বলা যায়।[২৬]

শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় আরো বলেছেন: শ্রীপঞ্চমীতে যে সরস্বতীপূজার অনুষ্ঠান হয়, গোড়াকার দিকে শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীদেবীর পূজারই

২৬। 'সরস্বতী', পৃ° ৩৮

বিধি ছিল। 'শ্রী' শব্দে লক্ষ্মী; শ্রীপঞ্চমীও তাই লক্ষ্মীপঞ্চমীর অর্থে ব্যবহৃত হত। মহাভারতে বনপর্বে (২২৯ অ°) শ্রীপঞ্চমী নাম কেন হল তার কারণ দেখানো হয়েছে। সেখানে স্কন্দের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ-উৎসবের কথা আছে। এই লক্ষ্মীদেবী দেবসেনা ইন্দ্রের মাতৃস্বসার কন্যা। দেবসেনার আরো অনেক নাম ছিল যেমন, ষষ্ঠী, আশা, সুখপ্রদা, সিনিবালী, কুহু, সদ্বৃত্তি ও অপরাজিতা। কেশী অত্যাচার করায় ইন্দ্র কেশীকে হত্যা করেন। দেবসেনারূপিনী লক্ষ্মী স্কন্দের আশ্রয় করেন। সেদিন ছিল পঞ্চমী তিথি। শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী এই তিথিতে স্কন্দের আশ্রয় গ্রহণ করায় এই তিথির নাম হ'ল শ্রী-পঞ্চমী। কাজেই শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মীদেবীর পূজা ও উৎসবের দিন ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে লক্ষ্মীদেবীর জায়গায় সরস্বতীর পূজা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে প্রচলিত হয়। কিন্তু কেন প্রচলন হয় সঠিক কারণ তার কোন জানা যায় না। তবে ভবিষ্যপুরাণে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সঙ্গে একটি মিতালী পাঠানর অভিনয়

আছে; যেমন ভবিষ্যপুরাণকার উল্লেখ করেছেন,

'মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া।
তস্যামারভ্য কর্তব্যং বৎসরান্ ষট্ ব্রতোত্তমম্।'

শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন: অমরসিংহের সময় পর্যন্ত প্রাচীন কোন কোষগ্রন্থে 'শ্রী' শব্দ বল্‌তে সরস্বতী না বোঝালেও মধ্যযুগের আচার্য মেদিনীকর, হেমচন্দ্র, জটাধর প্রভৃতির অভিধানে সরস্বতীর একটি নাম পাওয়া যায় 'শ্রী' আর বর্ষক্রিয়া-কৌমুদীও ব্রহ্মপুরাণের কথা উদ্ধার ক'রে বলেছে: 'সৌভাগ্যমতুলং কুর্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ম্।' নির্ণয়সিন্ধুও তাই সমর্থন করেছে।[৯৭]

শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে গ্রুন্‌ভেডেল (Grunwedel) সাহেব আবার বলেছেন: 'The worship of this popular goddess (Sri Laksmi) must have prevailed in Buddhist times, throughout the whole of India.'[৯৮] গ্রুন্‌ভেডেল বৌদ্ধযুগে ছাড়া আর কোন

৯৭। 'সরস্বতী', পৃ° ৬০

৯৮। Vide Buddhist Art in India, পৃ° ৩৯

যুগে লক্ষ্মীদেবীর প্রকাশ দেখতে পান নি। তাছাড়া ভারতের সকল-কিছুকেই তিনি ভারতের বাইরে থেকে আমদানী করা জিনিস ব'লে দেখতে চেয়েছেন যেটি সম্পূর্ণ রক্ষণশীল বৈদেশিক মনোভাবের পরিচয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাঁচীর পূর্বতোরণ-দ্বারে (স্তূপ নং ২), উদয়গিরি এবং বারহুঁতের রেলিঙে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি খোদাই করা আছে। দাক্ষিণাত্যে মীনাক্ষী মন্দিরে তিরুমগল্ মূর্তিও প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীদেবীর। মিঃ গ্রুন্‌ভেডেল্ আবার লক্ষ্মীদেবী ও সরস্বতীকে ব্রহ্মার পত্নী ব'লে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: 'Brahma, so well known in Buddha legend, had his chief attribute transferred to Manjusri—the 'lamp of wisdom and of supernatural power; and still Sarasvati continued to be one of his wives, the other being Laksmi.' [৯৯]

এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, বৌদ্ধ জাতকে অথবা বৌদ্ধ শিল্প ও ভাস্কর্যে যে কোন

৯৯। Cf. Buddhist Art in India, পৃ° ১৮৩

দেবতার উল্লেখ বা মূর্তি থাকলেই যে তা বৌদ্ধ হবে এ রকম সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন। ব্রহ্মা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এঁরা সকলেই হিন্দু দেবতা; বৌদ্ধধর্মই বরং এঁদের পরে স্বগোত্রীয় ক'রে নিয়েছিল। এরকম আত্মগত ক'রে নেওয়ার উদাহরণের অভাব নেই। তাছাড়া অনেক জায়গায় এখনো পর্যন্ত একই দেবী বা দেবতা বৌদ্ধ ও হিন্দুদের কাছ থেকে শ্রদ্ধার পূজা পেয়ে থাকেন। শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হ'য়ে বলেছেন: 'There are many gods and goddesses in Bali, whose worship requires the joint-collaboration of the Buddhists and the Hindus, without which it cannot be celebrated.'[১০০] মিঃ ওয়াডেলও তাঁর বিখ্যাত *Lamaism* বইয়ে তিব্বতীয় এক 'লা-মো' দেবীর (Lha-mo, Skt. Devi or Sri Devi) নাম করেছেন এবং সেই দেবীকে তিনি 'goddess or

১০০। Vide Indian Influences on the Literature of Java and Bali, পৃ° ২৬

the queen of the waring weapons' এবং 'like her great pratotype the goddess Durga of Brahmin * *' বলেছেন। এই 'লা-মো' দেবীকে মহাকালীও বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাই-লা-মো (Sai-La-mo) কখনো হয়েছেন দেবী ভগবতী আবার কখনো হয়েছেন বটুক ভৈরব।[১০১] মোটকথা বৌদ্ধতন্ত্রেও দেবতাদের নাম ও রূপের বিভিন্নতা আছে। বৌদ্ধভাস্কর্যে দেবী দুর্গার পাশে লক্ষ্মী অথবা সরস্বতীর সন্নিবেশও দেখা যায়। যেমন অষ্টম শতাব্দীতে এলিফেণ্টায় কল্যাণ-সুন্দর শিবমূর্তির পাশে দুর্গা উমা ও লক্ষ্মীর মূর্তি রয়েছে।[১০২] তাছাড়া কৈলাসে একত্র শিব-পার্বতীর আসীনা মূর্তি, অর্ধনারীশ্বর ও গঙ্গাধর শিবের পাশে গঙ্গাদেবীর মূর্তি উল্লেখযোগ্য।[১০৩]

১০১। ডাঃ প্রবোধকুমার বাগচী: Studies in the Tantras, পৃ° ৫০

১০২। ষ্টেলা ক্রামিশ: Indian Sculpture, পৃ° ১৮২ এবং হরানন্দ শাস্ত্রী: A Guide to Elephanta, পৃ° ৩৫

১০৩। Cf. A Guide to Elephanta, পৃ° ৩৭, ৪৩, ৪৫

শ্রদ্ধেয় প্রাচ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু উল্লেখ করেছেন : ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সময় হরিহরপুরে মহিষমর্দিনীর একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। গ্রামের লোকে এই দেবীকে 'গদাচণ্ডী' নামে পূজা করত। এছাড়া পুরাণগাঁও ও কানিসাহীতে মহালক্ষ্মীর একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মহালক্ষ্মী মহিষমর্দিনীর সঙ্গে অভিন্নভাবে পূজা পেত। শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয় তাই লিখেছেন : 'The following instructions for meditating on Maha-Lakshmi or Mahisamardini *

*' মহীধরের মন্ত্রমহোদধিতে (১৮।১৪২) দেবীর পূজা-বিধির উল্লেখ আছে,

'অক্ষস্রক্ পরশুগদেষু কুলিশং পদ্মং ধনুং কুণ্ডিকাম্।
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্মজলদং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।

শূলং পাশ-সুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবাল প্রভাম্।
সেবে সৈরিভমর্দিনীসিহ মহালক্ষ্মীং সরোজোদ্ভবাম্॥'

আর একটি ছোট মূর্তিও পাওয়া গেছে, তাতে দেবীর দক্ষিণে বাহনরূপে একটি সিংহও আছে। এই সিংহবাহিনী অথবা মহিষমর্দিনী মহালক্ষ্মী দেবী দুর্গারই

অভিন্ন রূপ। অযোধ্যা, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে এই মহালক্ষ্মীর মূর্তি দেখা যায়।[১০৪]

গণপতি গণেশও আসলে মিত্রদেবতার একটি ভিন্ন রূপ। গণপতি 'গণানাং পতিঃ' ; অর্থাৎ শিবসঙ্গী প্রমথগণের অধিনায়ক গণেশ সন্ধ্যারই অধিদেবতা। সন্ধ্যার অন্ধকার প্রমথগণের আশ্রয়, বিনায়ক সেই গণের পতি আর সেজন্যে তিনি গজেন্দ্রবদন—কৌলিন্য ও ব্রাত্যের মিশ্রণ অথবা প্রতীক। গণপতি সন্ধ্যার অধিপতি ব'লে সন্ধ্যারূপিণী লক্ষ্মীদেবীর পাশে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রমথগণকে সন্তুষ্ট অথবা তাদের থেকে বিঘ্ন নাশ করবার জন্যে গণপতির পূজা করা হত এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি বিঘ্ননাশক ও সিদ্ধিদাতা রূপে সকলের কাছ থেকে পূজা পেয়ে আসছেন। গ্রীস এবং রোমেও গণপতি সিদ্ধিদাতা 'জুনো' (Juno) নামে পূজা পেয়ে থাকেন। হিন্দুতন্ত্র ছাড়া বৌদ্ধ সাধনমালায় গণপতিকে 'ওঁ রাগ সিদ্ধি সিদ্ধি সর্বার্থং মে প্রসাদয়

১০৪। Vide The Archaeological Survey of Mayurbhanja, Vol. I, পৃ' lxxii—lxxiv.

প্রসাদয় হুঁ জ জ স্বাহা' ব'লে আহ্বান করা হয়েছে।[১০৫] তবে বৌদ্ধ অপরাজিতা-সাধনায় গণপতির রূপ চিরবিঘ্নদায়ক, কেননা বিনায়ক সেখানে দেবীর পদভারে আক্রান্ত, যেমন 'অপরাজিতা * * গণপতি সমাক্রান্তা'[১০৬] প্লেট্ Xli, d-তে দেখা যায়, দেবীর বামপদ গণেশের উরুতে ও দক্ষিণপদ বোধ হয় ইন্দ্রের ওপর ন্যস্ত করা আছে।

স্বর্গীয় প্রাচ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন: ভবিষ্যপুরাণে বিনায়ক যে সূর্যমন্দিরে পূজা পেতেন তার নজির পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে সৌর মগ্‌রা বিনায়কের যে মূর্তি গড়ে পূজা করত আর হিন্দু ও মহাযান বৌদ্ধেরা তাদের কাছ থেকে ঐ পূজার রীতি নিছক ধার করেছিল এরকম অনুমান করাও কিছু অসঙ্গত নয়। নেপালে এখনো পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধেরা সমানভাবে বিনায়ক-দেবতার পূজা ক'রে থাকেন। নেপালের মতো চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া ও এমন কি ইণ্ডিয়ান আর্কিপেলেগোতেও বিনায়কের

১০৫। সাধনমালা, ২য় ভাগ, পৃ° ৫৬২

১০৬। ঐ পৃ° ৪০৩

পূজা ঠিক এভাবেই করা হয়। মিঃ গ্রুন্‌ভেডেল্‌ (Mr. Grunwedal) বলেছেন: বৌদ্ধ বিনায়ক ও জাপানের বিনায়কিয়া অভিন্নই।[১০৭] নেপালে পশুপতি-নাথের মন্দিরে একটি প্রাচীন গণেশমূর্তি আছে; খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ওল্ডফিল্ড (Mr. Oldfild) বলেছেন: সম্রাট অশোকের কন্যা চারুমতী ঐ মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১০৮] তন্ত্রে ও পুরাণে আমরা ৫৪ রকমের গণেশের উল্লেখ পাই। মিঃ রাফ্লেস্‌ (Mr, Raffles) বলেছেন: জাভাতেও অনেক রকম গণেশের মূর্তি দেখা যায়। ময়ূরভঞ্জের রাজ্যেও অনেকগুলি গণেশের মূর্তি পাওয়া গেছে, তাঁদের দুই, চার, ছয়, আট অথবা ততোধিক হাত আছে।[১০৯]

শ্রদ্ধেয় প্রাচ্যার্ণব মহাশয় অনুমান করেন: স্কন্দ তথা কার্তিকেয় ও বিনায়ক গণেশ শিবপুত্ররূপে পরিচিত থাকায় বোঝা যায় যে, সমাজে দু'রকম ধর্ম-মতবাদের সম্প্রদায় ছিলেন। এক রকম সম্প্রদায়

১৭। Cf. Buddhist Art in India, পৃ° ১৮৩

১০৮। Cf. Nepal, Vol. II, পৃ° ১৯৮

১০৯। Cf. The Archaeological Survey of Mayurabhanja Vol. I, p, xxii—xiii.

যাঁরা বিনায়কের পূজক—তাঁরা নাগ-উপাসক ছিলেন, কেননা বিনায়ক বা গণেশের নাগোপবীত ও নাগের অলঙ্কারই তার পরিচায়ক। আর অপর সাধক-সম্প্রদায় যাঁরা স্কন্দ বা কার্তিকেয়ের উপাসক ছিলেন তাঁরা নাগ-উপাসনার একরকম বিরোধী ছিলেন, কেননা কার্তিকেয়ের বাহন নাগভক্ষণকারী ময়ূরই তার প্রমাণ। মন্ত্রোমহোদধিতে (২।৯২) বিনায়কের ধ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বালঙ্কারা ও অরুণোজ্জ্বল মূর্তি গণপতি-পত্নীও তার সঙ্গে রয়েছেন। যেমন,

'বিষাণাঙ্কুশরক্ষসূত্রঞ্চ পাশং দধানং
করৈর্মোদকং পুষ্করেণ।
সপত্ন্যাযুতং হেমভূষাভরাঢ্যং গণেশং
সমুদ্যদ্দিনেশামীড়ে॥'

বিনায়ক-সহচারিণী 'সমুদ্যদ্দিনেশাভাম্' অর্থাৎ প্রাতঃকালে উদীয়মান সূর্যের দ্যুতিবিশিষ্টা এবং বিনায়কও 'রক্তবর্ণং' ও সিন্দুরবর্ণ। বৌদ্ধ সাধন-মালায় বিনায়ককে আবার 'জটামকুটকিরীটিনম্' ও 'রক্তপদ্মে মূষিকোপরিস্থিতিম্' বলা হয়েছে। কাজেই একথা অতি সত্যি যে, বিনায়ক গণপতি

সূর্যেরই অভিন্ন রূপ। রাত্রির অন্ধকারবিধ্বংসী অংশুমালী সূর্য থেকে বিঘ্ননাশক গণপতির মূর্তি ও সাধনা পরবর্তীকালে কল্পনা করা হয়েছিল।

কার্তিকেয় সরস্বতী বা উষাদেবীর সহকারী। সরস্বতীকে আবার সন্ধ্যা তথা মহেশ্বরের সঙ্গেও কোথাও কোথাও তুলনা করা হয়েছে। কার্তিকেয় রণদেবতা ও আকুমার ব্রহ্মচারী। উষা সৃষ্টিরূপিণী অথবা জগতের চৈতন্যদায়িনী। উষার প্রকাশের পক্ষে রাত্রির অন্ধকার প্রতিবন্ধক, সুতরাং প্রকাশ দেবতা ও অন্ধকার শত্রু তথা অসুর। রাত্রির অন্ধকারকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে বিজয়মাল্য পরিয়ে উষাদেবীকে প্রকাশ করাতেই 'দৈত্যদর্পনিসূদন' দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সার্থকতা। তা ছাড়া কার্তিকেয় শক্তির যে অবতার তাও তাঁর প্রতীক 'শক্তি' থেকে প্রকাশ পায়। ভবিষ্যপুরাণে (১৩২।৩১) আবার স্কন্দকে 'স্কন্দঃ কুমাররূপঃ শক্তিধরো বর্হিকেতুশ্চ' বলা হয়েছে।

কার্তিকেয়ের আর এক নাম 'স্কন্দ'। সৌর উপাসকেরা স্কন্দকে সূর্যের অনুচর অথবা প্রতিনিধি

ব'লে মনে করতেন। স্কন্দেরও আর এক নাম 'স্রোষ'। ভবিষ্যপুরাণে (১২৪।২৪) তাই বলা হয়েছে,

'সুরসেনাপতিত্বেন স যস্মাদ্দীপ্যতে সদা।
তস্মাৎ স কার্তিকেয়স্তু নাম্না রাজ্ঞ ইতি স্মৃতঃ॥
স্রু গতৌচ স্মৃতো ধাতুর্যস্য স প্রত্যয়ঃ স্মৃতঃ।
গচ্ছতীতি বৃহস্তস্মাৎ পর্যায়াৎ স্রোষ উচ্যতে॥'[১১০]

মনীষী হগ্ (M. Haugh) বলেছেন: আবেস্তার 'স্রওষাবরেজ' ও 'স্রোষ" এক ও অভিন্ন। আবেস্তার বা পারসিকদের স্রওষাবরেজের হাতে শত্রুনাশের জন্যে কাঠের তরবারি আছে। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় সাধারণত শিবের পুত্ররূপে পরিচিত। কিন্তু পুরাণ ও মহাভারত (বনপর্ব° ২২৫।১৫-১৬) প্রভৃতিতে 'কুমারঃ রুদ্রপুত্রোঽগ্নিপুত্রশ্চ'—রুদ্র ও অগ্নিপুত্ররূপে কার্তিকেয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অমরকোষেও (১।১।৪২-৪৩) স্কন্দকে 'অগ্নিপুত্র' বলা হয়েছে।

পণ্ডিত হপ্‌কিন্স্ (W. Hopkins) বলেছেন: স্কন্দকে পিতামহ সনৎকুমারের পুত্র ব'লেও উল্লেখ করা হয়েছে। কেহ কেহ বলেন: স্কন্দ বা কার্তিকেয় মহেশ্বর, বিভাবসুরূপী অগ্নি, গঙ্গা, রেবতী

১১০। *The Archaeological Survey of Mayurbhanja*, Vol. I, p. XXI.

অথবা কৃত্তিকার পুত্র। স্কন্দকে গুহ, কুমার, পাবকি, মহাসেন ও সুব্রহ্মণ্য নামেও উল্লেখ করা হয়। শিবেরও আর এক নাম 'গুহ'। ছয়জন কৃত্তিকার পুত্র ব'লে স্কন্দের নাম কার্তিকেয়। অনেকের মতে স্কন্দের পত্নী 'দেবসেনা' এবং ভগ্নির নাম 'দৈত্যসেনা'। কিন্তু অনেক পুরাণে স্কন্দ বা কার্তিকেয়কে কুমার অর্থাৎ আকুমার ব্রহ্মচারী বলা হয়েছে। দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে ষন্মুখ, ষড়বক্ত্র ও ষড়ানন প্রভৃতি নামে অভিহিত[১১১] করা হয়, কেননা কারো কারো মতে ছয়জন কৃত্তিকা স্কন্দকে লালন-পালন করেছিলেন। কোন কোন পুরাণে স্কন্দকে স্বাহা ও স্বধার সঙ্গে অভিন্ন ক'রে ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মেসয়, ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মজ প্রভৃতি ছয়টি অগ্নি-শিখার প্রতীক ষড়ঋষি ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বহু মস্তক, মুখ ও হস্ত-পদযুক্ত বলা হয়েছে।[১১২]

১১১। কার্তিকেয়কে ষড়ানন বলা হয়, কারণ তাঁর ছয়টি মুখ ছয়দিকে বিস্তৃত। ছয়টি দিক ছয়টি ঋতুর নিদর্শন। ব্রাহ্মণেও আছে: 'ঋতবো বৈ দিশঃ প্রজননঃ' (গো° উ° ৬।১২)।

১১২। Cf. Hopkins: Epic Mythology, পৃ° ২২৭

হপ্‌কিন্স্‌ আবার বলেছেন : "The 'holiest night' is Kartiki' (3. 182. 16). As the association of six-faced Skanda with six mother-stars seems as old a tract as any, it may be well to derive the name Kartikeya from the stars themselves, who are the divinity of the Sword (War) and regents directly of War * *."[১১৩] কৃত্তিকারা রণদেবী, এজন্যে কৃত্তিকাদের পুত্র কার্তিকেয়ও যুদ্ধের তথা দেবসেনাপতি।

শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয় বলেছেন : কার্তিকেয়ের পূজা ও উপাসনার প্রচলন বেশ প্রাচীন। ললিতবিস্তরে স্কন্দের সঙ্গে শিব, নারায়ণ, কুবের, চন্দ্র, সূর্য, বৈস্রবন, চক্র, ব্রহ্মা ও লোকপাল প্রভৃতির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। উড়িষ্যায় ময়ূরবাহন সুব্রহ্মণ্যের পাথরের মূর্তিও অনেক পাওয়া গেছে। কিন্তু মনীষী হপ্‌কিন্স বলেন : সুব্রহ্মণ্য নাম স্কন্দ বা কার্তিকেয়ের

১১৩। *Ibid*, পৃ° ২৩০

দক্ষিণী নাম, কোন পুরাণে ঠিক এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না ('He is not called Subrahmanya in any epic passage')। সারদাতিলকতন্ত্রে (১১শ অ°) এই সুব্রহ্মণ্যের যে 'সিন্দূরারুণকান্তিমিন্দুবদনং * * সুব্রহ্মণ্যমুপাস্মহে প্রণমতাং ভীতিপ্রণাশোদ্যতম্' ব'লে ধ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায় তার সঙ্গে কার্তিকেয়ের সাধারণ 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্, * * প্রসন্নবদনং দেবং সর্বসেনাসমাবৃতম্' প্রভৃতি রূপের ঠিক মিল পাওয়া যায় না—যদিও সুব্রহ্মণ্যের 'শক্তি-কুক্কুটধরং' ও কার্তিকেয়ের 'শক্তিহস্তং' বা 'ময়ূরোপরি সংস্থিতম্' কথাগুলির মিল কিছু কিছু অংশে পাওয়া যায়।

স্কন্দ বা কার্তিকেয় ও গণপতিমূর্তির রূপভেদ পুরাণে ও ভারতীয় ভাস্কর্যে পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে বার, চার ও দু'হস্তবিশিষ্ট স্কন্দমূর্তির উল্লেখ আছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে বার হস্তযুক্ত কার্তিকেয়ের একটি মূর্তি রক্ষিত আছে। গণপতি বা গণেশের রূপভেদও অনেক; যেমন নৃত্যশীল গণপতি এবং অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ গণেশমূর্তি। তা ছাড়া

পঞ্চবক্ত্র-গণপতির মূর্তিও পাওয়া যায়। ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যে খননের সময়ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গণপতির বিভিন্ন হস্তযুক্ত মূর্তি মাটির ভেতর থেকে পেয়েছিলেন।

তিন

দেবী দুর্গার পূজা যে সুপ্রাচীন তথা প্রাগ্বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে, আর এ দেবীপূজা কেবল ভারতবর্ষেই নয়—পৃথিবীর সমস্ত দেশে সকল জাতের ভেতর কোন-না-কোন আকারে অনুষ্ঠিত হ'য়ে আস্‌ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমানে দেবী দুর্গার যে রূপ ও মূর্তি আমরা দেখি এই পরিণতির আগে তাকে বিকাশের অনেক স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। বর্তমানে যে প্রতিমাপূজা আমরা করি এর ইতিহাসও একেবারে আধুনিক নয়।

অনেকের মতে প্রতিমা বা প্রতিমূর্তি-রচনার কল্পনা আসে বৌদ্ধ স্তূপ থেকে। কারণ স্তূপকে বৌদ্ধেরা বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তেন, তাই বুদ্ধদেবের সময় থেকেই স্তূপ তার অর্ঘ্য পেয়ে

আসছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্যও উল্লেখ করেছেন: 'The Buddhist universe is represented by a Stupa and the Stupas received worship from the Buddhists from the life-time of Buddha down the present day.'[১১৪] কিন্তু স্তূপ প্রকৃতপক্ষে বৈদিক যূপেরই প্রতিমূর্তি। বৈদিক যুগে যূপকে সূর্যের আসনরূপে কল্পনা করা হত। সুতরাং বৌদ্ধযুগের অনেক আগে সমগ্র বৈদিক সমাজে যজ্ঞের সময় যূপপূজার প্রচলন ছিল। বেদে প্রতীক-উপাসনার কথা আছে। তবে মাটি, কাঠ বা পাথরের তৈরী কোন প্রতিমূর্তির প্রচলন বৈদিক যুগে ছিল কিনা বলা কঠিন। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅসিতকুমার হালদার বলেছেন: অতি প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থ ঋক্‌বেদে দেবতাদের প্রতিমূর্তির বর্ণনা আছে,[১১৫] যদিও তার কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া কঠিন। বেদে বরুণ, সূর্য,

১১৪। Cf.. Introduction to the Indian Buddhist Iconography (1924)।

১১৫। ভারতের শিল্পকথা, পৃ° ৬৭

পৃথিবী, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের নাম ও মহিমার কথা পাওয়া যায়। বৈদিক যজ্ঞে অগ্নিকে দেবতা জ্ঞান ক'রে ধ্যানের কথাও পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের পাণিনির ব্যাকরণ ও পতঞ্জলির মহাভাষ্যে দেবপ্রতিমার উল্লেখ আছে। রামায়ণ, মহাভারতের যুগেও প্রতিমূর্তির প্রচলিন ছিল। রামায়ণে সীতার বনবাসের পর রামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ-যজ্ঞ ক'রেছিলেন তখন স্বর্ণসীতা রচনাও মূর্তি-প্রচলনের একটি নিদর্শন। লঙ্কার অশোক-বনেও সীতার মৃন্ময় মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পার সভ্যতায় মাটির সিলমোহরের ওপর জন্তু-জানোয়ারদের মূর্তি খোদাই করা আছে। হারাপ্পার একটি পোড়ামাটির তৈরী সিলের মধ্যে ধরিত্রীমাতার প্রতিমূর্তি, উপাসকদের মূর্তি আসন-পিঁড়ি হ'য়ে বসা, একটি তেপায়া মঞ্চাসনে বসা মূর্তি, মাতৃমূর্তি প্রভৃতি অনেক ছোটখাট ভাস্কর্যকলার নমুনা পাওয়া গেছে।[১১৬] এছাড়া হারাপ্পায় একটি ভগ্ন নারীমূর্তি, মহেঞ্জোদড়োতে নাসাগ্রদৃষ্টি শিব-

১১৬। ভারতের শিল্পকথা, পৃ° ৫৫

পশুপতির মূর্তির নিদর্শন সুপ্রাচীন সমাজেও যে প্রতিমা তথা প্রতিমূর্তির প্রচলন ছিল একথা জানিয়ে দেয়।

গান্ধার ভাস্কর্যেই প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে, কাজেই গান্ধার-ভাস্কর্যই একমাত্র আদিম একথাও অনেকে বিশ্বাস করেন। গান্ধার-ভাস্কর্যের নমুনা আফগানিস্তান ও পশ্চিম পাঞ্জাবেই পাওয়া গেছে।[১১৭] শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্যও বলেছেন: গান্ধার-শিল্পেই প্রথমে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে পাওয়া যায়। মিঃ ফুশের (A. Foucher) অভিমতও তাই।[১১৮] কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী তাঁর *The Antiquity of the Buddha Image: The Cult of the Buddha* বইয়ে এ সিদ্ধান্ত ঠিক গ্রহণ করতে

১১৭। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture, পৃ° ১১

১১৮। মিঃ শিবরাম মূর্তি বলেছেন: লঙ্কাবতার-সূত্রে শিল্পের কথা আছে যেখানে বুদ্ধ নিজে চিত্রাচার্য হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ('Where Buddha likens himself to a Chitracharya in his teaching attitude'):—Cultural Heritage of India, Vol. III, পৃ° ৫৫৯

পারেন নি। তিনি বলেছেন : বুদ্ধের আদি-মূর্তি রচনার কৃতিত্বকে যে গান্ধারের গ্রীক শিল্পীদের ঘাড়েই চাপাতে হবে এমন কোন কথা নেই। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের কয়েক শতাব্দী পরেই বুদ্ধের কোন রকম বাস্তব মূর্তি (anthropomorphic representation) তৈরী না ক'রেও প্রতীক ইত্যাদি দিয়ে বুদ্ধের উপস্থিতিকে বোঝানো হ'ত আর সাঁচির ও ভারহুঁতের প্রস্তর-শিল্পই তার নিদর্শন। বরং মথুরা-শিল্পেই বুদ্ধের আদি মূর্তি-নির্মাণের হদিশ পাওয়া যায়। অনেকে মূর্তিশিল্পের বয়স্ বল্‌তে চান দু'হাজার অথবা আড়াই হাজার বৎসর মাত্র। অনেকের মতে পিতৃপুরুষদের পূজা থেকেই (ancestral worship) মূর্তিশিল্পের উদ্ভব হয়েছে। অনেকে আবার মূর্তিশিল্পকে বৈদিক দেখাবার জন্যে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে মৃত-সৎকারের উদ্দেশ্যে স্তন্ত অথবা পৃথ্বীদেবীর আহ্বানকে এই মূর্তিশিল্প-নির্মাণের কারণ বলেন।

অমরাবতীর শিল্পও গান্ধার-শিল্পের সমসাময়িক। গান্ধারের পরই মথুরা-শিল্প ও তারপর সারনাথ,

মগধ ও তন্ত্রযুগে বাংলা, জাভা ও নেপালের শিল্পকলার নাম করা যায়। ১ম শতাব্দী থেকে আরম্ভ ক'রে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত অজন্তার চিত্রশিল্পের এবং ইলোরা ও অন্যান্য বৌদ্ধ গুহাগুলির মূর্তিশিল্পের বিকাশও উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅসিতকুমার হালদার বলেছেন: ভারতীয় ভাস্কর্য প্রধানতঃ দুরকম: প্রথমটি প্রতিমারূপে পূজা পেত ও দ্বিতীয়টি মন্দিরের গায়ে খোদাই করা মন্দিরের শোভা-বর্ধনের জন্যে হত। মন্দিরের গায়ে সাধারণত রাহু, কেতু, কুবের, ইন্দ্র, কিন্নর, গন্ধর্ব প্রভৃতি দেবতা ও উপদেবতাদের মূর্তি থাকৃত মন্দিরের রক্ষক-দেবতা হিসাবে। দ্বারদেশে মাঙ্গলিক দেবতা গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি থাকৃত সারনাথ, অমরাবতী, ভারহুৎ, সাঁচী, মথুরা ও গুণ্টুর (মান্দ্রাজ) প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন মৌর্য, কুশান ও কনিষ্কযুগীয় ভাস্কর্যের বহু নমুনা দেখা যায়। মধ্য ভারতে নাচ্‌না-কাট্‌রা, বিওয়া, ছত্রপুর প্রভৃতি বুন্দেলখণ্ডের নানাস্থানে গুপ্তবংশীয় রাজাদের সময়কার পাথরের মূর্তি অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে।[১১৯] স্যার জন্

১১৯। ভারতের শিল্প-কথা, পৃ° ৬২—৬৩

মার্শাল ও স্মিথ প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা আবার সকল ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যে গ্রীক প্রভাবের (Hellenistic influence) নিদর্শনই লক্ষ্য করেন। স্বর্গীয় গৌরাঙ্গমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর *Hellenism in Ancient India* বইয়ে গ্রীক-প্রভাবের মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি। শ্রীঅসিতকুমার হালদার বলেছেন : ডা॰ কুমারস্বামী তাঁর *The Origin of the Buddha Image* নিবন্ধে বলেছেন যে, কুশানযুগের শিল্পীরা প্রাচীনতম মূর্তি-চিত্র প্রণালীকে অবলম্বন ক'রেই বুদ্ধের প্রতিকৃতি প্রথমে রচনা করেছিলেন, তার জন্যে গ্রীক সভ্যতার আবহাওয়া বা শিক্ষার প্রয়োজন হয়নি তাঁদের।[১২০] তবে এক ভারতের ভেতরেই যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের ভেতর মূর্তি-বিনিময় ও অনুকরণের পর্ব ঘটেছিল তার উদাহরণ যেমন, জৈনেরা হিন্দুদের কাছ থেকে ধার করেছিলেন ব্রহ্মা, কার্তিক, কুবের, গৌরী, অম্বিকা, ইন্দ্র প্রভৃতিগুলিকে আর বৌদ্ধদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন যজ্ঞেশ্বর, বজ্রশৃঙ্খলা,

১২০। ভারতের শিল্প-কথা, পৃ° ৬৮-৯৬

গান্ধারী, শ্যামা, ও অপরাজিতা প্রভৃতিকে। সেরকম হিন্দুরা আবার বৌদ্ধদের কাছ থেকে নিয়েছেন সেসব দেবতাদের যাঁরা মহাচীনতারা (?), জঙ্গলী, বজ্রযোগিনী তারা, মনসা ছিন্নমস্তা প্রভৃতি নামে হিন্দুসমাজে এখনো পূজা পেয়ে আসছেন, আর বৌদ্ধেরা হিন্দুদের কাছ থেকে ধার করেছেন গণপতি, সরস্বতী, মহাকালী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি দেবতাগুলিকে। শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাই বলেছেন : 'The Jains and the Buddhists alike borrowed Hindu gods in their earlier stages but in the Tantric age, the Buddhist gods were commonly exploited.'[১২১] শুক্রনীতি,

১২১। The Indian Buddhist Iconography, p.i. এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, কয়েকজন পণ্ডিতের অভিমত : হিন্দুরাই বৌদ্ধদের কাছ থেকে দেবদেবীদের নিছক ধার করেছেন যার জন্যে অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর, প্রজ্ঞাপারমিতা, বজ্রযোগিনী, আর্যতারা, বাগীশ্বরী, মঞ্জুশ্রী, হেবজ্র, হারীত, মারীচি, অক্ষোভ্য, পর্ণশবরী প্রভৃতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বাশুলী শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি নামে ছদ্মবেশে হিন্দুদের বাড়ীতে বাড়ীতে আজও পূজা

মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর, চিত্রলক্ষণ তিলকমঞ্জরী, কুট্টনীমত, হরবিজয়, কামশাস্ত্র, অভিলষিতার্থচিন্তামণি,

পাচ্ছেন। কিন্তু স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর ইংরাজী 'ললিতবিস্তর' পুস্তকে (পৃ° ৮) স্পষ্টভাবে এই মতের বিপক্ষে বলেছেন: 'The names of most of their divinities are taken from the Hindu Pantheon', অর্থাৎ বৌদ্ধেরাই বরং তাঁদের অধিকাংশ দেবদেবীকে হিন্দুদের কাছ থেকে ধার করেছেন। এ ছাড়া আর একটি কথা যে, মহাবাস্তুতে আছে, বুদ্ধদেব তাঁর মায়ের সঙ্গে যখন জন্মের পর কপিলাবস্তুতে আসেন তখন শাক্যদের শাক্যবর্ধণ-মন্দিরে 'অভয়া' দেবীর পাদ বন্দনা করেছিলেন। স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য শ্রীভারতীতে (আশ্বিন ১৩৪৭) তাঁর 'বুদ্ধমতের আভাষ' প্রবন্ধে বলেছেন: এই অভয়াদেবী নাকি দুর্গাদেবীরই নামান্তর। তাই দুর্গাদেবীকে অনেকে আবার বেদোত্তর যুগের দেবতা ব'লেও মত প্রকাশ করেন। কিন্তু একথার কোন ভিত্তি নেই। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এর উপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন। ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'দুর্গা' নামক প্রবন্ধে দেখা যায়, প্রবন্ধকার বেদ ও উপনিষদে কোথায় কোথায় 'দুর্গা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৩৪৫ সালে বসুমতীতে (আশ্বিন সংখ্যা) শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

প্রতিমালক্ষণ প্রভৃতি এবং নেপালে প্রাপ্ত দশতালন্যায়-পরিমণ্ডলবুদ্ধপ্রতিমালক্ষণ, সম্বুদ্ধবশিষ্ট-প্রতিমালক্ষণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের বিবরণ ও নীতির উল্লেখ আছে।

দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি-রচনার কালও ঠিক জানা যায় না। স্বরোচিষ মনুর সময়ে মেধস আশ্রমে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য নদীতীরে দেবী দুর্গার মাটির মূর্তি রচনা ক'রে পূজার শেষে মূর্তি নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়েছিলেন একথা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পাওয়া যায়। স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিষ, উত্তমৌজা, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ এই ছজন মনুর পরে সপ্তম সাবর্ণি-মনুর রাজত্বকাল। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে পাওয়া যায়ঃ 'স্বরোচিষেঽন্তরে পূর্বং চৈত্রবংশ-সমুদ্ভবঃ। সুরথো নামো রাজাভূৎ সমস্তে

'বেদে পৌরাণিক দেবতা' প্রবন্ধে শিব, গৌরী, কার্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য এই দেবতারা যে নিছক বৈদিক তা প্রমাণ করেছেন। এছাড়া ঐ সংখ্যার বসুমতীতে শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন শাস্ত্রী মহাশয় 'ঋগ্বেদে শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা' প্রবন্ধে ঋগ্বেদ (৪।৪০।৫) থেকে দুর্গাপূজার প্রমাণ দেখিয়েছেন।

ক্ষিতিমণ্ডলে।' শ্রীমতী শ্রুতিদেবী বলেছেন: 'আচার্য ঋষিগণ নবগ্রহের যে মূর্তি কল্পনা ক'রে পূজা করতেন সে মূর্তিগুলিকে রূপান্তরিত ক'রে সুরথ রাজা বাসন্তীপূজার আয়োজন করেন। সবিতার প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার রূপ-কল্পনাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সবিতা বা সূর্যকে দুর্গামূর্তিতে পরিবর্তন করতে।'[১২২] শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখেছেন: ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইন্দ্রের দুর্গাপূজার কথা ও দেবীভাগবতে (৩।৩০।২।৫) বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ যে নবরাত্রব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন তার উল্লেখ আছে। তিনি নজির তুলে দেখিয়েছেন: 'প্রথমে পূজিতা স চ কৃষ্ণেণ', 'মধুকৈটভভীতেন ব্রহ্মণা স দ্বিতীয়তঃ', 'ত্রিপুর-প্রোষিতেনৈব তৃতীয়া ত্রিপুরারিণা', 'ভ্রষ্টাশ্রিয়া মহেন্দ্রেণ * * চতুর্থে পূজিতা দেবী * *'; অর্থাৎ প্রথমে বিষ্ণু. দ্বিতীয় বারে মহাদেব, তৃতীয় বারে ব্রহ্মা ও চতুর্থ বারে ইন্দ্র দুর্গাপূজা করেছিলেন। দেবী

১২২। 'দেহ ও মন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শারদোৎসব ও শারদীয়া তত্ত্ব' প্রবন্ধ।

ভাগবতের (৩০।৩০।২১) মতেও তাই। অনেকের মতে রাজা কংসনারায়ণই বর্তমান ধরণের দুর্গামূর্তির প্রথম প্রচলন করেন। স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর 'দুর্গোৎসব-তত্ত্ব' ও 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' বই দুখানিতে দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি-রচনার খুঁটিনাটি বিধির উল্লেখ করেছেন। রঘুনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক। রঘুনন্দন তাঁর বইদুখানিতে বহু প্রমাণপঞ্জী ভবিষ্য, বৃহন্নন্দিকেশ্বর ও কালিকাপুরাণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বাসন্তীদুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি-রচনার কথা আছে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেন। এতে যদিও রঘুনন্দনের বিধির সঙ্গে জায়গায় জায়গায় অমিল আছে তবু মৃন্ময়ীমূর্তির বিবরণ অনেকটা একই রকমের। জীমূতবাহনও তাঁর 'দুর্গোৎসবনির্ণয়' বইয়ে দুর্গামূর্তির বিবরণ দিয়েছেন। তিনজনের বই থেকে শূলপাণিও তাঁর দুর্গোৎসববিবেকে' দুর্গামূর্তির পরিচয় দিয়েছেন।[১২৩] মহাভারতের বনপর্বে (৩০শ অ°) রামচন্দ্রের নবরাত্রব্রতের অনুষ্ঠানের কথা আছে। মহাভাগবতে

১২৩। 'ভারতী', ১ম সংখ্যা (১৩৪৬), পৃ° ১-১, ৬-৭

(৩৬-৮৪ অ°), কালিকাপুরাণে (৬০ অ°) ও দেবীভাগবতে (৩য় সর্গ ২৭-৩০ অ°) রামচন্দ্রের নবরাত্রব্রতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মহাভারতে যুধিষ্ঠির ও অর্জুন প্রভৃতি যে বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন সে কথারও উল্লেখ আছে।[১২৪] এছাড়া, শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় আবার বলেছেন: মহাভারতে অর্জুনের স্তবে জানা যায় দেবীর নাম ব্যাঘ্রাননা, মন্দারবাসিনী, সিদ্ধসেনানী, কুমারী, কালী, কপালী, কাত্যায়নী, উমা, শাকম্ভরী ও কৌশিকী। মহাভারতে আছে: 'মহিষাসৃক্-প্রিয়ে নিত্যং কৌশিকি পীতবাসিনী। অট্টহাসে কোকমুখে নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে' (ভীষ্মপর্ব°, ২৩শ অ°)। "কোক-শব্দের অর্থ বৃক, ব্যাঘ্র। * * কোক অতি প্রাচীন শব্দ। বেদেও ইহার প্রয়োগ আছে। ঋক্° ৭।১০৪।২২, ৫।২৩।৪ মন্ত্রে 'কোক্' শব্দ আছে। এই শব্দের বৈদিক অর্থ অতি ভীষণ জন্তু—ব্যাঘ্র হওয়া অসম্ভব নয়।"[১২৫]

১২৪। শ্রীভারতী, ২য় সংখ্যা (১৩৪৬), পৃ° ১১০—১১১

১২৫। ঐ, পৃ° ১১২

চার

দেবী দুর্গার প্রতিমা সূর্য থেকে কল্পিত হ'লেও বর্তমান বিকাশে উপনীত হ'তে তাকে বৃক্ষ, যূপ, স্তম্ভের ভেতর দিয়েই প্রতীক ও প্রতিমার রূপে এসে উপস্থিত হ'তে হয়েছে। আদিম সমাজে বৃক্ষপূজার প্রচলন যে ছিল তার নিদর্শন হিন্দুসমাজে এখনো রয়েছে। বৈশাখ মাসে অশ্বত্থ অথবা বটবৃক্ষে জলদান, বিল্ববৃক্ষ ও তুলসীবৃক্ষের পূজা, বিল্বপত্রে শিবপূজা, নারায়ণ-শিলায় তুলসী পত্র দান, দেবতার পূজায় দূর্বা প্রভৃতির ব্যবহার, পঞ্চবটী রোপণ ও নবপত্রিকার পূজা এসমস্তই রক্ষণশীল (conservative) হিন্দুসমাজে আদিম রীতিনীতির নিদর্শন। হার্বার্ট স্পেন্সার ও ফ্রয়েড এই আদিম পুরাতন রীতিনীতির পুনরাবৃত্তিকে 'টোটেম ও ট্যাবু'-র (Totem and Taboo) প্রচলন বা উপাসনা বলেছেন। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ দেবীপূজায় যে নবপত্রিকার পূজা ও ব্যবহার হয় তাকেও তাই 'টটেম-বৃক্ষ' বলেছেন: "The worship of Kula-tree

may also be regarded as a remnant of primitive totemism, for *Kula* also denotes family and *Kulataru* may be translated as 'totem-tree".[১২৬] বৃক্ষ-পূজাই কালে স্তম্ভ অথবা যূপে (stake) ও স্তূপে রূপান্তরিত হয়েছে আর এজন্যে যূপ ও স্তূপ সূর্যের প্রতীক বা প্রতিনিধি। ব্রাহ্মণসাহিত্যেও উল্লেখ আছে : 'স্তূপ এবাস্য (যজ্ঞস্য) যূপ.' (শত° ব্রা° ৩।৫।৩।৪), 'আদিত্যো যূপঃ' (তৈ° ব্রা° ২১।৫।২), 'অসৌ বা অস্য (অগ্নিহোত্রস্য কর্তুঃ) আদিত্যো যূপঃ' (ঐতরেয় ব্রা° ৫।২৮)। বৃক্ষ, স্তম্ভ বা যূপ ও স্তূপ এরা সূর্যেরই প্রতীক হওয়ায় দুর্গাও আসলে রূপান্তরিত সূর্য অথবা মিত্রপূজাই।

বর্তমানে শ্রীদুর্গার বিচিত্র মূর্তি রচনা করায় প্রত্যক্ষ-ভাবে সূর্যদেবতার পূজা করা হয় না বটে, কিন্তু সূর্যের অনুকল্প ও তার কল্পিত যে বৃক্ষ বা যূপ তার পূজাকে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান থেকে এখনো বাদ দেওয়া হয়নি। হিন্দুজাতি যে রক্ষণশীল, অর্থাৎ

১২৬। The Indo-Aryan Races, পৃ° ১৩৫-১৩৬

হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতির ভেতর যা-কিছু পুরাতন ও পবিত্র তাকে যে কোন আকারে হোক রক্ষা করার যে আকুলতা তার নিদর্শন পাই আমরা দুর্গাপূজার ভেতর বিল্ববরণে, বিল্ববৃক্ষের পূজায়, বিল্বশাখার ছেদনে, নবপত্রিকার পূজা প্রভৃতিতে। দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন নবমী-বোধন শেষ ক'রে বিল্ববৃক্ষাদির পূজার বিধি আছে। ষষ্ঠীর বোধনপ্রয়োগের সংকল্পে দেখা যায়, সায়ংকৃত্য শেষ ক'রে ও বিল্ববৃক্ষের সামনে উত্তরাস্য হ'য়ে বসে স্বস্তিবাচন করতে হয়। স্বস্তিবাচনে বলা হয়েছে : 'ও কর্তব্যেঽস্মিন্ বিল্ববৃক্ষে বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা-মহাপূজাকর্মাঙ্গভূত শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ বোধনকর্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।' তারপর সংকল্প-মন্ত্র। এই সংকল্প-মন্ত্রেও উল্লেখ করা হয়েছে : 'বিষ্ণুরোম্ * * শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গা-মহাপূজাকর্মণি বিল্ববৃক্ষে শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ বোধনকর্মাহং করিষ্যে'। ষোড়শোপচারে পূজার পর 'ওঁ বিল্ববৃক্ষায় নমঃ' মন্ত্রে বিল্ববৃক্ষের পূজার বিধি আছে। তারপর দেবীর বোধনের জন্যে মন্ত্রপাঠ করতে হয় এই ব'লে : 'ঐ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।

* * দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি যথাসুখম্।' ঐ মন্ত্র আবার অধিবাসের বিধিতেও আছে এবং বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ ক'রে ঐ অধিবাস-মন্ত্র পাঠ করতে হয়। সেই অধিবাস-মন্ত্রেও দেখা যায় বলা হয়েছে : 'ভগবদ্দুর্গায়াঃ নব-পত্রিকায়াশ্চ'। বিল্ববৃক্ষকে পূজা ক'রে তার শাখাচ্ছেদন করবার বিধি আছে। সেই শাখাচ্ছেদনে দেখা যায় উল্লেখ করা হয়েছে,

'ওঁ বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শংকরপ্রিয়ঃ।
গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গাপূজাং করোম্যহম্॥
শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্যং ত্বয়া প্রভো।
দেবৈর্গৃহীত্বা তে শাখাং পূজ্যা দুর্গেতি বিশ্রুতিঃ॥'

পরে অস্ত্রের সাহায্যে বিল্বশাখা ছেদন ক'রে পাঠ করতে হয় : '* * বিল্ববৃক্ষং সমাশ্রিত্য * *। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ!' তারপর ঐ বিল্বশাখা ও নবপত্রিকাকে নিয়ে পূজামণ্ডপে প্রবেশ করার বিধি আছে।

নবপত্রিকা দেবী দুর্গার প্রতিনিধি। নব-পত্রিকার চারদিকে শ্বেত-অপরাজিতা লতা ও

হরিদ্রাক্ত ডোরক দিয়ে বাঁধার নিয়ম আছে। একটি দর্পণের সঙ্গে বিল্বফল রাখারও বিধি আছে। বিল্বফল সূর্যের প্রতীক ('বিল্বং জ্যোতিরিতি আচক্ষতে')। বিল্ববৃক্ষ আবার সূর্যের আসনরূপে কল্পিত। কল্পারম্ভের প্রথমে দেবীর মুখ-প্রক্ষালনের জন্যে যে দন্তকাষ্ঠ (দাঁতনকাঠি) দেওয়া হয় তাও আট আঙ্গুল পরিমিত বিল্বকাষ্ঠের। এছাড়া, 'ওঁ চণ্ডিকে চল চল চালয় চালয় শীঘ্রং ত্বমম্বিকে পূজালয়ং প্রবিশ। ওঁ উত্তিষ্ঠ পত্রিকে দেবি অস্মাকং হিতকারিণি' প্রভৃতি মন্ত্রে সম্বোধন ক'রে নবপত্রিকাকে দেবী জ্ঞান করতে হয়। নবপত্রিকা বলতে আমরা বুঝি: 'রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িম্বী। অশোকমানকশ্চৈব ধান্যশ্চ নবপত্রিকা।' এই নবপত্রিকার আর এক নাম 'কুলবৃক্ষ'। শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীতে বলা হয়েছে: 'তিষ্ঠন্তি কুলযোগিন্যঃ সর্বেষ্বেতেষু সর্বদা'; অর্থাৎ যোগিনীরা এই কুলবৃক্ষে সর্বদা বাস করেন। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বলেছেন: 'The Kula-Yoginis dwelling in Kula-trees were originally minor

vegetation-spirits.'[১২৭] শস্যোৎপাদিনী দেবী দুর্গা স্বয়ং এই কুলবৃক্ষদের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং যোগিনীরা দেবীর সহচরী।

স্বামী শংকরানন্দ বলেছেন: 'ব্রাহ্মণসাহিত্যে আমরা বিল্ব, খদির, উডুম্বর, পলাশ প্রভৃতি গাছের নাম শুনি। ব্রাহ্মণে উল্লেখ করা হয়েছে: 'বিল্বই জ্যোতি', 'বিল্ববৃক্ষের জন্ম হ'লে তা থেকে প্রথম ফল উৎপন্ন হ'ল এবং একে দেখতে জ্যোতির্ময়', 'খদিরবৃক্ষ থেকে সোমের উৎপত্তি, যেহেতু একে পাওয়া অথবা খাওয়া যায় এজন্যেই এর নাম খদির', 'প্রজাপতির অস্থি থেকে খদিরের জন্ম, আর তাই তা শক্ত', 'উডুম্বরও প্রজাপতি থেকে জন্মলাভ করেছে', 'প্রজাপতির মাংস থেকে পলাশের জন্ম, তাই লালবর্ণের রসে তা পরিপূর্ণ', 'পলাশ বনস্পতির ব্রহ্মবর্চস জ্যোতি', 'ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাই পলাশ', 'অগ্নিই বনস্পতি', 'প্রাণই বনস্পতি' প্রভৃতি। সুতরাং দেখা যায় যে, খদির, উডুম্বর, পলাশ প্রভৃতি গাছ প্রকৃত-

১২৭। The Indo Aryan Races, পৃ° ১৩৬
১২৮। 'তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ।'—পুরোহিতদর্পণ

পক্ষে জ্যোতি ও সূর্যই।[১২৯] তিনি পুনরায় বলেছেন : 'আরো অনেক দেবতা (Sylvan deities) আছেন যাঁদের ভিন্ন ভিন্ন নামে হিন্দু মুসলমান উভয়েই আজ পর্যন্ত পূজা ক'রে আস্‌ছে। হিন্দুদের বনদুর্গা তার উদাহরণ। মুসলমান যাঁরা সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে বাস করেন তাঁরাও বনবিবি, বনপীর অথবা বুনোপীরের পূজা করেন। দেবীদুর্গা বিল্ববৃক্ষে বাস করেন, কেননা পূজার সময় তাঁকে বিল্ববৃক্ষ থেকে আবাহন ক'রে মন্দিরে অথবা পূজামণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হয়। দেবী দুর্গার প্রিয় বৃক্ষই নবপত্রিকা।'[১৩০]

তন্ত্রশাস্ত্রে কুলবৃক্ষের নাম কল্পবৃক্ষ, কল্পলতিকা বা সুরতরু। এই কল্পবৃক্ষের অধিবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। প্রাণতোষিণীতন্ত্রে (পৃ° ২৫৭) উল্লেখ করা হয়েছে : 'মূলে ব্রহ্মা বসতি ভগবান্ মধ্যভাগে চ বিষ্ণুঃ। অগ্রে শম্ভুঃ পশুপতিঃ রজো-

১২৯। Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus (1946), Vol. I, পৃ° ১০৬

১৩০। ঐ

রুদ্র বরের্যঃ। তস্মাৎ লিঙ্গং সুরতরুং স্থাপয়েৎ।' শিবলিঙ্গকে এখানে সুরতরু ব'লে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কুলবৃক্ষ অথবা কল্পবৃক্ষ থেকে স্তম্ভ বা যূপের সৃষ্টি। যূপ থেকে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি। বৃক্ষ এবং যূপকে সূর্যের আসনরূপে কল্পনা করা হত,[১৩১] সুরতরুরূপী শিবও তাই সূর্য বা অগ্নি।

বেদে বৃক্ষপূজার উল্লেখ আছে। যজুর্বেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে: 'তোমার পিতামাতা তোমাকে বৃক্ষ-শিখরে স্থাপন করছে'। এখানে সূর্যকেই সম্বোধন করা হয়েছে। দ্যাবাপৃথিবীই সূর্যের পিতামাতা। পৃথিবী অদিতি ও দৌ আকাশ। বৈদিক যুগের গোড়াকার দিকে এ রকম ধারণা মানুষের ভেতর ছিল। পৃথিবীগর্ভ থেকে সূর্য আকাশে প্রতিদিন উঠতো অর্থাৎ জন্মাতো যে, সূর্যকে একটা ফুলের সঙ্গেও কল্পনা করা হত।

১৩১। 'In the dawn the sun was greeted and offered a seat. This seat was called the Yupa. The literal meaning of the word *Yupa* is 'one that joins'. As a seat, the Yupa joins the sun to it.'—Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus, Vol. I, পৃ° ১২

স্বামী শংকরানন্দ তাই বলেছেন : 'It looked like a flower. As the flower requires a stem to rest on, this solar flower also needs a stem to support it. But no such stem is visible. So they thought that the tree is invisible one.'[১৩২] জ্যোতির্ময় সূর্যকে ফুল রূপে কল্পনা করা হ'ত, আর তা থেকে ঔপনিষদিক যুগে আত্মাকে হৃদয়ে স্থিত পদ্মরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আকাশের সূর্যকে জীব-জন্তুর হৃদয়ে চৈতন্যময় আত্মার সঙ্গে অভিন্ন ব'লেও কল্পনা করা হয়েছে।

স্বামী শংকরানন্দ প্রমাণ করেছেন : ভারতবর্ষের বাইরেও বৃক্ষপূজার প্রচলন ছিল এবং বৃক্ষ অথবা যূপকে সর্বত্র সূর্যের আসন ব'লে কল্পনা করা হ'ত। এ্যাসিরিয়ার চিত্রে সূর্য ডানাওয়ালা এবং সেই সূর্য পবিত্র গাছের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখানো হয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি লেট্‌দেরও (Letts) এ রকম পবিত্র বৃক্ষ (সুরতরু) ছিল। তাদের

১৩২। Ibid., Vol. I (1946), পৃ° ১০৭

প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : একটি বড় ওক্, আপেল অথবা গোলাপগাছের কথা লেট্‌দের গানে উল্লেখ আছে। সূর্যকে তারাও গোলাপ ফুল অথবা সোনার আপেল ব'লে কল্পনা করত। হিব্রুরাও তাই। তাদের ভেতরও একটি স্বর্গীয় গাছের (celestial tree) কল্পনা আছে এবং সে গাছে জ্ঞানের ফল (fruit of wisdom) জন্মায়। তাই তিনি বলেছেন : '(1) The conception of a tree, a seat of the solar deity and in the Vedic and Brahminic vocabulary the word for this tree meant the light. (2) That it is no barbarous cult as it originated from the Vedas.'[১৩৩]

বৃক্ষপূজা থেকে যূপপূজার যে উৎপত্তি হয়েছে তা আগেই উল্লেখ করেছি। ব্রাহ্মণসাহিত্যে যূপকে 'আদিত্য যূপ' বলা হয়েছে। যূপ আদিত্য তথা সূর্যের আসন অথবা প্রতিনিধি তাই 'আদিত্য যূপ'। ইজিপ্টে এই যূপের নাম 'টাউট্' (*Taut*)।

১৩৩। Ibid., পৃ° ১০৯

এই টাউট্‌কে ওসাইরিসের (Osiris) শরীর বলা হয়েছে। ওসাইরিস সৌরদেবতা। ইজিপ্টে এই ওসাইরিস টাউট্‌-যূপের ওপর পূজিত হতেন। হিব্রুদেরও সেরকম যূপের নাম 'আসেরা' (*Ashera*)। এই আসেরাও বৃক্ষ ; কিন্তু আসেরার অর্থ করা হয়েছে 'যে কোন রকমের কাঠ'। এই পবিত্র আসেরা বৃক্ষকে এল্‌, এলাস্‌, এলাম্‌ প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। কোন কোন জায়গায় আসেরাকে দেবীও ('a goddess') বলা হয়েছে। মোটকথা, বৈদিক সূর্যপূজা থেকে যে বৃক্ষপূজা, স্তম্ভ, স্তূপ বা যূপপূজা ও পরে প্রতিমা তথা মূর্তিপূজার উদ্ভব হয়েছে একথা ঠিক। দেবী দুর্গার বিকাশের ইতিহাসও তাই। দুর্গাপূজায় বিল্ববৃক্ষের পূজা, নবপত্রিকা ও কলসপূজা যে সূর্য পূজারই নিদর্শন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কলস অথবা ঘটকে দেবীর প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়। কলসের গায়ে সিন্দুরের পুত্তলিকা, মাথায় সরাব ও নারিকেল ফল, ঘটে তীর্থজল ও ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব —এ সমস্তই বৈদিক সূর্যদেবতার পূজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কলসে রক্ষিত জলকে ক্ষীরোদসাগর-

রূপে কল্পনা করা হয়। কলস আসলে স্তম্ভ বা যূপের রূপান্তর আর এই কলস থেকেই বৌদ্ধ স্তূপ রূপায়িত হয়েছিল। কলসের জল বৈদিক সোমরসেরই অনুকল্প। স্বামী শংকরানন্দও এ সম্বন্ধে তাই উল্লেখ করেছেন: 'In the time of a sacrifice in the Vedic society it was the custom to cut a branch of these sacred trees and bring it home with proper ceremony. It was then planted in the front or eastern side of the house. It was offered as a seat to the sun. The sun was invoked upon it. It was bathed in water and Soma-juice so that it may represent the celestial tree that is in the celestial ocean *Kshirode Sagar.* In the modern Hindu ritual we worship the god on a branch of the tree put over a jar. Here the jar with water represents the celestial ocean.'[১৩৪]

১৩৪। Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus (1946), Vol. I. পৃ. ১০৮-১০৯

দেবী দুর্গার সামনে পবিত্র কলস বা পূর্ণঘট বৈদিক যূপেরই প্রতীক এবং তা সূর্যরূপী দেবীর আসন। বৈদিক সোম-কলসের নামানুসারে এই কলসের নাম 'মহিমা'। বেদে ও ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে : 'যজ্ঞো বৈ মহিমা' (যজু° ১১।৬ ; শত° ব্রা° ৬।৩।১।১৮), 'দেবা মহিমানঃ' (যজু° ৩১।১৬ ; শত° ব্রা° ১০।২।২।২)। সুতরাং 'মহিমা' দেবতাই। দেবতা অথবা দেবীর প্রতিমা না থাকলেও 'মহিমা' বা পুণ্য-কলস থাকলে দেবতা অথবা দেবীর আবির্ভাব সার্থক হয়। 'মহিমা' সোম-কলস, সুতরাং সূর্যেরই প্রতীক। বর্তমানে দেবতা অথবা দেবীপূজার সামনে কলসের চারদিকে তীরকাটি ও সূত্রের বেষ্টনী বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। সুতরাং বাসন্তী ও শারদীয়া দুর্গাপূজা বৈদিক ও পৌরাণিক অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞেরই আসলে নতুন রূপ।

দেবী দুর্গা নিজে মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রতীক আবার সোমরূপিণীও। সোমকে 'গৌরী' নামেও ব্রাহ্মণে অভিহিত করা হয়েছে। দেবী সরস্বতী প্রাতঃসূর্য অর্থাৎ উষা এবং শ্রী লক্ষ্মীদেবী সায়ংসূর্য বা সন্ধ্যা।

বৈদিক যজ্ঞে তিনটি মহিমা বা সোম-কলস স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। এই তিনটি সোম-কলসের মাঝখানেরটি কল্পিত হত 'সোম' রূপে, দক্ষিণেরটি সূর্য ও বামেরটি অগ্নিরূপে। এ তিনটি কলসকেই 'মহিমা' নামে অভিহিত করা হত। দক্ষিণের ও বামের কলসগুলিকে পূর্ব ও পশ্চিম-সমুদ্র বলা হত। মধ্যের কলস সোম অথবা সোমদেবী সূর্যেরই তেজ অর্থাৎ শক্তি, আর তাই তাকে মাঝখানে স্থাপন করা হত। কিন্তু আসলে তিনটি কলস এক সূর্যেরই তিনটি বিকাশ। পরবর্তীকালে ত্রিরত্ন অথবা ত্রিশক্তির পরিকল্পনাও সূর্যের প্রতীক রূপ এই তিনটি মহিমা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। স্বামী শংকরানন্দও তাই বলেছেন: 'These Soma-jars again represent the eastern and western oceans, the rising and setting places of the sun respectively. The three objects represent the three aspects of the solar deity, sun, fire and Soma.'[১৩৫] সুতরাং দেবী দুর্গা মধ্যাহ্ন-

১৩৫। Ibid., পৃ ১১৮—১১৯

সূর্যেরই প্রতীক। দ্বিপ্রহরের সূর্যালোকের মতো তিনি 'অতসী-পুষ্পবর্ণাভাং' এবং 'উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা'। দেবী সরস্বতী উষা সুতরাং শুভ্রকান্তি ও লক্ষ্মী 'কাঞ্চনসন্নিভাং'। উষারূপিণী সরস্বতীর পাশে উষার সহকারী 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং'—অরুণরূপী কার্তিক এবং সন্ধ্যারূপিণী দেবী লক্ষ্মীর পাশে 'সিন্দূরশোভাকরং' গণপতি সমাসীন।

* * *

হরিবংশে বলা হয়েছে: দেবী দুর্গা কিরাত, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি অসভ্য জাতির উপাস্যা দেবী। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বলেছেন: 'Even now the Tantric deities prefer to be worshipped by the lower castes than Brahmins.' তিনি বলেন যে, এখনো অনেক জায়গায় দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান বেশীর ভাগ নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই করে। তাছাড়া প্রবাদও যে, সপ্তমীপূজার পূর্বদিন রাত্রে দেবী ডোম ও হাড়িদের বাড়ীতে এসে তাদের পূজা গ্রহণ করেন। জয়দ্রথযামল থেকে

নজির দেখিয়ে তিনি বলেছেন: দেবী তৈলকারদের পূজা পেলেই বেশী সন্তুষ্ট হন।[১৩৬] বাংলাদেশে কিংবদন্তীও যে, ষষ্ঠীর দিন দেবী ডোম ও হাড়িদের বাড়ীতে আগে পদার্পণ করেন।

রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ উল্লেখ করেছেন: হরিবংশে (৫৯ শ্লো°) ও বরাহপুরাণে (৩০৫ শ্লো°) দেবী দুর্গাকে আবার 'কিরাতিনী' বলা হয়েছে: 'শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা'। হেমচন্দ্র তাঁর অভিধানচিন্তামণি-পরিশিষ্টে দুর্গার আর এক নাম 'কিরাতী' ব'লে উল্লেখ করেছেন। দুর্গোৎসব-বিবেকে শূলপাণি ও কালিকাপুরাণ থেকে শবরোৎসবের উল্লেখ করেছেন। শবরোৎসবই দুর্গাপূজা। তবে এই শবরোৎসব অপরাজিতাপূজার মতো দেবীকে বিসর্জনের সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। মেরুতন্ত্রে বামমার্গের যে পাঁচ রকমের ভাগ আছে তাকেও 'শাবর' বা 'শবরানুষ্ঠান' বলে। এ ছাড়া বিভিন্ন সংহিতায়, মহাভারতে, রামায়ণে ও তন্ত্রশাস্ত্রে দেবীর

১৩৬। Introduction to the Modern Buddhism and Its Followers in Orissa, পৃ° ১২

ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ থাকলেও 'শবরী' এবং 'কিরাতিনী' নামও দেখা যায়। পণ্ডিত মোক্ষমূলর (Max Mueller) এই শবরী, কিরাতিনী বা কিরাতী, পার্বতী প্রভৃতি নাম থাকার জন্যে দেবীকে অসভ্য পার্বত্য জাতি ব'লে সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন: 'Even in so late a work as the Harivamsa, v. 3274, we read that Durga was worshipped by wild races, such as Sabaras, Varvaras, and Pulindas. Nay, even, Sarva another name of Siva, and Sarva (শর্বা) and Sarvani, names of Durga, may be interpreted as names of a low caste * *'[১৩৭] অনেকে দুর্গাকে অসভ্য নীচ জাতির পূজিতা দেবী ব'লেও মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া দেবীকে সিথিয়ান বা হূনজাতির দ্বারা প্রবর্তিত বল্‌তেও অনেকে ছাড়েন নি। প্রকৃতপক্ষে দেবী দুর্গা আচণ্ডালপূজিতা জগজ্জননী এবং এইরূপে সকলের কাছে তিনি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লাভ ক'রে থাকেন।

১৩৭। Anthropological Religion (1898), পৃ° ১৬৫

দেবী দুর্গার বিধিমত পূজার আগে কল্পারম্ভ ও বোধনের অনুষ্ঠান হয়। কৃষ্ণানবমী, প্রতিপদ, ষষ্ঠী সপ্তমী, অষ্টমী এবং কেবল মহাষ্টমী ও মহানবমী এই সাত রকমের কল্পারম্ভের বিধি আছে। যাঁদের যেদিনে কল্পারম্ভ করবার নিয়ম তাঁরা সে দিনেই কল্পারম্ভ করেন। ষষ্ঠীর বোধনে 'শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করাম্যহম্' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করার পর সন্ধ্যাবেলা বিল্ববৃক্ষের কাছে পূজার বিধি আছে। নবমীতিথিতেও বোধনের নিয়ম আছে; আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে বোধন অনুষ্ঠান করতে হয়। ষষ্ঠীর পর সপ্তমীতিথি থেকে আরম্ভ ক'রে অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে পূর্বাহ্নে পূজা শেষ ক'রে অপরাজিতার পূজা করা হয়। অষ্টমী অথবা মহাষ্টমীতে সন্ধিপূজারও বিধি আছে। অষ্টমী ও নবমীতিথির সন্ধি অর্থাৎ সংযোগ-মুহূর্তকে সন্ধিমুহূর্ত বা সন্ধিক্ষণ বলা হয়। এই সন্ধিক্ষণে দেবীদুর্গাকে চামুণ্ডারূপে ধ্যান ক'রে পূজা করতে হয়। চামুণ্ডার ধ্যানে দেবী দুর্গাকে 'ওঁ কালী করালবদনা * * নরমালাবিভূষণা' প্রভৃতি বলা হয়েছে। চামুণ্ডা

কালী বা কালিকাদেবীই দেবী দুর্গা। চামুণ্ডার পূজার পর চতুঃষষ্ঠী যোগিনীকেও অর্চনা কর্‌তে হয়।

দেবী দুর্গার পূজা ষষ্ঠীর দিন আরম্ভ হ'লেও সপ্তমীতিথি থেকেই ঠিক ঠিক পূজার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীমতী শ্রুতিদেবী তাঁর 'শারদোৎসব ও শারদীয়াতত্ত্ব' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন: 'সপ্তমী তিথিই মিত্র বা সবিতার পূজার প্রকৃষ্ট তিথি এবং অষ্টমী তিথি ও নবমী তিথিতেই সবিতার মুখ্য পূজা। দুর্গাপূজাও আরম্ভ হয় সপ্তমী তিথিতে এবং তাঁর মুখ্য পূজার তিথি অষ্টমী ও নবমী। শিব ও শক্তি অভেদ। শিব ও সূর্য বা সবিতার মধ্যে ভেদ নাই। * * মায়াবীজ হ্রীঁ দুর্গার আদি বীজ। মায়াবীজ সবিতারও আদি তথা মুখ্য বীজ। এ বিষয়ে দেবীসূক্ত ও সপ্তব্যাহৃতি এবং বেদোক্ত সবিতার আলোচনা কর্‌লে দেখা যায়, দুর্গা ও সবিতায় কোন ভেদ নাই।'

দেবী দুর্গার ধ্যান

'ওঁ জটাজূটসমাযুক্তামর্ধেন্দুকৃতশেখরাম্। লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥ অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্। নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্॥ সুচারুদশনাং তদ্বৎ

পীনোন্নতপয়োধরাম্। ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীম্॥ মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্। ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥ তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণেষু বিচিন্তয়েৎ। খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥ ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ। অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥ শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্। হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্॥ রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্। বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননম্॥ সপাশবামহস্তেন ধৃত-কেশঞ্চ দুর্গয়া। বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥ দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্। কিঞ্চিদূর্ধ্বং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥ স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি-চণ্ডিকা॥ অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্। চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্॥'

এছাড়া দেবীর অন্যান্য ধ্যানও আছে। শ্রদ্ধেয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় উল্লেখ করেছেন: দেবী দুর্গা পশ্চিম ভারতে ও নেপালে 'নবরাত্র' বা 'নবপত্রিকা', কাশ্মীরে 'অম্বা', গুর্জরে 'হিঙ্গলা' বা 'রুদ্রাণী', কান্যকুব্জে 'কল্যাণী', দাক্ষিণাত্যে 'অম্বিকা' বা 'অম্বা', মিথিলায় 'উমা' নামে পূজিতা। জগদ্ধাত্রীও শ্রীদুর্গার রূপান্তর। তিন দিন ধ'রে দুর্গাদেবীর যেমন পূজানুষ্ঠান

হয়, দেবী জগদ্ধাত্রীর তেমন একদিনেই তিনবার পূজা করা হয়। এ ছাড়া শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর *The Indian Buddhist Iconography* বইয়ে নীলকণ্ঠী, ক্ষেমঙ্করী, হরসিদ্ধি, রুদ্রাংসাদুর্গা, বনদুর্গা, অগ্নিদুর্গা, জয়দুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী-দুর্গা, রূপুমারীদুর্গা, নবদুর্গা, মহিষমর্দিনী, কাত্যায়নী, নন্দা, ভদ্রকালী, মহাকালী, অম্বা, অম্বিকা, মঙ্গলা, সর্বমঙ্গলা, কালরাত্রি, ললিতা গৌরী, উমা, পার্বতী, রম্ভা, ত্রিপুরা, ভূতমাতা, যোগনিদ্রা, বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকর্ণিকা, বলবিকর্ণিকা, বলপরমথিনী, মনোন্মনী, বারুণী, রক্তচামুণ্ডা, শিবদূতী, যোগেশ্বরী, ভৈরবী, ত্রিপুরাভৈরবী, শিবা, কীর্তি, সিদ্ধি, ঋদ্ধি, ক্ষমা, দীপ্তি, রতি, শ্বেতা ভদ্রা, জয়া, বিজয়া, কালী, ঘণ্টাকর্ণী, জয়ন্তী, দিতি, অরুন্ধতী, অপরাজিতা, সুরভি, কৃষ্ণা, ইন্দ্রাক্ষী, অন্নপূর্ণা, তুলসী-দেবী, অশ্বরুধদেবী, ভুবনেশ্বরী, বালা, রজোমাতঙ্গী ইত্যাদি দুর্গার নাম ও রূপভেদের উল্লেখ করেছেন। দেবী দুর্গার বীজ হ্রীঁ, ঋষি নারদ ও 'ছন্দ গায়ত্রী।'

দেবী দুর্গার দশ হাত; তাই তিনি দশভুজা নামে পরিচিতা। বৌদ্ধ মারীচিও দশভুজা। অবশ্য ধ্যান ও রূপভেদে মারীচির আবার দুই, চার ও বার হাতের উল্লেখ আছে। দুর্গাদেবীরও তাই। তিব্বতের লামারা বৌদ্ধ মারীচিকে আবার উষা অর্থাৎ সূর্যরূপে আবাহন করেন। মারীচি আসলে সৌরদেবতা অথবা সূর্যই, কেননা সূর্যদেবতার সপ্তাশ্ব-রথের মতো মারীচিদেবীর রথও সাতটি শূকরে বহন করে।[১৩৮] দুর্গাদেবীর হাত দশটি দশদিকেরই পরিচায়ক। মোটকথা, দিক থেকেই দেবীর হাতের

১৩৮। 'Marichi is invoked by the Lamas of Tibet at the advent of the morning, showing her connection with the sun. Like the Hindu Sun-god, she has also a chariot, but the chariot of Marichi is drawn by seven pigs while the chariot of the sun is drawn by seven horses. Again, the charioteer of the sun is Aruna with no legs, but in the case of Marichi the charioteer is either a goddess with no legs or Rahu,—only a head without a body.'—The Indian Buddhist Iconography (1924), ৯৩

কল্পনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণসাহিত্যে দিকের আবার ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বলা হয়েছে। যেমন, 'পঞ্চবৈ দিশঃ' (শত° ব্রা° ৫।৪।১।৬), 'সপ্ত দিশঃ' (শত° ব্রা° ৬।৪।২।৮), 'নব দিশঃ' (শত° ব্রা° ৬।১।১।২২), 'দশ দিশঃ' (শত° ব্রা° ৬।৩।১।২১) প্রভৃতি। অনেকের মতে ঋতু, অয়ণ, সূর্য-কিরণ, অগ্নিশিখা এবং যজ্ঞবেদীর বিভিন্ন আকার থেকে দেবী অথবা দেবতাদের হাতের ধারণা এসেছে। দশ দিক্ দিয়েই বিশাল ও অনন্ত আকাশের সীমা নির্দেশ করা হয়। দেবীর দশ হাতও তাই তাঁর সর্বব্যাপিত্বের পরিচায়ক এবং তিনি সর্বপ্রকাশক।

স্বর্গীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন: উত্তরভারতে যত পার্বতী ও দুর্গামূর্তির পূজা হয় তার ভেতর আট, দশ ও বার হস্তবিশিষ্ট প্রতিমাই উল্লেখযোগ্য।[১৩৯] মধ্যভারতে নগোদ রাজ্যে ও বোম্বাই প্রদেশে বিজাপুরে বাদামীতে

১৩৯। Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture, পৃ° ১১৪

মহিষমর্দিনীর মূর্তি চতুর্ভুজা।[১৪০] মহিষমর্দিনী-মূর্তির রূপভেদ আবার তিন রকমের ; যেমন আট, দশ অথবা বার হাতযুক্ত। তবে দশভূজা-মূর্তির প্রচলনই বেশী। কাশী থেকে আনীত রাজসাহী বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে একটি ষড়্ভুজা দুর্গামূর্তি আছে এবং দিনাজপুর জেলার কেশবপুর গ্রামে দ্বাদশভুজা একটি ধাতুনির্মিত দেবীমূর্তিও পাওয়া গেছে।

দেবীর দুই, চার, ছয়, দশ, বার ও সহস্র যত হাতই হোক না কেন, তাদের গঠন, আয়ুধ, আভরণ, বর্ণ সমস্তই মানুষ সুন্দরের প্রেরণায় ভাব ও ধারণা দিয়ে কল্পনা ক'রে দেবীকে সাজিয়েছে। সূর্যই জগতে সকল ধারণার মূল। দেবীর বাহন সিংহ, তাও আসলে সূর্যের প্রতীক। শতপথব্রাহ্মণে বলা হয়েছে : 'মুখং প্রতীকম্' (শত° ব্রা° ১৪।৪।৩৭)। সিংহ দেবীর বাহন এবং প্রতীক। ইজিপ্টে আইসিস্ ও নেপ্‌থিস্ দুজনে দুটি সিংহকে পূজা করছে দেখা যায়।

১৪০। Memoirs of the Achaeological Survey of India, No. 16, (Pl. XIV 6).

সিংহ দুটি প্রাতঃ ও সায়ংসূর্যের প্রতীক, কেননা সেখানে দেখানো হয়েছে : একটি উদীয়মান সূর্য ও অপরটি অস্তোন্মুখ সূর্য। সিংহদুটির মাঝখানে একটি সূর্যের আসনরূপে কল্পবৃক্ষও আছে তা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি।[১৪১] দেবীর হস্তে সর্প এবং পদভারে নিষ্পেষিত মহিষাসুরও সূর্যের অথবা অগ্নির প্রতীক। সর্প বা মহিষ আসলে অহির্বুধ্ন্য বা মেঘ এবং ব্রাহ্মণসাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে : 'অগ্নির্বা অহির্বুধ্ন্য' (কৌ° ব্রা° ১৬।৭)। মনীষী স্মিথও (R. C. Smith) বলেছেন : 'The serpent has clearly been an emblem of lightening, * *.' বেদেও অহিকে ইন্দ্রের শত্রু হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তাছাড়া ইন্দ্র অহিকে হত্যা করেছন এরকম কথারও উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণে অহি অথবা নাগকে পর্জন্য এবং বৃষ্টি বলা হয়েছে। পর্জন্য আবার অগ্নি— 'পর্জন্যো বা অগ্নিঃ' (শত° ব্রা° ১৪।৬।১।১৩); 'পর্জন্য

১৪১। Cf. W. Budga : Book of the Dead এবং স্বামী শংকরানন্দ : Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus (1946), Vol. I, পৃ° ১১৯

(সংবৎসরস্য) বৎসোর্ধারা' (তৈ° ব্রা° ৩।১১।১০।৩)। তাছাড়া অহি অথবা পর্জন্য বিদ্যুৎও বটে। এই বিদ্যুৎ জল অথবা বৃষ্টিরই জ্যোতি—'বিদ্যুদ্বাহ্অপাং জ্যোতি.' (যজু° ১৩।৫৩ ৩; শত° ব্রা° ৭।৫।২।৪৯)। ভারতে নাগ-উপাসনার প্রচলন ছিল এবং এখনো আছে। দেবী মনসাই তার প্রমাণ। নাগ-উপাসকেরা অনেকে নাগোপবীত ধারণ করতেন। ইজিপ্টেও নাগোপাসনার প্রচলন ছিল। ইজিপ্টে নাগের নাম ছিল নাক্, সাবু বা এপপ্ (Nak, Sabu, Apop)। প্রাচীন পেপিরাইয়ে (Papyrii) উল্লেখ আছে: নাগ-শত্রুকে আগুনে নিক্ষেপ ক'রে মেরে ফেলা হয়েছে। সেখানে নাগরূপ শত্রু মেঘ ও আগুন সূর্য, সুতরাং বুঝ্তে হবে যে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ কেটে গেছে। চীনদেশীয় ড্র্যাগনের (Dragon) নামও সুপরিচিত। এই ড্র্যাগনের সঙ্গে জলের সম্পর্ক পাতানো হয়েছে। চীনাদের উপকথায় ড্র্যাগনকে আবার মেঘ ও বৃষ্টির নিয়ামক বলা হয়েছে। গ্রীকদের ভেতর টাইফুন (Typhoon) সর্পদেবতা। টাইফুনের মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত

মানুষের মূর্তি ও বাকিটা সব সাপের আকার। টাইফুনের সঙ্গে জিউসের (Zeus) লড়াইয়ের কথা আছে। বেদেও সর্পদেবতার পূজার কথা আছে। তন্ত্রে সর্পকে কুণ্ডলিনী আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[১৪২] এই কুণ্ডলিনী অগ্নিরূপিণী জীব আর শিব স্বয়ম্ভূ। শিবও অগ্নিরই প্রতিরূপ। কাজেই দেবী দুর্গার হাতে সাপ আসলে সূর্য বা অগ্নিরই প্রতীক। দেবীর শত্রু মহিষাসুরও তাই। মহিষ ও অসুর উভয়ে সূর্য অথবা অগ্নির নাম। যেমন 'অগ্নির্বৈ মহিষঃ' (যজু° ১২।১০৫ ; শত° ব্রা° ৭।৩।১। ২৩-২৪), 'ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরোমহো দিবঃ' (তৈ° ব্রা° ৩।১১।২।১)। দেবীর মাথার উপরে শিবও সূর্য, কেননা সূর্যের আর এক নাম 'মার্তণ্ডভৈরব' ; সূর্যার্ঘ্য দেবার সময়ও তাই বলা হয় : 'হ্রীঁ হ্রংসঃ মার্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় এষোঽর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ'।

শ্রীদুর্গার বিজয়াদশমীর পর দেবীর অভিন্ন

১৪২। Regvedic Culture of the Prehistoric Indus, Vol. I, Ch. XI, পৃ° ১৪১-১৪৭

মূর্তি অপরাজিতার পূজার বিধি আছে। এই অপরাজিতাদেবীকে দুর্গার চৌষট্টি যোগীনীদের অন্যতমা ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে অপরাজিতার পূজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পুরোহিতদর্পণ (১৩শ সং, পৃ° ৩৩২), চতুর্বর্গচিন্তামণি, ব্রতখণ্ড, অপরাজিতা-দশমীপ্রকরণে অপরাজিতা দেবীর পূজাবিধি দেওয়া আছে। বিজয়ার অভিধানে হেমাদ্রি বলেছেন : 'উদয়ে দশমী কিঞ্চিৎ সংপূর্ণৈকাদশী যদি। শ্রাবণাক্ষং যা কালে সা তিথিবিজয়াভিধঃ'। নির্ণয়াসিন্ধু এই 'কালে'-এর অর্থ করেছেন 'অপরাহ্নে', অর্থাৎ বিজয়াদশমীর অপরাহ্নে দেবী অপরাজিতার পূজা বিধেয়।

দেবী অপরাজিতার পূজায় অপরাজিতা মন্ত্র, নারদ বা বেদব্যাস ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, শ্রীঅপরাজিতা দেবতা, লক্ষ্মী বীজ, ভুবনেশ্বরী শক্তি ও সমস্ত অভীষ্টের পরিপূরণের জন্যে বিনিয়োগ। দেবী অপরাজিতার ধ্যান,

> 'ও চতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং সর্বাভরণভূষিতাম্।
> উপর্যধোহস্তয়োঃ খড়্গাবর্মধরাং অধস্তনহস্তয়োর্বরাভয়করাম্।
> ঈষৎ-প্রহসিতাননাং বাগ্মিনীম্।'

এছাড়া অপরাজিতাদেবীর আরো পাঁচ রকমের ধ্যানমন্ত্র আছে। ধ্যানগুলিতে দেবীকে কোথাও পীতবস্ত্র, কোথাও শুক্লবস্ত্র-পরিহিতা দেখা যায়। অন্যান্য বর্ণনারও রূপভেদ আছে। হিন্দুতন্ত্রমতে অপরাজিতার পূজা ছাড়া বৌদ্ধতন্ত্রেও দেবীর ধ্যান দেওয়া হয়েছে,

'অপরাজিতা পীতা দ্বিভুজৈকমুখী নানারত্নোপশোভিতা গণপতিসমাক্রান্তা চপেটদানাভিনয়দক্ষিণকরা গৃহীতপাশতর্জনি-কহৃদয়স্থিতবামভূজা অতিভয়ঙ্করকরালরৌদ্রমুখী অশেষমার-নির্দলনী ব্রহ্মাদিদুষ্টরৌদ্রদেবতাপরিকরোচ্ছ্রিতচ্ছত্রা চেতি।'[১৪৩]

বৌদ্ধতন্ত্রে অষ্টভূজা কুরুকুল্লাসাধনে এবং ধ্যানে এই অপরাজিতাদেবীর উল্লেখ আছে। যেমন 'কুরুকুল্লাং ভগবতীং * * দক্ষিণদ্বারে অপরাজিতাং পীতবর্ণাং রক্তসম্ভবমুকুটাং দক্ষিণহস্তাভ্যাং ঘণ্টাপাশধরাং * *।'[১৪৪] বৌদ্ধতান্ত্রিকসংগ্রহ তেঙ্গুরেও (ডাঃ পি.

১৪৩। সাধনমালা (GOS.-সং), ২য় ভাগ, পৃ: ৪০৩

১৪৪। বৌদ্ধসাধনে সিতাতপত্রাপরাজিতা দেবীরও উল্লেখ আছে (সাধনমালা [GOS. সং], ১ম ভাগ)। অবশ্য ইহা দেবী অপরাজিতার মূর্তিভেদ নয়। ইঁহার তিনটি মুখ ও ছটি হাত। প্রতি মুখে তিনটি ক'রে চোখ। ইনি শুক্লবর্ণা ও ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের নায়িকাদের অন্যতমা।

কাদিয়ে-সং পৃ° ৩৯০ ; ৬৯২) অভয়পণ্ডিতকৃত দুটি অপরাজিতা-সাধনের উল্লেখ আছে। মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' (সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ্ সং) [১৪৫] পুস্তকেও অপরাজিতার নাম আছে। নালন্দার ধ্বংসস্তূপ থেকেও অপরাজিতার ভগ্ন মূর্তি পাওয়া গেছে। অপরাজিতার একটি অভগ্ন মূর্তি কলিকাতা মিউজিয়ামেও রক্ষিত আছে।[১৪৬]

অপরাজিতা যে দেবী দুর্গা পণ্ডিত হপ্‌কিন্স্‌ও তা স্বীকার করেছেন।[১৪৭] কিন্তু বিশ্বসারতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত দুর্গার শতনাম, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, দেবী ও কালিকা-পুরাণোক্ত পদ্ধতিতে দুর্গার অভিন্নরূপা অপরাজিতার নামের কোন উল্লেখ নাই।[১৪৮] একমাত্র দেবীপুরাণ ও

১৪৫। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-গ্রন্থকার-নামসূচী, পৃ° ।৴০ এবং ।• দ্র°

১৪৬। শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য: Buddhist Iconography, PLs, XLII এবং XLII (A) এবং শ্রীসংকলিয়া প্রণীত University of Nalanda, পৃ° ১৩৮ ও PL. VIII.

১৪৭। Epic Mythology, পৃ° ৩, ৫০, ২২৯

১৪৮। কিন্তু কাশীখণ্ডে (রামকৃষ্ণ-মিশন সং, ১৩৪৫) ৭২-তম অধ্যায়ে (পৃ° ৬২২) উমাস্তবে 'জয় জয়ন্তী বিজয়া জলেশ্রী চাপরাজিতা'—এই অপরাজিতা শব্দের উল্লেখ আছে। এই অপরাজিতা শিবপত্নী উমার রূপভেদ মাত্র।

শ্রীদুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর মতে মহাষ্টমীতে উগ্রচণ্ডাদির আবাহনে ও পূজায় 'অপরাজিতায়ৈ' শব্দের উল্লেখ আছে। সেখানে দেবী অপরাজিতা চৌষট্টি যোগিনীদের অন্যতমা। কালী অথবা শ্যামাপূজায় পদ্মমণ্ডলের ষট্‌-কোণে, অন্তস্ত্রিকোণে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রিকোণে পূজার পর অষ্টপত্রে পূর্বাদি কোণক্রমে 'অপরাজিতায়ৈ' মন্ত্রে অষ্টশক্তির পূজার বিধি আছে। কালী অথবা শ্যামাকবচে 'মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরিজিতা' মন্ত্রও উল্লিখিত হয়েছে।[১৪৯] জগদ্ধাত্রীপূজায় নবশক্তির অর্চনার পর দেবতাদের পূজার ভেতরও 'অপরাজিতায়ৈ' মন্ত্রে দেবীপূজার উল্লেখ আছে। অন্নপূর্ণাপূজায়ও দেবীর পীঠশক্তির ন্যাসকালে 'ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে দেবী অপরাজিতার পূজার উল্লেখ হয়েছে।

মৎস্যপুরাণে (১৬৯।১৩) অপরাজিতা দুর্গাকে আবার মাতৃকাগণের অন্যতমা বলা হয়েছে। অন্ধকাসুরের রক্তপানের জন্যে মহাদেব এই

১৪৯। পুরোহিতদর্পণ, পৃ° ৩৯২, ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, পৃ° ৯২৩

অপরাজিতা-মাতৃকাকে সৃষ্টি করেছিলেন। এই মৎস্যপুরাণেই (১৭৯।৬৯) অপরাজিতাকে আবার 'মায়ানুচরী' বলা হয়েছে। বামনপুরাণে ইনি গৌতম ও অহল্যার চারি কন্যা জয়া, বিজয়া, অপরাজিতা ও জয়ন্তীর অন্যতমা। এই চার ভগ্নীকে শিবজায়া সতীর সহচরী সখী ব'লেও উল্লেখ করা হয়েছে। বরাহপুরাণে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতাকে মহিষাসুরের যুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের চক্ষু থেকে উৎপন্ন বৈষ্ণবীমূর্তির সহচরী বলা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণে অপরাজিতা আবার মহাশনি নামক দৈত্যের পত্নী। মহাভারতে ও কোন কোন পুরাণে দেবী অপরাজিতাকে কুমার স্কন্দের পত্নী ব'লেও সম্বোধন করা হয়েছে। অপরাজিতা সেখানে দেবসেনা।[১৫০] দেবসেনা দৈত্যসেনার ভগ্নী এবং দেবসেনার জননী বজ্রধর ইন্দ্রের মাতৃস্বসা ও প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। দেবসেনার স্থিতি, লক্ষ্মী, আশা, ষষ্ঠী, সুখপ্রদা, সিনীবালী, কুহূ, সদ্বৃত্তি, শ্রীপঞ্চমী, অপরাজিতা প্রভৃতি অন্য নামগুলিরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৫০। হপকিন্স্: Epic Mythology, পৃ ১০২, ২২৯

মোটকথা অপরাজিতা কোথাও অগ্নির, আবার কোথাও শিব বা রুদ্রের পুত্র ও কার্তিকেয়ের পত্নী। দক্ষের কন্যারূপে দেবসেনা তথা অপরাজিতাকে অগ্নিদেবতা, চন্দ্রকলা, সূর্যাংশু অথবা সূর্যমূর্তিও বলা হয়েছে। প্রণামমন্ত্রে অপরাজিতা আবার রুদ্রলতা, আর সেজন্যে অপরাজিতা যে শিবসঙ্গিনী তথা সূর্যশক্তি একথাও বোঝা যায়।

উপনিষদে অপরাজিতাকে ব্রহ্মার পুরী, বৈকুণ্ঠ অথবা বাসস্থানের নাম বোঝাবার জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন '* * তদপরাজিতা পূর্বক্ষণঃ, প্রভু-বিমিতং হিরন্ময়ম্' (ছান্দোগ্য উ° ৮।৫।৩)। আচার্য শংকরও তাঁর ভাষ্যে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন : '* * তত্রৈব চ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যসাধনরহিতৈঃ ব্রহ্মচর্যসাধনবন্তোঽন্যৈর্ন জীয়তে ইত্যপরাজিতা নাম পূঃ পুরী ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য'। কৌষীতকী উপনিষদেও আছে : 'সাযুজ্যং সংস্থানমপরাজিত-মায়তনম্', 'আগচ্ছত্যপরাজিতমায়তনম্, (২।১।৬) 'বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা' (১।৪।৭) প্রভৃতি।

অপরাজিতাদেবী সর্ববিঘ্নবিনাশিনী ও সর্বকাম-

প্রদায়িনী। ষষ্ঠী-আদি কল্প থেকে নবমী পর্যন্ত পূজা ক'রে দশমীতিথিতে দেবীকে জলে স্থাপন বা বিসর্জনের পর কুলাচার অর্থাৎ কুলপ্রথা অনুসারে অপরাজিতার পূজা করতে হয়। দুর্গাপূজায় সকল রকম দোষ ও ত্রুটী নিরসনের জন্যে ও বিজয়-কামনায় এই অপরাজিতাপূজা কর্‌তে হয়। অপরাজিতাপূজার প্রকরণ ও বিধি ভারতের বিশেষতঃ বাংলার বিভিন্ন স্থানে কুলাচার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকম দাঁড়িয়েছে। কোথাও বা পূজানুষ্ঠানের পরিবর্তে আচার-অনুষ্ঠানমাত্রই স্থান পেয়েছে। ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, আচারপদ্ধতি, পুরোহিতদর্পণ এবং অন্যান্য পূজার বইয়ে দেখা যায় যে, বিধিমত পূজার পর '* * অপরাজিতা রুদ্রলতা করোতু বিজয়ং মম' মন্ত্রে প্রণাম ক'রে বিজয় প্রার্থনা করা হয়। তারপর দেবীকে মন্ত্রসহ প্রদক্ষিণ ক'রে ধারণ-মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুতে অপরাজিতা লতা বাঁধবারও নিয়ম আছে। পূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ শ্রীহট্টে এসম্বন্ধে একটি কুলপ্রথারও প্রচলন আছে। দশমীতে একটি পাত্রে অপরাজিতা লতা রেখে তাতে দেবী দুর্গার অর্চনা করা হয়।

পূজার শেষে ঐ অপরাজিতা লতা টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে কেটে শ্বেতসর্ষপ ও হরিদ্রার সঙ্গে হরিদ্রারঞ্জিত কাপড়ে ছোট ছোট পুঁটুলিতে বাঁধা হয় এবং হরিদ্রাবর্ণ সুতাদ্বারা প্রত্যেকের দক্ষিণ বাহুতে বেঁধে দেওয়া হয়।[১৫১] একে এক রকমের রাখীবন্ধনও বলে। কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজায় বিজয়াদশমীকৃত্যে দেখা যায় দেবীর বিজয়ার পর সকলের ডান হাতে শ্বেত অপরাজিতা-লতা বাঁধবার প্রথা আছে। এরপর 'ওঁ নিমজ্জাম্ভসি সম্পূজ্য পত্রিকাবর্জিতা জলে; পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া'[১৫২] মন্ত্রে দেবীকে জলে স্থাপন করতে হয়। তারপর জলক্রীড়া, মঙ্গলাচরণ, কলসের শান্তিবারি দান ও ডান হাতে শ্বেত অপরাজিতা বন্ধন করারও নিয়ম দেখা যায়। এছাড়া বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কালিকাপুরাণ

১৫১। দুর্গাব্রতে দেখা যায়, অষ্টগ্রন্থিযুক্ত কুঙ্কুমাক্ত অথবা হরিদ্রাক্ত ডোর বন্ধন করবার নিয়ম আছে। আশ্বিন মাসে শুক্লা অষ্টমীতে (মহাষ্টমীর দিনে) এই দুর্গাব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়।

১৫২। অথবা 'ওঁ নিমজ্জাম্ভসি দেবি ত্বং পত্রিকাবর্জিতা জলে।'—পাঠভেদ

ও মৈথিলী শ্রীদুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর মতে নবপত্রিকার অনুষ্ঠানেও বিঘ্ন দূর করার জন্যে অপরাজিতা-লতার ব্যবহার দেখা যায়।[১৫৩]

আসলে দেবী দুর্গার পূজা আদ্যাশক্তির উপাসনা। মানুষ সৃষ্টির আদি কাল থেকে তার চেয়ে যা মহান্ ও শক্তিমান তাকেই পূজা ক'রে এসেছে—তারই শরণাপন্ন হয়েছে। গোড়াকার দিকে প্রকৃতি তথা সূর্যের উপাসনাই ছিল মানুষের একমাত্র হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করার সামগ্রী।[১৫৪] ক্রমে তার প্রতিনিধির পূজা আরম্ভ হ'ল যজ্ঞবেদী ও অগ্নিতে। অগ্নির

১৫৩। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিত 'অপরাজিতা' প্রবন্ধ স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মহাকোষ', ২য় ভাগ, পৃ° ৭১৫-৭১৮ দ্র°

১৫৪। পণ্ডিত বার্নেট (Burnet) আবার প্রকৃতি-উপাসনা (Nature-worship) থেকে দেবতাদের উৎপত্তি মান্‌তে রাজী নন। তিনি বলেছেন: দেবতারা সকলেই মানুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ প্রথমে গুরু সাজে ও তারপর একেবারে দেবতার আসনে স্থান পায়। অধ্যাপক কিথ (Prof. A. B. Keith), ডাঃ ফ্রেজার (Dr. Frazer) প্রভৃতি আবার প্রকৃতিপূজা (Nature-worship) ও শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর

রূপও আবার অন্তরীক্ষ, জল ও পৃথিবী এ তিন রকমে প্রকাশ পেল। আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি নাম নিয়ে অগ্নির তিন রকম রূপভেদ শ্রদ্ধার আসন পেল যাজ্ঞিকদের কাছে। এথেকেই সৃষ্টি হ'ল ত্রিত্ববাদ তথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পূজা। এরা (Corn-goddess অথবা Vegetation-spirit-এর) পূজা থেকে দেবতাদের বা দেবতাপূজার উৎপত্তি হয়েছে একথা বিশ্বাস করেন। অনেক সমাজতাত্ত্বিক মনীষী কিন্তু বলেন যে, আগে percept তারপর concept; প্রথমে মানুষ সমাজে বাস্তব কোন-কিছুকে দেখে, তারপর তাকে প্রকৃতি তথা Nature-এর ওপর আরোপ করে। দেবতারাও আসলে সমাজের এক একজন ক্ষমতাসম্পন্ন বীরপুরুষ (hero) থেকে দেবতা পর্যায়ভুক্ত (deified) হয়েছেন। প্রকৃতি-উপাসনা অথবা Nature-worship-কে তাঁরা উন্নত সমাজেরই (developed society) নিদর্শন বলেন। প্রকৃতিপূজার আগে মানুষের সমাজে বাস্তব রূপ বর্তমান থাকে। উদাহরণ যেমন, প্রকৃতির বা শস্যা-ধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা থেকে দেবতাদের উৎপত্তি হয়েছে এরকম যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা অম্বুবাচীর অর্থ করেন: বৃষ্টির প্রথম জল পৃথিবীতে পড়লে কল্পনা করতে হবে ধরিত্রীদেবী ঋতুমতী হয়েছেন। সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন: এই যে ধারণা এটি সামাজিক মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধিমান না হ'লে কখনো

আসলে এক সূর্যের তিনটি মাত্র প্রকাশের প্রতিচ্ছবি। সূর্য ও অগ্নি থেকে বৃক্ষ, স্তম্ভ, পাহাড়, স্তূপ, যূপ এবং তা থেকে ক্রমশঃ প্রতিমা-পূজার প্রচলন হ'ল। স্থূল থেকে বিকাশ হয়েছে সূক্ষ্মের, সূক্ষ্ম থেকে কারণের, কারণ থেকে পরে ঔপনিষদিক যুগে কারণাতীতের তথা মহাকারণের ধ্যানে মানুষকে ডুবিয়ে দিয়েছে।

পৃথিবীকে দেবী-জ্ঞান ক'রে ঋতুমতী ভাবতে পারে না। কাজেই প্রকৃতিপূজার (Nature-worship) আগেও উন্নত সমাজের অস্তিত্ব ছিল বিশ্বাস করতে হবে। সুতরাং একথাই ঠিক যে, দেবতারা সকলে এক একজন ক্ষমতাশালী রাজা অথবা সমাজপতি, আর সমাজের ভেতর থেকেই তারা রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ যুক্তির কোন সার্থকতা পাওয়া যায় না। কারণ ঋগ্বৈদিক সমাজে মানুষেরা যখন বরুণ, সূর্য, ইন্দ্র প্রভৃতির কাছে প্রার্থনা করত তখন তারা বরুণ প্রভৃতির ভেতর বেশী ক্ষমতার বিকাশ এবং নিঃস্বার্থভাবে উপকার করতে দেখেই তাঁদের দেবতা জ্ঞান ও তাঁদের কাছে আত্ম-নিবেদন করত। এখনকার মতো উন্নত সমাজ তখনো ঠিক তৈরী হয়নি। বরুণ, সূর্য, ইন্দ্র, বায়ু এঁরা সকলে প্রকৃতির নিয়ামক আর এজন্যে প্রকৃতিপূজা থেকে যে পরে দেবতাদের উৎপত্তি হয়েছিল একথার যৌক্তিকতা বেশী।

দেবী অথবা দেবতাদের বিকাশের ইতিহাসও তাই। দেবতারা যে সকলে সূর্য অথবা সূর্যের অভিন্ন রূপ অগ্নি থেকে বিকশিত হয়েছে পূজার শেষে প্রাচীন হোমাহুতির নিদর্শনই তার স্পষ্টতর প্রমাণ। মূর্তি রচনা ক'রে দেবতাপূজার প্রচলন যখন ছিল না তখন যজ্ঞাগ্নিতেই দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেবার রীতি ছিল। কালে মানুষের রূপ-পিপাসা দেবতাদের বাস্তব মূর্তির দিকে ঢলে পড়্‌ল আর তা থেকে প্রতিমা-পূজার প্রচলন হ'ল, কিন্তু প্রাচীন অর্চনা-রীতি যজ্ঞ অথবা হোমাগ্নির আবাহন সমাজ থেকে একেবারে লোপ পেল না। পূজার শেষে যজ্ঞাহুতিই দেবতার্চনার প্রকৃত রূপ, কেননা ব্রাহ্মণসাহিত্যে অগ্নিকে 'দেবতার মুখ' বলা হয়েছে। যেমন 'অগ্নিমুখা বৈ দেবতাঃ' (তা° ব্রা° ২৫।১৪।৪), 'অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখম্' (কৌ° ব্রা° ৩।৬ ; ৫।৩ ; তা° ব্রা° ৬।১।৬)। দেবতারা অগ্নিমুখেই অন্ন অর্থাৎ যাবতীয় খাদ্য গ্রহণ করেন—'তস্মাদ্দেবা অগ্নিমুখা অন্নমদন্তি' (শত° ব্রা° ৭।১।২।৪), 'অগ্নির্বৈ দেবানামন্নাদঃ' (তৈ° ব্রা° ৩।১।৪।১)। অগ্নিই দেবতাদের জঠর—'অগ্নির্দেবানাং জঠরম্' (তৈ° ব্রা°

২।৭।১২।৩)। তা ছাড়া দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই জ্যেষ্ঠ ও প্রথম সৃষ্ট—'প্রজাপতির্দেবতাঃ সৃজমানঃ। অগ্নিমেব দেবতানাং প্রথমমসৃজত' (তৈ° ব্রা° ২।১।৬।৪)। অগ্নির মুখ সর্বত্র ও সর্বদিকে বিস্তৃত রয়েছে —'সর্বতো মুখোঽয়মগ্নিঃ' (শত° ব্রা° ২।৬।৩।১৫)। অগ্নিই সমস্ত দেবতা—'অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ' (ঐত° ব্রা° ২।৩, তৈ° ব্রা° ১।৪।১০), 'অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতাঃ' (ঐত° ব্রা° ১।১ ; শত° ব্রা° ১।৬।২।৮ ; তা° ব্রা° ১।৪।৫)। কাজেই অগ্নি যখন শ্রেষ্ঠ দেবতা—অগ্নিই সমস্ত দেবতার রূপ ও মূর্তি আর দেবতাদের মুখই অগ্নিশিখা —অগ্নিমুখে দেবতারা যাবতীয় নৈবেদ্য বা ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন, তখন দেবতাদের পূজার মধ্যে হোমাগ্নিতে আহুতিদানই পূজার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ও অনুষ্ঠান। সুতরাং দেবতাদের পূজায় হোমানুষ্ঠানকে অপরিহার্য ব'লে শ্রেষ্ঠত্বের সমাদর ও আসন দান করায় দেবতারা যে প্রকৃতপক্ষে অগ্নি তথা সূর্যদেবতারই অভিন্ন রূপ একথা প্রতিপন্ন হয়।

তবে অনেকের মতে দেবী দুর্গার বর্তমান রূপ ও মূর্তির প্রথম প্রচলন করেছেন নাকি রাজসাহী জেলার

ভাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। আবার কেউ বলেন, স্মার্ত রঘুনন্দনই বাংলায় দেবী দুর্গার বর্তমান এই রূপের প্রথম উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু এদুটি অভিমতের কোনটির পেছনে সত্য আছে মনে হয় খুব কম। কারণ দেবী-পূজার প্রচলন যে অতি প্রাচীন তার বিশদ আলোচনা আমরা আগেই করেছি। রাজা কংসনারায়ণ অথবা রঘুনন্দন এদুজনে শ্রীদুর্গা-মূর্তির স্রষ্টা অথবা নিয়ামক নন, নববেশে পুরাতনেরই তাঁরা প্রবর্তক মাত্র। স্মার্ত রঘুনন্দনের আগে শ্রীদত্ত, হরিনাথ, বিদ্যাধর, রত্নাকর, ভোজদেব, জীমূতবাহন, হলায়ুধ, রায়মুকুট, বাচস্পতি ও অন্যান্য অনেক স্মার্ত পণ্ডিত শারদীয়া দুর্গাপূজা সম্বন্ধে বিধি ও বিবরণের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের রচিত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, কলাকৌমুদী, কল্পতরু, দুর্গাভক্তিপ্রকাশ, পূজারত্নাকর আজও পর্যন্ত সমাজবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এদেরও আগে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা ভদ্রকালী ও বিনায়কজননী অম্বিকাদেবীর নিত্যপূজা ও বলির কথা উল্লেখ করেছে।

মোটকথা ইতিহাস ও তারিখের দিক থেকে

গবেষণাকে বাদ দিলেও একথাই সত্যি যে, মানুষ তার শান্তি ও কল্যাণের জন্যে মহামায়া জগজ্জননীর উপাসনা ক'রে থাকে। উপাসনায় অভেদত্বের প্রশ্ন মূল ও কারণগত হ'লেও বিচ্ছেদ ও দ্বৈতের সূত্রই বেশী ও সমষ্টিগত। এ উপাসনায় অদ্বৈতবাদীর চরমতত্ত্বের অনুভূতি বাদ না পড়লেও মহামায়ার অস্তিত্বের অসারতা প্রতিপন্ন কোন দিক দিয়েই হয় না। সমগ্রজগৎ মহামায়ার লীলা ও প্রকাশ; তা মরু-মরীচিকার ভ্রান্তি অথবা মিথ্যা আলেয়া নয়। দেবী বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী; তিনগুণেই তিনি মহিমান্বিতা। সাধক বা পূজক মায়ের সন্তান; মা সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন। দেবী করালিনী আবার অসীম করুণাময়ী। শ্রীরামচন্দ্র দেবীপূজা করেছিলেন রুদ্ররূপিণী মায়ের অমিত শক্তিকে ও বিজয় লাভ করার জন্যে; ঋদ্ধি ও বিদ্যায় তাঁর বেশী প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সাধকেরা সেগুলিকে বাদ দিলেন না, মহাশক্তির সঙ্গে সিদ্ধি, ঋদ্ধি, বীর্য ও বিদ্যা লাভ করার জন্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশকেও

তাঁরা আবাহন করলেন। সমাজে, রাষ্ট্রে, বাণিজ্যে, সংসারে ও সাধনায় সকল দিকেই জগজ্জননী মহামায়াকে তাঁরা কর্‌লেন জীবনের সহায় ও ধ্রুবতারা।

অনেকের মতে স্বর্গের দেবীকে মর্ত্যে নামিয়ে নিয়ে এলেও পারিবারিক স্নেহ-মমতার বন্ধনে এবং পুত্র-কন্যা বন্ধু-বান্ধব জননী এসবের মধুর ও পার্থিব সম্পর্কের সম্বন্ধ দেবীর সঙ্গে পাতানো হয়েছিল নাকি রাজা লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী কালে, অথবা কারো কারো মতে রাজা গণেশের সময় থেকে। পিতৃগৃহ, শ্বশুরালয়,মাতা, পিতা, কন্যা. জামাতা, স্বজন, পরিজন, মিলন-বিচ্ছেদ, হর্ষ-বিষাদ এসব ভাবের সম্পর্কও মানুষ একে একে দেবীর ওপরে আরোপ করেছে।

শিব-দুর্গার মধুময় সহজ সরল পারিবারিক সম্বন্ধ ও সাংসারিক দৃশ্য চিত্রিত ক'রে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন : 'এদিকে কৈলাসে শিব-দুর্গার সংসারে আদর্শ পারিবারিক জীবন প্রতিবিম্বিত। ভিক্ষুকের অন্নশালায় অন্নপূর্ণা,—শিবের ষাঁড়, স্বীয় বুড়ো সিংহ, কার্তিকের ময়ূর, গণদেবের ইন্দুর ও লক্ষ্মীর পেচক এবং নন্দী-ভৃঙ্গী ও পুত্রকন্যাগণকে পরিবেষণ করেন।

সিদ্ধি ও ভাঙ্গ বাটিতে বাটিতে হিমরাজের কন্যার হাতে কড়া পড়িয়াছে, তথাপি প্রেম-গর্বিত ধর্মপত্নীর ছবি ও মাতৃমূর্তি নিরুপম আনন্দের আধার।'[১৫৫] শুধু তাই নয়, কৌলিন্যের দায়ে শিবের ওপর কটাক্ষ, অভিমানী মেনকার অনুশোচনা, শিবের মতো স্বামী পাবার জন্যে তপঃশীর্ণা বালিকা উমার অসংখ্য দুঃখ-কষ্টের বরণ, গিরিরাজের কন্যার জন্যে বিচ্ছেদ-ব্যাকুলতা প্রভৃতি কত শত সাংসারিক মনোভাবই বাঙ্গালী সমাজ আগমনীর করুণ সুরে গেয়ে নিজেদের বেদনাতুর কোমল প্রাণের পরিচয় দিয়েছে। বঙ্গ-সমাজের সাধক কবিরাও তাঁদের মান-অভিমানের সুর ও ছন্দ দিয়ে দেবীর উদ্দেশে গানের অঞ্জলি দান করতে ছাড়েন নি। যেমন একটি গানে বলা হয়েছে,

> 'গিরি আমার মনের এই বাসনা।
> (আমি) জামাতা সহিতে, আনিব দুহিতে
> গিরিপুরে করব শিব-স্থাপনা।
> ঘর-জামাই করি রাখব কৃত্তিবাস
> গিরিপুরী হবে দ্বিতীয় কৈলাস,
> হরগৌরী রূপ হেরব বার মাস
> (আর) বৎসরান্তে আনতে যেতে হবে না।'

১৫৫। বৃহৎবঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃ° ১৯৯

জগজ্জননী দেবী পার্বতী ও পরম-সন্ন্যাসী ধ্যানমৌন সর্বহারা শিবের এই দুরবস্থা স্মরণ ক'রে 'বৃহৎবঙ্গ'-কার আরো উল্লেখ করেছেন : 'বাংলার অন্তঃপুরের মর্মোক্তি ও বাঙ্গালী-জীবনের নিগূঢ়ভাবের প্রস্রবণ হইতে এই আগমনী গানের ধারা বহিয়া আসিয়া শিব-সমাধির স্বর্গালোক স্পর্শ করিয়াছে।'[১৫৬] বাস্তবিক বাংলাদেশের তথা বঙ্গসমাজে দুর্গাপূজায় আপনভোলা ভাব ও ভালবাসায় আপন-করা টান আর কোন দেশে আছে কিনা জানিনা! দেবীপূজায় আগমনী-গান বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব ও অপূর্ব। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও আগমনী-গানে বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন : 'বৌদ্ধযুগে ধর্ম, কর্ম, শীল ও আচার লইয়া বাঙ্গালী নালন্দার পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। বাঙ্গালীর আগমনী বাঙ্গালীর নিজস্ব ; আগমনী-গান ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই, আর কোন জাতি

১৫৬। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন : বৃহৎবঙ্গ, ২য় ভাগ

অমন গান করে নাই, গান করিতেও জানে না।'[১৫৭]
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার বাঙ্গলার এই নিজস্ব গান, ভাবধারা ও ভালবাসাকে 'বাঙালী-ধর্ম' বা 'Bengalicism' বলেছেন। তিনি লিখেছেন :

'হাজার বছর ধরিয়া বাঙালীদের আসল ধর্ম বাঙালী-ধর্ম —হিন্দুধর্ম নহে। আর নেহাৎ যদি হিন্দু বলিতেই হয়, তবে উচিত যে, উহা বঙ্গ-হিন্দুধর্ম। এই বঙ্গ-হিন্দুধর্ম পাঞ্জাবী, কনৌজীয়, তামিল এবং অন্যান্য হিন্দুধর্ম হইতে প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা চিত্র। দুর্গা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, কালী, চণ্ডী, সরস্বতী, রাধা, মনসা, বেহুলা, শীতলা এবং অন্যান্য যে-সব দেবতার পূজা বা মানত কিংবা পরব বাঙলাদেশের বিভিন্ন জাতির বহুসংখ্যক নর-নারী করিতেছে, অন্যান্য প্রদেশে তাহার কোনো অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। অথবা সেই সকল অবাঙালী পূজার গড়নে আকাশ-পাতাল ফারাক। এই সকল দেবীরা আসলে সবাই বাঙালী নারী,—বাঙলার ঘরে-ঘরে বিরাজিত মা, বোন, স্ত্রী বা মেয়ে। বাঙালীর বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা-শক্তি, মানব-প্রীতি ও সৃষ্টি-প্রতিভা এই সকল বাঙালী মেয়েকে দেবীর আসনে বসাইয়াছে। আবার শিব, কৃষ্ণ, কার্তিক, গণেশ, দক্ষিণরায়

১৫৭। সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা' প্রবন্ধ দ্র°

প্রভৃতি দেবতা আসলে বাঙালী পুরুষ ছাড়া আর কিছুই নহে—এরা বাঙালীর প্রতি গৃহের বাবা, ভাই, স্বামী বা ছেলে। বাঙালীরা যখন নানাপ্রকার স্তব-স্তুতি ও অবোধ্য সংস্কৃত মন্তর আওড়াইয়া এই সকল দেবদেবীর পূজা করে, তখন তাহারা বাঙালী ছেলেমেয়েরই তারিফ করে, তাহাদের নিজ হাতে গড়া জিনিসই পূজা করে। লোকায়তের জয়জয়কার চলিতেছে বাঙালী সমাজে।'১৫৮

কাজেই বর্তমান হিন্দুসমাজে শ্রীদুর্গার যে প্রতিমাপূজার আয়োজন হয় তা সত্যই অপূর্ব। চিন্ময়ী বিশ্বজননী মহামায়া সেখানে নিজের স্বরূপে বিশ্বোত্তীর্ণা (transcendent) নন, তিনি বিশ্বের প্রত্যেকটি ধূলিকণায় স্নেহ,মমতা ও অফুরন্ত ভালবাসার নিবিড় সম্বন্ধ মিশিয়ে চির-বিশ্বগত (eternal immanent)। জগন্মাতা দুর্গাদেবীর সঙ্গে তাঁর

১৫৮। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ লিখিত 'বিনয় সরকারের বৈঠক' (১৯৪৪), ১ম ভাগ, (২য় সং), পৃ° ৫৮২ এবং ডাঃ বিনয়কুমার সরকার : Positive Background of Hindu Sociology (1937), Vol. I এবং Political Philosophies Since 1905, Vol. II, pt. III, পৃ° ৫৯-৬০

বিশ্বের সন্তানদের সম্পর্ক আপনার হ'তেও আপনার— পরম আত্মীয়তার কোমল বন্ধনে আবদ্ধা। দেবী দুর্গার করুণা ও কল্যাণধারা সহস্রকিরণমালী-সূর্য-রশ্মির মতো পৃথিবীর সর্বত্রই সমভাবে বর্ষিত!

পরিশেষে সাহিত্যসম্রাট ও বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই বল্‌তে হয়—'মা যা ছিলেন' সে রূপের পরিচয় আমরা পেয়েছি, 'মা যা হইয়াছেন' তারও নগ্ন চিত্র আমাদের সাম্‌নে সুপরিস্ফুট, আর 'মা যা হইবেন' সেই ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর করাল মূর্তির আভাসও আমাদের মানস-চক্ষের কাছে অপ্রকাশিত নয়! দেবী দুর্গার কল্যাণময়ী মূর্তি হয়তো ভবিষ্যতের বুকে আরো ভীষণ আকার ধারণ কর্‌তে পারে, কিন্তু তাহলেও প্রসন্নতা ও সন্তানের ওপর করুণার অভাব তাঁতে কোন দিনই হবে না; কারণ দেবী দুর্গা বিশ্ব-মাতৃকার রূপেই সর্বদা রূপায়িত ও সর্বত্র প্রকাশিত!

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

পরিশিষ্ট

শ্রীদুর্গার স্নানমন্ত্রের সুর ও স্বরলিপি

শ্রীদুর্গার পূজায় গীত-বাদ্যেরও নিয়ম আছে। সহস্রধারা ও চারিটি ঘটের জলে দেবীকে স্নান করাবার পর নৃত্য ও গীতের সঙ্গে সঙ্গে দেবীকে পূজামণ্ডপে আনয়ন করতে হয় ও পরে আবার আটটি কলসের জল দ্বারা স্নান করাবার সময়ে আট রকম রাগে গান করারও প্রথা আছে। তবে এই প্রথা বৃহন্নন্দিকেশ্বর অথবা দেবীপুরাণের কোথাও কোন উল্লেখ নেই, কেবল কালিকাপুরাণের বিধিতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আটটি স্নানমন্ত্রে যে আটটি রাগের উল্লেখ আছে সে আটটি রাগের নাম মালব, ললিত, বিভাস, ভৈরব, কেদার, বড়ারী, বসন্ত ও ধানশ্রী। এ আটটি রাগে বাদ্য এবং স্নানেব জলও আবার আট রকমের নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে; যেমন (১) 'মালবরাগং বিজয়বাদ্যং কৃত্বা, গঙ্গাজলপূরিত-

ঘটেন', (২) 'ললিতরাগং দুন্দুভিবাদ্যং কৃত্বা বৃষ্টিজলপূরিত-ঘটেন', (৩) 'বিভাসরাগং দুন্দুভিবাদ্যং কৃত্বা সরস্বতী-জলপূরিত-ঘটেন', (৪) 'ভৈরবরাগং ভীমবাদ্যং কৃত্বা সাগরোদকেন', (৫) 'কেদাররাগং ইন্দ্রাভিষেকং বাদ্যং কৃত্বা পদ্মরজমিশ্রিত-জলেন', (৬) 'বরাড়ীরাগং শঙ্খবাদ্যং কৃত্বা নির্ঝরোদকপূরিত-ঘটেন', (৭) 'বসন্তরাগং পঞ্চশব্দ-বাদ্যং কৃত্বা সর্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন ঘটেন', (৮) 'ধানশ্রীরাগং বিজয়বাদ্যং কৃত্বা শুদ্ধজলপূরিত-ঘটেন'। এদের মধ্যে (ক) 'বিজয়বাদ্যং' ধাতুজ কাংস্য ও পিত্তল-নির্মিত যন্ত্রাদি সাহায্যে উৎপন্ন, (খ) 'দুন্দুভিবাদ্য' স্বরজ অর্থাৎ মানুষের স্বরের সাহায্যে উৎপন্ন, (গ) ভীমবাদ্য ভেরী অর্থাৎ চামড়ার তৈরী ঢাক থেকে উৎপন্ন, (ঘ) ইন্দ্রাভিষেক-বাদ্য বীণার সাহায্যে উৎপন্ন, (ঙ) শঙ্খবাদ্য তূর্য অর্থাৎ বাঁশী, সানাই প্রভৃতির সাহায্যে উৎপন্ন এবং পঞ্চশব্দবাদ্য। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: প্রবন্ধ-চিন্তামণি প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে পঞ্চমহাশের উল্লেখ আছে।[১]

১। সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা, ১১শ বর্ষ, আশ্বিন (১৩৪১), পৃঃ ৩২৩ এবং *Indian Antiquary*, Vol. V, পৃ" ৫৩৪, VII, ৯৫

স্বরলিপি

(ক) প্রথমে গঙ্গাজলপূরিত ঘটদ্বারা অভিষেক-কালে :

মালবী (বা মালব)—**চৌতাল**

ওঁ সুরাস্ত্বামাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
ব্যোম-গঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু ॥১

র (ঋষভ) ও ম (মধ্যম) কোমল অর্থাৎ ঋ, হ্ম ; সংপূর্ণ জাতি

স্থায়ী

	+		0		২		
II	সা	গা |	ঋা	গা |	-া	পা |	
	ও	ম্	সু	রা	০	স্ত্বা	

0		৩		8		
পা	গা |	ঋা	গা |	ঋা	সা	I
মা	ভি	০	ষি	ঞ্চ	স্তু	

+		0		২		
সা	ধ্‌া |	সা	ন্‌া |	সা	গা |	
ব্র	০	হ্ম	বি	০	ষ্ণু	

0		৩		8		
পা	পা |	হ্মা	ধা |	পা	পা	I
ম	হে	০	শ্ব	০	রাঃ	

\+ ০ ৪
র্সা -া | র্সনা ঋ্ঁা | র্সা র্সা |
ব্যো ০ ম০ গ ০ ঙ্গা

০ ৩ ৪
র্সা র্গা | ঋ্ঁা র্গা | ঋ্ঁা র্সা I
মু ০ পূ র্ণে ০ ন

\+ ০ ২
ঋ্ঁা না | ধা না | ধা হ্মা |
আ ০ দ্যে ০ ০ ন

০ ৩ ৪
গা গা | ঋা গা | ঋা সা II
ক ল সে ন ০ তু

(খ) বৃষ্টিজলপূরিত ঘটদ্বারা অভিষেক-কালে ঃ

ললিত—চৌতাল

ওঁ মরুতস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীম্।
মেঘাম্বু-পরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু ॥২

র (ঋষভ), ধ (ধৈবত) কোমল ও উভয় মধ্যম—
ঋ দ হ্ম ম; সংপূর্ণ জাতি

অন্তরা

	+			০			২		
II	ঋ্মা	দা	|	ঋ্মা	দা	|	ঋ্মা	মা	|
	ও	ম্		ম	রু		০	ত	

০			৩			৪		
দা	ঋ্মা	|	র্সা	না	|	ঋ্ঝা	র্সা	I
স্বা	ভি		ষি	ঞ্চ		০	স্তু	

+			০			২		
র্সা	র্সা	|	না	ঋ্ঝা	|	না	দা	|
ভ	০		ক্তি	ম		০	স্তঃ	

০			৩			৪		
ঋ্মা	দা	|	ঋ্মা	ঋ্মা	|	-া	মমা	I
সু	বে		০	শ্ব		০	রীম্	

+			০			২		
গা	ঋ্ঝা	|	গা	মা	|	ঋ্মা	মা	|
মে	০		ঘা	০		০	ম্বু	

০			৩			৪		
ঋ্মা	দা	|	র্সা	না	|	ঋ্ঝা	র্সা	I
প	রি		পূ	র্ণে		০	ন	

+		০		২		
না	দা ।	ঋা	দা ।	ঋা	মা ।	
দ্বি	০	০	তী	০	য়	

০		৩		৪		
মা	গা ।	ঋা	গগা ।	ঋা	সা	II
ক	ল	সে	ন০	০	তু	

(গ) সরস্বতীর জলপূরিত ঘটদ্বারা অভিষেক-কালে :

বিভাস—চৌতাল

ওঁ সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমে।
বিদ্যাধরাস্ত্বাভিষিঞ্চন্ত তৃতীয় কলসেন তু ॥৩

ম (মধ্যম) বর্জিত, ষাড়ব জাতি

সঞ্চারী

	+		০		২	
II	র্সা	না ।	ধা	পা ।	-া	গা ।
	ওঁ	ম্	সা	র	০	স্ব

০		৩		৪		
গা	পা ।	ধা	পা ।	গা	রা	I
তে	০	ন	তো	য়ে	ন	

\+ ০ ২
সা রা । সা ন্‌া । রা সা ।
স ম্‌ পূ র্ণে ০ ন

০ ৩ ৪
সা রা । গা গরা । গা গা I
স্ব রো ০ ত্ত০ ০ মে

\+ ০ ২
গা পা । ধা র্সনা । র্রা র্সা ।
বি ০ দ্যা ধ০ ০ রা

০ ৩ ৪
ধা পা । ধা পা । নধা পা I
স্না ভি ষি ঞ্চ ০০ স্তু

\+ ০ ২
পা গা । পা ধা । না পা ।
তৃ ০ ০ ত্তী ০ য়

০ ৩ ৪
পা গা । রা গা । রা সা II
ক ল শে ন ০ তু

(ঘ) সাগরের জলে পূর্ণ ঘটদ্বারা অভিষেক-কালে :

ভৈরবী—চৌতাল

ওঁ শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থ কলসেন তু ॥৪

ঋ গ ধ ন (ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ)

কোমল—ঋজ্ঞদণা, সংপূর্ণ জাতি

আভোগ

	+		০		২		
II	দা	মা |	দা	ণা |	র্সা	র্সা	|
	ও	ম		ক্রা	০	দ্যা	
	০		৩		৪		
	র্সা	র্সা |	র্ঋা	র্সণা |	র্সা	র্সা	I
	শ্চা	ভি	ষি	ঞ্চ০	০	স্তু	
	+		০		২		
	র্সা	র্জ্ঞা |	র্ঋা	র্জ্ঞা |	র্ঋা	র্সা	|
	লো	০	ক	পা	০	লাঃ	
	০		৩		৪		
	ণা	র্সর্ঋা |	ণা	সণা |	দা	পা	I
	স	মা০	০	গ০	০	তাঃ	

\+ ০ ২
দা পা । ণা দা । র্সা র্সা ।
সা ০ গ ০ ০ রো

০ ৩ ৪
ণা র্সর্ঋা । ণা র্সণা । দা পা I
দ ০ ০ ক পূ ০ র্ণে ন

\+ ০ ২
সা দা । -া দা । মা পা ।
চ ০ ০ তু ০ র্থ

০ ৩ ৪
জ্ঞা মা । জ্ঞা ঋা । জ্ঞা সা II
ক ল সে ন ০ তু

(ঙ) পদ্মরজোমিশ্রিত জলদ্বারা পূর্ণ ঘটদ্বারা অভিষেক-কালে :

কেদারা—চৌতাল

ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণু সুগন্ধিনা ।
পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু ॥৫

উভয় মধ্যম—ম হ্ম, সংপূর্ণ জাতি

দ্বিতীয় সঞ্চারী

```
   +            ০            ২
II সা   মা  |  পা   ন্ধা  |  পা   পা  |
   ও    ম্     ব     রি      ০    ণা

   ০            ৩            ৪
   পন্ধা  ধা  |  পধা   পা  |  ন্ধামা  মা  I
   প০    রি     পূ০    র্ণে    ০০     ন

   +            ০            ২
   সা   মা  |  গা   পন্ধা  |  ধা   পা  |
   প    দ্ম     ০    রে০      ০    ণু

   ০            ৩            ৪
   মা   মা  |  গমা  রনা  |  রা   সা  I
   সু    গ     ০০   ন্ধি০     ০    না

   +            ০            ২
   সা   রা  |  সা   মা  |  -া   মা  |
   প    ঙ্ক     ০    মে     ০    না

   ০            ৩            ৪
   মা   গা  |  পা   ন্ধা  |  পা   পা  I
   ভি    ০     ০    মি     ঞ্ছ   ন্ধ
```

+		০		২		
ঋ্মা	পা |	ধা	র্সা |	ধা	পা |	
না	গা	০	০	০	শ্চ	

০		৩		৪		
ঋ্মা	পা |	ধা	পঋ্মা |	মা	মা	II
ক	ল	সে	ন ০	০	তু	

(চ) নির্ঝরের জলধারা পরিপূর্ণ ঘটে অভিষেক-কালে :

বৈরাটী—চৌতাল

ওঁ হিমবদ্ধে মুকুটাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু পর্বতাঃ।
নির্ঝরোদকপূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু ॥৬

ঋ ম ধ (ঋষভ, মধ্যম ও ধৈবত) কোমল—

ঋ ঋ্ম দ ; সংপূর্ণ জাতি

দ্বিতীয় আভোগ

II	গঋ্মা	দা |	ঋ্মা	র্সা |	র্সা	র্সা |	
	ওঁ০	ম্	হি	ম	০	ব	

০		৩		৪		
র্সা	র্সা |	-া	র্সনা |	র্ঋা	র্সা	I
দ্ধে	০	০	মু০	কু	টা	

\+ ০ ২
না র্সা । র্গা র্গা । র্ঋা র্সা ।
দ্যা ০ ০ শ্চা ০ ভি

০ ৩ ৪
র্সা না । র্সা না । দা পা I
ষি ঞ্চ স্তু প র্ব তোঃ

\+ ০ ২
পা পা । হ্মা দা । পা পা ।
নি ০ র্ ঝ ০ রো

০ ৩ ৩
পা র্সা । না দা । পা পা I
দ ০ ক পূ র্ণে ন

\+ ০ ২
পা পা । হ্মা গা । ঋা গা ।
য ০ ষ্ঠে ০ ০ ন

০ ৩ ৪
পা হ্মা । পা গা । ঋা সা II
ক ল সে ন ০ তু

(ছ) সর্বতীর্থের জলপূর্ণ ঘটদ্বারা অভিষেক-কালে :

বসন্ত—চৌতাল

ওঁ সর্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরীম্।
সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্তখেচরাঃ ॥৭

উভয় মধ্যম ও ঋষভ কোমল—ঋ ম ঋ, পঞ্চম বর্জিত
ষাড়ব জাতির বসন্ত।

তৃতীয় সঞ্চারী

	+			0			২		
II	সা	মা	।	মা	মা	।	র্ঋা	গা	।
	ও	ম্		স	র্ব		তী	র্থা	

0			৩			৪		
মা	ধা	।	না	ধা	।	র্ঋা	মা	I
o	ম্বু		পূ	র্ণে		o	ন	

+			0			২		
মা	ধা	।	মা	না	।	ধমা	গা	।
ক	ল		o	সে		oo	ন	

0			৩			৪		
র্ঋা	মা	।	গা	ঋা	।	-া	সসা	I
সু	রে		o	শ্ব		o	রীম্	

+		০		২		
সা	মা |	মগা	ঋ্মা |	মা	গা |	
স	প্ত	০০	মে	০	না	

০		৩		৪		
মা	ধা |	না	ধা |	র্সা	র্সা	I
ভি	০	ষি	ঞ্চ	০	স্তু	

+		০		২		
না	ঋ্ র্সা |	না	ধা |	মা	মা |	
ঋ	০	ষ	য়ঃ	স	প্ত	

০		৩		৪		
মা	গা |	মা	ঋ্মগা |	ঋা	সা	II
খে	০	০	০চ	০	রাঃ	

(জ) শীতল জলপূর্ণ ঘটদ্বারা অভিষেক-কালে :

ধানশ্রী—চৌতাল

ওঁ বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবী নমোঽস্তুতে ॥৮

ঋষভ ও ধৈবত কোমল, কড়ি মধ্যম—ঋধঙ্ক : সংপূর্ণ জাতি

তৃতীয় আভোগ

\+ 0 ২

II গা ঙ্গা | পা না | র্সা র্সা |

শু ম্ ব স ০ ব

0 ৩ ৪

র্সা র্সা | র্সা না | র্ঋা র্সা I

শ্চা ভি ষি ঞ্চ ০ স্তু

\+ 0 ২

না র্সা | র্গা র্ঋা | -া র্সা |

ক ল ০ সে ০ না

0 ৩ ৪

না র্সা | না দা | পা পা I

ষ্ট মে ০ ন ০ তু

\+ 0 ২

দঙ্গা দা | র্সা র্সা | নর্ঋা র্সা |

অ০ ০ ষ্ট ম ঙ্গ০ ল

0 ৩ ৪

র্ঋা র্সা | না দা | -া পা I

সং ০ ঘু ০ ০ ক্তে

+		০		২		
হ্মা	গা ।	পা	পা ।	দা	পা ।	
দু	০	র্গে	দে	০	বী	

০		৩		৪		
গা	হ্মা ।	গা	হ্মা ।	ঋা	সা	II
ন	মোঃ	০	স্তু	০	তে	

কালিকাপুরাণে স্নানমন্ত্রে যে আটটি রাগের উল্লেখ আছে, তার ভেতর 'মালবী' মালবরাগেরই নামান্তর, ধানশ্রীও ধানসী এবং বৈরাটী বরাড়ীর নামান্তর। নারদসংহিতায় মালব, ধানসী (ধানশ্রী), মালসী (মালশ্রী), কেদারিকা (কেদারা), বিভাষা (বিভাস), বরাড়ী ও মারহাট্টা (মারাঠী) প্রভৃতি রাগগুলির উল্লেখ আছে। রত্নাকর, পারিজাত, দর্পণ, রাগবিবোধ প্রভৃতি সঙ্গীতগ্রন্থগুলিতেও এদের অনেকের পরিচয় দেওয়া আছে। নারদসংহিতায় যে রাগ অথবা রাগিণীগুলির নাম আছে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে আধুনিক, কেননা অনেকগুলি রাগের নাম দেশের নামেই দেওয়া হয়েছে। যেমন বরাটী বা বৈরাটী বিরাটদেশ এবং মারাঠী নাম মহারাষ্ট্রদেশেরই অপভ্রংশ। মালবীও মালবদেশ থেকে উৎপন্ন অথবা মালবদেশের নামানুযায়ী ঐ রাগের নামকরণ করা হয়েছে। বসন্তের বেলায় ষাড়ব ও উভয় মধ্যমযুক্ত বসন্ত যা বাংলাদেশে ও বিষ্ণুপুরী ঘরাণার ভেতর প্রচলিত তারই স্বরলিপি রূপ এখানে দেওয়া হল। সংপূর্ণ জাতির কোমল ধৈবত ও উভয় মধ্যমযুক্ত বসন্ত হিন্দুস্তানী পদ্ধতিতে প্রচলিত আছে।

প্রমাণপঞ্জী (Bibliography)

1. ABHEDANANDA, SWAMI:
   (i) *India and Her People* (1945).
   (ii) *Science of Psychic Phenomena* (1946).
   (iii) *Christ and Christmas* (An Article).
2. BAGCHI, DR. PROBODH CHANDRA:
   Studies in Tantra, Pt. I.
3. BANERJEE, G. M.:
   Hellenism in Ancient India.
4. BANERJEE, R. D.:
   Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture (1933).
5. BARTH, A.:
   The Religions of India (1933).
6. BASU, N. N.:
   The Archaeological Survey of Mayurbhanja (1911).
7. BENN, A. W.:
   The Greek Philosophers (1914).
8. BHATTACHARYA, B.:
   (i) *The Indian Buddhist Iconography* (1924).
   (ii) *Introduction* to *Sâdhanmâlâ.*
9. BHATTACHARYA, PROF. H. D.:
   The Foundations of Living Faiths (1938), Vol. I.

10. BJERREGWARD, C. H. A.:
The Great Mother.

11. BRESTEAD, PROF.:
Religion and Thought in Ancient Egypt.

12. BUDGE, SIR W.:
(i) *The Book of the Dead*, Vols. I-III.
(ii) *Bâralam and Yewasâf.*

13. *CALCUTTA REVIEW*, Nov.-Dec., 1932.

14. CHAKRAVARTY, C.:
Ancient Races and Myths.

15. CHANDRA, RAI BAHADUR R. P.:
The Indo-Aryan Races.

16. CHAUDHURY, D. N.:
In Search of Jesus Christ (1927).

17. CLARKE, JAMES FREEMAN:
Ten Great Religions (1871).

18. CONYBEARE, C.:
Myth, Magic and Morals (1925).

19. COOMERSWAMI, A. K.:
The Origin of the Buddha Image (An Article).

20. CROOKE: *Tod's Rajasthan*, Vol. I.

21. CUMONT, FRANZ:
The Mysteries of Mithra (1910).

22. D'ALVIELLA, C. G.:
Lectures on the Origin and Growth of the Conception of God (1897).

23. DOWSON:
Classical Dictionary of Hindu Mythology.

24. DREWS, PROF. ARTHUR:
The Christ Myth (1910).

25. *FORWARD*, Sept., 1927.

26. FRAZER, SIR J. G.:
(i) *Golden Bough*: *Adonis Attis Osiris*, Vols. I & II.
(ii) *Adonis* published by the Thinker's Library.

27. GANGULI, A. K.:
The Antiquity of the Buddha Image: *The Cult of Buddha* (An Article).

28. GRANT ALLEN:
The Evolution of the Idea of God (1897).

29. GRUENWEDEL:
Buddhist Art in India.

30. HAMSARAJA: *Vedic Kosh* (1926).

31. HOPKINS, E. W.: (i) *Epic Mythology* (1915).
(ii) *Origin and Evolution of Religion* (1924).

32. *INDIAN HISTORICAL QUARTERLY*, Vol. I, Sept., 1925.

33. INMANN, DR. THOMAS:
Ancient Faiths Embodied in Ancient Names (1868), Vol. I.

34. JACOBI, HERMAN:
Durgâ, published in *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. V.

35. JAMES, E. O.:
Comparative Religions (1938).

36. JANES, LEWIS G.:
A Study of Primitive Christianity (1887).
37. KELLETT, E. E.:
A Short History of Religions (1933).
38. KONOW, STEN:
An European Parallel to Durgâpujâ published in *JAS of Bengal,* Nos. XXI.
39. MCCABE, PROF. J.:
Modern Rationalism (1909).
40. MACDONELL: *Vedic Mythology.*
41. MARSHALL, SIR JOHN:
Mohenjo-daro and Indus Civilization, Vols. I & II.
42. MAX MULLER:
Anthropological Religion (1898).
43. MUIR: *Sanskrit Texts* (1858-72).
44. MURRAY-AYUSLEY, MRS.:
Symbolism of the East and West (1900).
45. OLDFIELD: *Nepal,* Vols. I & II.
46. OPPERT:
Original Inhabitants of India.
47. OTTO PFLEIDERER, DR.:
The Philosophy of Religion on the Basis of Its History, Vols. I-IV (1886).
48. RAO, G. N.: *Elements of Hindu Iconography,* Vols. I & II.
49. RAWLINSON, R.:
The Religions of the Ancient World.
50. *RELIGIOUS SYSTEMS OF THE WORLD* (1901).

51. ROBERTSON, J. M.:
(i) *Pegan Christs* (1911).
(ii) *Christianity and Mythology* (1936).
(iii) *A Short History of Christianity.*

52. R. K. MISSION:
Cultural Heritage of India, Vols. I—III.

53. ROY CHOUDHURY, DR.:
The Early History of the Vaishanava Sects (1936).

54. SANKARANANDA, SWAMI:
Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus, Vols. I & II.

55. SANKALIA, H. D.:
The University of Nâlandâ.

56. SASTRI, MM. H. P.:
(i) *Introduction to the Modern Buddhism and Its Followers in Orissa* (1911).
(ii) *Advayavajrasamgraha* (Gaekwad's Oriental Series).
(iii) *Magadhan Literature* (1923).

57. SASTRI, DR. HIRANANDA:
(i) *A Guide to Elephanta* (1934).
(ii) *The Origin and Cult of Târâ.*

58. SARKAR, B. K.:
(i) *Positive Background of Hindu Sociology* (1937), Vol. I.
(ii) *Political Philosophies Since* 1905, Vol. II, Pt. III.

59. SIRCAR, H. B.:
Indian Influence on the Literature of Java and Bali.
60. ST. KRAMRISCH: *Indian Sculpture* (1933).
61. WADDELL: *Lamaism in Tibet.*
62. WHITTAKER, THOMAS:
The Origin of Christianity (1933).
63. WILLIAMS, SIR M. M.: *Hinduism* (1919).
64. WILSON, THOMAS: *The Swastika* (1896).
65. WOODROFFE, SIR JOHN:
(i) *Principles of Tantra,* Vols. I & II.
(ii) *Shakti and Shakta* (1929).
(iii) *The Garland of Letters* (1922).

66. **অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ** (স্বর্গীয়):
(১) সরস্বতী (১৩৪৫)
(২) 'শ্রীদুর্গা', ভারতী (১৩৪৬)

67. **অসিতকুমার হালদার** ঃ (১) ভারতের শিল্পকথা
(২) বাগগুহা

68. **কাশীখণ্ড** (রামকৃষ্ণ মিশন সং, কাশী)

69. **ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি** (বসুমতী সং ১৩৩১)

70. **কেন উপনিষৎ**

71. **ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন** ঃ 'বৃহৎ বঙ্গ,'
১ম ও ২য় ভাগ

72. **পঞ্চানন শাস্ত্রী** (স্বর্গীয়) : 'ঋগ্বেদে শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা'—বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৪৫

73. **প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী** ঃ 'অন্নপূর্ণা' এবং 'অপরাজিতা' প্রবন্ধ—স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মহাকোষ', ২য় ভাগ

74. **পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়** ঃ (স্বর্গীয়) 'বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা'—সাহিত্য পত্রিকা

75. **বৃহদারণ্যক উপনিষৎ**

76. **ভারতী**, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৩৪৬

77. **মনীষীনাথ বসু** ঃ 'মাতৃপূজা'—মাধবী, ১ম বর্ষ, ১ম স'

78. **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** ঃ 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৩২১), ১ম ও ২য় খণ্ড

79. **রাজেন্দ্রলাল মিত্র** (স্বর্গীয়) সম্পাদিত 'ললিত-বিস্তর'

80. **শ্রুতিদেবী, শ্রীমতী** ঃ 'শারদোৎসব ও শারদীয়া-তত্ত্ব' 'দেহ ও মন' পত্রিকা

81. **সুরজিৎ শাস্ত্রী** ঃ 'সরস্বতীর কুলের কথা'—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৫৪

82. **সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য** ঃ 'পুরোহিতদর্পণ' (১৩৩৫, ১৩শ স')

83. **হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা**, ১ম ও ২য় খণ্ড, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' প্রকাশিত

৪৫. **হরিদাস মুখোপাধ্যায়** সম্পাদিত 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১৯৪৭), ১ম ভাগ (২য় সং)

হরগৌরী

দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত

উমা-মহেশ্বর

(বীরভূম জেলায় ভদীশ্বরে প্রাপ্ত)

দশভুজা শ্রীদুর্গা। পাল-স্থাপত্যশিল্প।

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত)

'প্রম্বনম' শিবমন্দিরের ভাস্কর্যে মহিষমর্দিনী পৃ. ২৬৬

দেবী পার্বতী

(খুলনা জেলার সেনহাটিতে প্রাপ্ত)

সিংহারূঢ়া বাগীশ্বরী

(কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্তি)

সপ্ততন্ত্রী বীণাবাদিনী সরস্বতী

(নবদ্বীপ)

হরপার্বতী— অজন্তা চিত্রশিল্প

দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ গণপতি (ধাতু-মূর্তি)

সূর্যকে পুষ্পরূপে
উপাসনার প্রতীক

বৃক্ষের উপর সূর্যপূজা

(১)

(২)

(১) পর্বতের উপরে সূর্য তথা সূর্যের জন্ম,
(২) কল্পবৃক্ষের দুদিকে দুটি সূর্য ও তার অধারে

বর্তমান শ্রীদুর্গা-মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে পূজিত (১৩৬২)